ভাব-মাধব।

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীহরিদাস ঘোষ প্রণীত।

১৯১৫

নিবেদন।

"ভাব-মাধব" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণে লিখিত। ইহার বিষয় ও ভাবগুলি হিন্দুদিগের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল—কিন্তু পুস্তকাকারে সহজ ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যাবলি বিষয়ে কতকগুলি কুসংস্কার আছে ও যাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তক পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। ভাষা ছন্দ সৃষ্টি-তত্ত্ব, আদর্শনারী-চিত্র ও শ্রীকৃষ্ণের আজীবন ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না—ইহা পাঠ করিলেই ভাবুক পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। আমরা বঙ্গ-সমাজে ইহার আদর দেখিলেই সুখী হইব। গ্রন্থকারের প্রণীত "ভাব-মাধব" (দ্বিতীয় খণ্ড), ঈশোপনিষদ্ (ইংরাজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ), এবং গীতার ইংরাজি পদ্য অনুবাদ আমাদের নিকট যন্ত্রস্থ আছে। ইতি ২৯এ শ্রাবণ সন ১৩২১ সাল।

১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নিবেদক—
জি, বি, নিরো এণ্ড কোং

মুখপত্র।

৫ মধু = মন্ + উ কর্ম্মণি মন্যতে রূর্ধশ্চান্তঃ—উৎকৃষ্ট বলিয়া মনন করা হয় ইহা—মনোনাত সত্তা) মন স্থির থাকিতে পারে না—কেবল মনন করে, যাহা মনন করে তৎক্ষণাৎ তাহার রূপ ধারণ করে, অতএব সত্তা হইতে সত্তান্তরে গমন করে—ইহাই মনের স্বভাব, মনের এই চঞ্চল অবস্থার নাম চিত্ত—অযুক্ত অবস্থা—চিত্ত সদাই প্রবৃত্ত—চিত্তাবস্থা নিবৃত্ত হইলে মন প্রাণে যুক্ত হইয়া বুদ্ধিতে লীন হয়, বুদ্ধি ঈশে অবস্থিত (বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ, বুদ্ধেঃ পরতস্তু যঃ সঃ) ঈশ ও অনীশের মধ্যবর্ত্তী প্রাপক স্বরূপ বিদ্যমান ; অতএব মন বুদ্ধি দ্বারা ঈশে পৌঁছিয়া ঈশত্ব প্রাপ্ত হয়—ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বসিদ্ধ হয়, "এজৎ" "চিৎ" "প্রাণ" বা "শুক্র" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যে অবস্থা সূচিত হয়—সেই অবস্থায় অবস্থিত হইয়া ঈশের ন্যায় ভগবৎপদবাচ্য হয় ;—এই অবস্থাই ঈশ্বর, পরমেশ্বর, অক্ষর, পুরুষ ইত্যাদি বহুনামে উক্ত হয় এবং স্ত্রী বা পুংলিঙ্গে বর্ণিত হয়—এই ভাব পরব্রহ্মের একাংশ মাত্র—মন এই একাংশ জানিয়াই পূর্ণ ব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে জানে (ক্ষর হইতে অতীত অক্ষর হইতে উত্তম অর্থাৎ ঊর্দ্ধতম যে ভাব সেই পূর্ণ ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম)—তত্ত্বতঃ জানিয়া তাহাই হইয়া যায়। এই অবস্থা ভাবমাত্র শেষ—উপলব্ধিগম্য—ইহা শাস্ত্রে ক্লীবলিঙ্গে সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে। ইহা অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত,

সনাতন, সর্ব্বনাশে ইহার নাশ হয় না। মন পূর্ব্বোক্ত সত্তা-সমূহের মধ্যে কোন একটি সত্তাকে ধরিয়া অর্থাৎ মনন করিয়া অবস্থান করে। উহাদিগের মধ্যে যেটি শেষ বা আদি (যে আদি সেই শেষ) অবস্থা—"ভাবমাত্র শেষ" বলিয়া উক্ত হইল উহাই পরম অবস্থা—উহাই মনের (বা আত্মার) স্বধর্ম্ম, স্বভাব—শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত—অর্থাৎ মন যখন বহিরাশ্রয় ত্যাগ করিয়া আপনাকে আপনার আশ্রয় করিতে—অর্থাৎ আপনাকে ধরিতে অভ্যস্ত হয়—তখনই ঐ ভাবে পৌঁছায়। উহাই যোগীর যুক্ত অবস্থা। উহাই "মধু" নামে আখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ অবস্থার জ্ঞাপক—অতএব সাধকেরা তাঁহাকে মাধব এই নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মাধবের বাচ্য যে ভাব—সেই "ভাব-মাধব"—এই কাব্যের বিষয় ঐ ভাব—তাই ইহার নাম "ভাব-মাধব" হইল। "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ওঁ মধু মধু"—মধুই ভাববিশেষই বায়ু দ্বারা (শরীরস্থ বায়ু—স্নায়ুমণ্ডল-বাহী—nervovital fluid) মননৈষণ-চিন্তন-রূপে "জুগুপ্সা" করিতেছে অর্থাৎ প্রিয়প্রাপ্তিতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এবং অপ্রিয়-প্রাপ্তিতে সঙ্কুচিত হইতেছে এবং নানা প্রকারে সঞ্চালিত হইতেছে—সিন্ধু বা জল সেই মধুকেই ভাববিশেষকেই ক্ষরাইতেছে—অর্থাৎ স্থূল ভাবে পরিণত করিতেছে অর্থাৎ মৃত্তিকা প্রস্তরাদিতে পরিণত করিতেছে—সেই ভাব-বিশেষকেই নানা প্রকারে সঞ্চালিত করিতেছে—সবই কেবল একমাত্র ভাব

ভাব ভাব—অভাব কিছুই নাই—"ন ইতি ন ইতি" আদৌ নাই—সবই "স ইতি স ইতি" সবই মাধব—সবই বাসুদেব—কৈবল্য কৈবল্য। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন—(জন অর্থাৎ জন্মকে জন্ম-মৃত্যু-আদি পরিবর্ত্তনকে যিনি অর্দ্দন করিয়াছেন জয় করিয়াছেন তিনি কেবল ভাবগ্রাহী—ভাবেই আছেন)।

পূর্ব্বোক্ত ভাবই মনের স্বভাব—তদ্ভিন্ন মন অন্য যে কোন অবস্থায় থাকে—বা মনন করে—তাহা তাহার বৃত্তিস্বারূপ্য অবস্থা—ইন্দ্রিয়ের মধু—ইহাকেও মধু বলে—ইহা মনের অভাব, অনবস্থা, বা বদ্ধাবস্থা—এই মধু বা অনবস্থাকে ভগবান্ "সূদন" করিয়া মনকে তাহার প্রকৃত স্বভাবে আনিয়াছিলেন—এই জন্য ভগবানের আর একটি নাম মধুসূদন।"

পীড়াবশতঃ আমি নিজে দেখিতে পারি নাই—অনেক ভুল আছে—পাঠক ক্ষমা করিবেন।

৪নং, ঘোষপাড়া লেন।
সালিখা—হাবড়া।

নিবেদক—
গ্রন্থকার।

সনাতন, সর্ব্বনাশে ইহার নাশ হয় না। মন পূর্ব্বোক্ত সত্তা-সমূহের মধ্যে কোন একটি সত্তাকে ধরিয়া অর্থাৎ মনন করিয়া অবস্থান করে। উহাদিগের মধ্যে যেটি শেষ বা আদি (যে আদি সেই শেষ) অবস্থা—"ভাবমাত্র শেষ" বলিয়া উক্ত হইল উহাই পরম অবস্থা—উহাই মনের (বা আত্মার) স্বধর্ম্ম, স্বভাব—শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত—অর্থাৎ মন যখন বহিরাশ্রয় ত্যাগ করিয়া আপনাকে আপনার আশ্রয় করিতে—অর্থাৎ আপনাকে ধরিতে অভ্যস্ত হয়—তখনই ঐ ভাবে পৌঁছায়। উহাই যোগীর যুক্ত অবস্থা। উহাই "মধু" নামে আখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ অবস্থার জ্ঞাপক—অতএব সাধকেরা তাহাকে মাধব এই নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মাধবের বাচ্য যে ভাব—সেই "ভাব-মাধব"—এই কাব্যের বিষয় ঐ ভাব—তাই ইহার নাম "ভাব-মাধব" হইল। "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ওঁ মধু মধু"—মধুই ভাববিশেষই বায়ু দ্বারা (শরীরস্থ বায়ু—স্নায়ুমণ্ডল-বাহী—nervovital fluid) মনৈষণ-চিন্তন-রূপে "জুগুপ্সা" করিতেছে অর্থাৎ প্রিয়প্রাপ্তিতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এবং অপ্রিয়-প্রাপ্তিতে সঙ্কুচিত হইতেছে এবং নানা প্রকারে সঞ্চালিত হইতেছে—সিন্ধু বা জল সেই মধুকেই ভাববিশেষকেই ক্ষরাইতেছে—অর্থাৎ স্থূল ভাবে পরিণত করিতেছে অর্থাৎ মৃত্তিকা প্রস্তরাদিতে পরিণত করিতেছে—সেই ভাব-বিশেষকেই নানা প্রকারে সঞ্চালিত করিতেছে—সবই কেবল একমাত্র ভাব

ভাব ভাব—অভাব কিছুই নাই—"ন ইতি ন ইতি" আদৌ নাই—সবই "স ইতি স ইতি" সবই মাধব—সবই বাসুদেব—কৈবল্য কৈবল্য। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন—(জন অর্থাৎ জন্মকে জন্ম-মৃত্যু-আদি পরিবর্ত্তনকে যিনি অর্দ্দন করিয়াছেন জয় করিয়াছেন তিনি কেবল ভাবগ্রাহী—ভাবেই আছেন)।

পূর্ব্বোক্ত ভাবই মনের স্বভাব—তদ্ভিন্ন মন অন্য যে কোন অবস্থায় থাকে—বা মনন করে—তাহা তাহার বৃত্তিস্বারূপ্য অবস্থা—ইন্দ্রিয়ের মধু—ইহাকেও মধু বলে—ইহা মনের অভাব, অনবস্থা, বা বদ্ধাবস্থা—এই মধু বা অনবস্থাকে ভগবান্ "সূদন" করিয়া মনকে তাহার প্রকৃত স্বভাবে আনিয়াছিলেন—এই জন্য ভগবানের আর একটি নাম মধুসূদন।"

পীড়াবশতঃ আমি নিজে দেখিতে পারি নাই—অনেক ভুল আছে—পাঠক ক্ষমা করিবেন।

৪নং, ঘোষপাড়া লেন।
সালিখা—হাবড়া।

নিবেদক—
গ্রন্থকার।

ভাব-মাধবের সংশুদ্ধি পত্র।

পত্রের সংখ্যা।	চতুর্দ্দশপদীর সংখ্যা।	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৮	১০	বিউনিল	বীজিল
১০	১৪	নিবিলি	নিখিলি
২৫	৯	শান্তি-পরা	শান্তি পরা
৬০	৪	আর্য্য হেয়	আর্য্য-হেয়
৬০	৪	স্বংবরে	স্বয়ংবরে
৮১	৩১	কুসুম-আকার	কুসুম-আকর
৮২	৩২	কুস্কুম	কুঙ্কুম
৮৪	৩৪	যামে	যামৈ
৮৪	৩৫	অচ্ছ্যত	অচ্যুত
৮৬	৩৭	সজ্ঘ	সঙ্গ
৮৮	৪০	বিরাজিছি	বিরাজিছ
৮৯	৪১	চঙ্কল	চঞ্চল
৯০	৪৩	পুরুষগণে	পুরুষ গণে
৯৮	৫৩	আসিব	আসিবে
১০১	৪	কুন্তিনে	কুন্তীনে
১১২	১৮	লম্পি	লম্ফি
১২৬	৩৮	কুন্তিনে	কুন্তীনে
১৭৬	৪১	সুমুখী	সুমুখী
১৮৩	১০	অপনি	আপনি
১৮৪	১০	উত্কর্ষ-সাধক	উত্কর্ষ-বাধক
১৮৫	১২	হেন	যেন
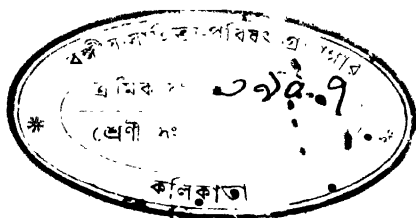
ভাব-মাধব।

প্রথম সর্গ।

অনন্ত বিচিত্র বিশ্ব একাংশ যাহার,
নিজ বোধ রূপ যিনি, ইন্দ্রিয়ের পার,
প্রাণরূপে পশিলেন যিনি চরাচর,
মণিমালে সূত্র যেন মণির ভিতর ;
যাঁরে ধরি জীবগণ পাইছে জীবন,
ধর্ম্ম নামে তাই যাঁরে গায় ঋষিগণ ;
কিছু নাহি ছিল যবে, ভাব চমৎকার,
ছিলেন কেবল যিনি অনন্ত অপার ;

অক্ষর অচ্যুত আদি নানা অভিধানে,
সে দশায় যোগিগণ যাঁহারে বাখানে ;
লভ্য যিনি গুরুগম্য সাধনার বলে,
স্মরি তাঁরে ভক্তি-ভরে কাব্যের মঙ্গলে ;
দেখাইল তাঁরে গুরু বিষ্ণু-অবতার
করি তাঁর নমস্কার অপার অপার।

(২)

যথা পুরা হব বহু ইচ্ছিলেন তিনি,
অমনি প্রকৃতি তাঁর নিম্ন-প্রবাহিণী,—
জনমিল স্থূল সূক্ষ্ম স্থাবর জঙ্গম,
উদিল বিচিত্র দৃশ্য বিশ্ব-মনোরম।
ক্রমশঃ হইল নানা জীবের উদ্ভব,
সর্ব্ব-শিরোমণি ভবে উদিল মানব ;
উৎকর্ষের পথে সদা ধায় ধর্ম্ম-বলে
ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট মাঝে মাঝে ডুবে পাপ মলে।
বিবিধ অধর্ম্ম সৃজি মানব অবোধ,
উৎকর্ষের ঊর্দ্ধগতি করে অবরোধ ;
পাপ-পঙ্কে মগ্ন ধরা করে টলমল,
জীবচয় দগ্ধ হয় ত্রিতাপে কেবল।
উৎকর্ষের অবরোধ করিতে মোচন,
অচ্যুতের চ্যুতি যেন হয় মহাজন।

(৩)

নিশীথিনী তমস্বিনী ভাদ্রপদ মাসে,
কৃষ্ণ-কান্তি কাদম্বিনী প্রকাশে আকাশে.
হ্লাদিনী নাদিনী ঘোর ধায় ঘন ঘন,
থাকিয়া থাকিয়া, বেগে বহে প্রভঞ্জন,
বিন্দু বিন্দু বর্ষে বারি, সূচসম লাগে,
কেহ নাহি বাহিরায় গৃহ-বহির্ভাগে।
কালিন্দী কল্লোলে বহে উছলিয়া কূল,
মথুরা-নগরী আজি ভয়-চিন্তাকুল,
নাহি চলে রাজপথে দুষ্ট উচ্ছৃঙ্খল,
গৃহ নাহি ছাড়ে পাপী ভয়েতে বিহ্বল,
পূতভাবে পুরবাসী মগ্ন ক্ষণতরে,
পরস্পারে দেখে মুখ, বাক্য নাহি সরে।
কি এক গম্ভীরভাবে যেন ত্রিভুবন,
উদ্বেগে অপেক্ষা করে কি এক ঘটন।

(৪)

কি যেন কি ভাব ধরে বিশ্ব-চরাচর,
যেন কিছু ধ্যানে এবে হইল তৎপর;
তুঙ্গশৃঙ্গ হিমগিরি ব্যোম-বিভূষণ,
ভক্তিভাবে কারো যেন চিন্তায় মগন;
সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধগণ তন্মনা-অন্তরে,
আত্মভাবে রহে এবে আপনা ভিতরে;

সংসারী ক্ষণেক ত্যজি মত্ততার ঘোর,
কি এক উদাসভাবে হইল বিভোর;
ক্ষণতরে তৌর্য্যত্রিক ত্যজে দিব্যাঙ্গনা,
ভক্তিভাবে করে এবে ঈশ-আরাধনা;
উজান বহিল নদী গাহি কলতানে,
মাতিল বিহঙ্গসহ ঈশ-আবাহনে;
ক্ষণেক সংসার হয় অমৃতের খনি,
উজ্জ্বিত প্রকাশভাবে পূরিল ধরণী।

(৫)

বিশ্বগুরু বাসুদেব পতিত-পাবন,
কলুষ-নাশন-হেতু করে আগমন;
জন্মিবার আগে তাঁর প্রভাব-প্রচার,
ক্ষণতরে দূরে সরে মোহ-অন্ধকার;
মনীষী মানসমাঝে বুঝে অনুমান,
সুখদুঃখ-স্পর্শ-হীন অবস্থা মহান;
আপনাতে আত্মযোগী দেখিয়া আপনে,
আত্মহারা ভাব এক লভিল তৎক্ষণে;
ক্ষণেক নিষ্ঠার ভাবে অভাবের ভাব,
ভাবুক গৃহীর মনে হইল অভাব;
আশার আলোক পায় পতিত-নিচয়,
আত্মগ্লানি-নাশে ক্ষণ সুস্থচিত্ত হয়।

ভবে আবির্ভাব হবে কৃষ্ণ-কল্পতরু,
ছায়াযুক্ত আগে তাই জীবনের মরু।

(৬)

কি এক মঙ্গল-ছায়া ধরণীর গায়,
স্ফূর্ত্তিময় প্রাণীচয় উদ্ভাসিত তায়;
মথুরা-অধিপ হেথা কংশ যদুপতি,
হেন ভাব-আবির্ভাবে নহে হৃষ্টমতি;
কি যেন কি অমঙ্গল ঘটিছে ভূভাগে,
চিন্তাকুল মনে কিছু ভাল নাহি লাগে;
বিলাস-বিভব-পূর্ণ সুখের আগারে,
সুখলেশ নাহি পায় মনের বিকারে;
ইন্দ্রিয়ের উপযোগী সামগ্রী-নিচয়,
যথেষ্ট বিকীর্ণ আছে সর্ব্ব-গৃহময়;
কোন স্থানে বাদ্যভাণ্ড, মদিরা-কলস,
কোথাও বা বামাকুল নিদ্রায় বিবশ;
কোথাও বা বন্ধুগণ ভাগ্য-সহচর,
স্বকাম সাধিয়া এবে নিদ্রায় তৎপর।

(৭)

ভোগখিন্ন কংশরাজ এবে অন্যমন,
বিরক্তি-ভাজন তার ভোগের সাধন;
একাকী নিভৃত-কক্ষে শয্যার উপরে,
নিদ্রার সাধনা করে আরামের তরে;

এক যায়, উঠে আর চিন্তার লহরী,
নিদ্রা নাহি আসে তার, শেষ বিভাবরী।
সহসা কাটিল মোহ, প্রকাশিল জ্ঞান,
অধোগামী মন তার উঠিল উজান ;
"না জানি কিসের তরে এত আয়োজন,
কেন বৃথা উপার্জ্জিনু এত রাজ্যধন ;
হিংসা দ্বেষ এতকাল করিনু কেবল
যার তরে, এখনো সে সমান বিরল ;
তবে কেন বৃথা সব, কি করি এখন ;"
সহসা এ হেন ভাবে উজলিল মন।

(৮)

ভুলিয়া অভাবে জীব অনুক্ষণ ভোগে,
স্বভাব প্রবল, তবু প্রকাশে সুযোগে ;
যেমনি উদিল সত্ত্ব কংশরাজ-মনে,
অপূর্ব্ব দেখিল কিছু যেমন স্বপনে ;
আলোকে গঠিত এক মূর্ত্তি মনোহর,
বাতায়ন-পথে পশে গৃহের ভিতর ;
জ্যোতির্ম্ময় দিব্য-মূর্ত্তি শ্যামল সুন্দর,
গলে দোলে ফুলহার—ধৃত-পীতাম্বর ;
শিখণ্ডীর পক্ষসম বিচিত্র-বরণ,
অখণ্ডমণ্ডল জ্যোতি শিরঃ-সুশোভন ;

ঈষৎ বঙ্কিম বামে, অলঙ্কার ধরে,
রিপুঞ্জয় অস্ত্রচয়-করী শোভা করে
বীর-কান্তা-বিমোহন ভীমকান্ত দেহ,
কমনীয়-কঠিনের সাধারণ গেহ।

(৯)

উদ্‌ভ্রান্তের সম কংশ বিস্ময় মানিয়া,
সতৃষ্ণ পিয়িল রূপ যেন আঁখি দিয়া ;
যত দেখে রূপরাশি বাড়য়ে বিস্ময়,
কীট ভৃঙ্গসম ক্রমে আত্মহারা হয় ;
তমঃ-অভিভবে হয় সত্ত্ব পরাজয়,
অমনি কংশের হয় ভাব-বিপর্য্যয় ;
"এ বুঝি কে যাদুকর মোরে যাদু করে,
তা না হ'লে হেন ভাব উদে কি অন্তরে ;
উচ্চৈঃস্বরে তবে কংশ ডাকিল হুঙ্কারে,—
"কে আছ কিঙ্কর হেথা ধর দুরাত্মারে ;
যাদুবলে পুরমাঝে পশিল বর্ব্বর,
নাশিবারে কোথা হ'তে আইল পামর ;"
সংজ্ঞাহীন যদুপতি পড়িল ধরায়,
—মনগুণে ধর্ম্ম আহা ধর্ম্ম-অন্তরায় !

(১০)

সেবক-সেবিকা সব ব্যাকুল পরাণ,
রাজার চীৎকার শুনি হয় ধাবমান ;

জরাসন্ধ-সুতা দুই কংশের মহিষী,
ধাইয়া আইল বেগে আলুথালু-কেশী :
ধাইল বিশ্বস্ত যত পুরপাল বীর,
সহসা বিপদ গণি হইল অধীর ;
কেহ বা শীতল বারি সিঞ্চিল বদনে,
কেহ বা সুস্নিগ্ধ বায়ু বিউনিল সঘনে।
কিছুক্ষণ পরে রাজা পাইয়া চেতন,
ভয়-বিজড়িত স্বরে কহিল বচন ;
"এ বড় বিষম-শত্রু নাহিক নিস্তার,
নাশিবারে নাহি করে অস্ত্র ব্যবহার ;
আঁখির তড়িত আর সম্মোহন বেশ,
ক্ষণেক দেখিলে নাহি থাকে জ্ঞানলেশ :

(১১)

"বিষয় স্বজন হ'তে বলে হরে মন,
আমার বলিতে নাহি রাখে প্রয়োজন :
অন্তরে মারিয়া মোরে লবে রাজ্যধন,
বিনা যুদ্ধে যাদুকর করিবে নিধন ;
এখনো বালক বলি হয় অনুমান,
কালে হবে শস্ত্রধারী বীরের প্রধান ;
যাও সব অনুচর, কর অন্বেষণ,
অঙ্কুরে কণ্টক-তরু করহ নিধন ;

এ বুঝি বা হবে সেই দেবকী-নন্দন,
নারদ আমারে পূর্ব্বে বলিল যেমন ;
দেবকী আকাশ-রূপী—তাহার নন্দন,
আকাশে গঠিত তনু, আকাশ বরণ ।
বর্ণনার অনুরূপ বটে এই রূপ,
কিন্তু এবে মনে মোর গায় অন্যরূপ ॥

(১২)

ধর্ম্ম-ব্যবধানে ভণ্ড সে বেটা নারদ,
বাক্যচ্ছলে লুকাইল বিষম বিপদ :
দেবকী আকাশরূপী বুঝাইল শেষে,
সকলি বলিয়া সব গোপিল বিশেষে ।
দেবকী আকাশরূপী নহে তো কখন,
এ বটে ভগিনী মোর, এ তারি নন্দন ।
জন্মিয়াছে সুত এবে দেবকী-উদরে,
আছাড়িয়া মার তারে শিলার উপরে ।
যাও সবে ত্বরা করি, লহ সে সন্তানে,
কি জানি যদি বা নীত হয় অন্য স্থানে ॥
যদি তার পুত্র হয় দৃষ্ট মূর্ত্তিসম,
জানিনু জীবনে মোর আশঙ্কা বিষম ।
যমদূত-সম সব ধায় দূতচয়,
দূর করিবারে আশু কংশ-কাল-ভয় ॥

(১৩)

সশোকে সসত্ত্বা হেথা দেবকী-জননী,
কাটাইছে কারাগারে দিবস-রজনী ;
করমের ফলে মাতা জনমদুঃখিনী,
অনন্ত যাতনা সহে একা অভাগিনী ;
সপ্ত শিশুনাশে এবে নিতান্ত তাপিনী,
গুরুতাপে জগতের গুরু-প্রসবিনী ;
মহোর্জ্জিত বিভাবসু অন্তরে উদয়,
শীর্ণদেহে তবু তাঁর আভা বিকীরয় ;
আষাঢ়ের কালে যেন আসন্ন-বর্ষিণী,
তড়িতের তেজঃপূর্ণ স্থির-কাদম্বিনী।
বড়ই বিষম কংশ অত্যাচারী ঘোর,
কি উপায়ে বাঁচাইব ভাবী-শিশু মোর ;
ভাবিয়া ভাবিয়া দেবী হয় অচেতন,
প্রকাশিল আশু তাঁর প্রসব-বেদন।

(১৪)

ভুজঙ্গচারী শুভবর্ণী জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
বিস্ময়ে রুধিল ক্ষণ গতি অবিরল ;
বরষিল তড়িতের অগ্নি বিমোহিনী,
"নিবিলি" পাইল ত্রায় মথুরার প্রাণী ;
বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, তায় নিশা ঘোর,
মৃতপ্রায় কে কোথায় নিদ্রায় বিভোর ;

কারাবাসে অনায়াসে প্রসবিল মাতা,
জগতের ধর্ম্মগুরু ত্রিতাপের ত্রাতা ;
শুভযোগে বসুদেব করিয়া গোপন,
ল'য়ে শিশু যায় আশু নন্দের ভবন।
নন্দগৃহে নিজ সুতে করি বিনিময়,
কন্যা ল'য়ে শীঘ্রগতি ফিরিল আলয় ;
কৃষ্ণ-জননীর ক্রোড়ে দিল কন্যাধন,
শিশু-পরশনে মাতা পাইল চেতন।

(১৫)

হেথা রাণী যশস্বিনী নন্দ-মনোহরা,
যশোদা, প্রসব-অন্তে ক্লান্ত-কলেবরা ;
উল্লাসে দেখিল শিশু শ্যামল সুন্দর,—
নব জলধরে সুপ্ত বিজলি স্থাবর—
খনিগর্ভে যেন মণি গূঢ় দীপ্ত করে,
প্রতিভা স্ফুরিছে যেন মনীষী-অন্তরে।
হৃদয়ে ধরিতে শিশু সঙ্কুচিল রাণী,
বুঝি বা এ দেবশিশু কে রাখিল আনি ?
ধরিনু কি গর্ভে মোর এ হেন রতন,
বিস্ময়-স্ফারিত-নেত্রে করে নিরীক্ষণ।
যেমন কান্দিল শিশু আধ মাতৃবুলি,
আত্মহারা হ'য়ে রাণী কোলে লয় তুলি।

বিনাশিতে জননীর প্রসব-বেদন
মহৌষধ সদ্যোজাত শিশুর রোদন।

(১৬)

দুষ্টমতি দ্রুতগতি কংশ-দূতচয়
উপনিল ঊর্দ্ধশ্বাসে কারাগার-দ্বারে ;
সহসা দেখিল কন্যা—মানিল বিস্ময়—
"কোথা পুত্র রাজা যথা কহিল বিকারে।
প্রচণ্ড বিদ্যুৎ স্ফুরে সর্ব্বদেহময়,
অশ্রুত-অদৃষ্টপূর্ব্ব কন্যা ভয়ঙ্করী,
আভাসে নয়ন দাহে, দেখি লাগে ভয়,
না জানি কেমনে মোরা পরশন করি ;"
করাল কংশের দূত চাহিবার আগে,
বসুদেব নৃশংসের করে দিল তুলি,
দেবকীর বক্ষঃ হ'তে লইয়া সবেগে,
ছিন্ন করি স্নেহবৃন্ত, তড়িত-পুত্তলি।
প্রস্তরে হানিতে কন্যা—শূন্যে ধ্বনি হয়,
"কংশে যে মারিবে সে তো মরিবার নয়।"

(১৭)

শিশু-কৃষ্ণ-কান্ত-বপুঃ বাড়ে দিনে দিনে,
যতনে রক্ষিত সদা নন্দের মন্দিরে ;
সুত-স্পর্শে ভাসে হর্ষে রাণী রাত্রিদিনে,
স্নেহে সদা সিক্তা হয় স্তন-ক্ষীরনীরে।

অলক্ষিতে বাড়ে কৃষ্ণ সুখ-পুষ্টদেহ,
নন্দগোপ গোপিকার নয়ন-রঞ্জন ;
হস্তপদে ধরে বল, নেত্রে ধরে স্নেহ,
যুগপৎ ভীতি আর প্রীতির স্ফুরণ।
অতিক্রমি শিশুবল, বহু কার্য্য করি—
পূতনা-রমণী-বধ, শকট-ভঞ্জন,
অর্জ্জুন-যমল-ভঙ্গ, গোবর্দ্ধন ধরি—
নিজে জানাইল, কৃষ্ণ ভাবী মহাজন।
শিশুর অসাধ্য কার্য্য করে নিরন্তর,
কৃষ্ণ-কথা ক্রমে হয় কংশের গোচর।

(১৮)

কংশ হ'তে রক্ষিবারে রামকৃষ্ণদ্বয়ে,
চিন্তিল গোকুল-গোপ ব্যাকুল-হৃদয়ে ;
কংশে এড়াইতে আর শিক্ষার উদ্দেশে,
পাঠাইল রামকৃষ্ণে সুদূর প্রদেশে ;
গোকুলের বসবাস দিয়া বিসর্জ্জন,
পরিবারে ল'য়ে গোপ গেলো বৃন্দাবন।
সুদূর পশ্চিমে দেশ—মহা হিমবান্,
যেথায় আশ্রম করে ঋষির প্রধান,
ঘোরনামে মহাযোগী অঙ্গিরা-সন্তান—
নানাশাস্ত্রে শিষ্যগণে করে শিক্ষাদান ;

সেথা গেলো গুরুগৃহে ভাই দুইজন,
তনুমন-ত্রাণ-হেতু করিতে পঠন ;
যাহাতে জানার শেষ একে পরিণত,
যে শিখায় সেই হয় গুরু অভিমত।

(১৯)

সুকুমার শিষ্যদ্বয়ে লভি মহামতি,
যতনে লইল গৃহে করিয়া আরতি ;
শুভদিনে শুভক্ষণে লভি উপদেশ,
ঋষির মানস-পুত্র হইল বিশেষ।
দীক্ষা-অন্তে ভ্রাতৃদ্বয়ে কহে তপোধন,
যা লভিলে তোমাদের গচ্ছিত সে ধন ;
ঐকান্তিক শ্রদ্ধাসহ কর মনোযোগ,
এই মহাজন-পন্থা এই কর্ম্মযোগ,
জনম-মরণ-সঙ্গী, উৎকর্ষ-আকর ;
ইহাতেই ইষ্টকাম, পদ পরাৎপর,
ইহাতেই শৌর্য্য, বীর্য্য, মনের বিলয় ;
যাহা কিছু হইবার ইহাতেই হয়,
এই প্রাণ ধরিলেই—ধর্ম্মে পরিণত
প্রাণপণে প্রাণকর্ম্ম কর অবিরত।

(২০)

অনধিক কালে তথা ভাই দুইজন,
সুমুখে আনিল বশে সহজ সাধন ;

কার্য্যক্ষম হ'ল দেহ, অন্তরুদ্ধ মন,
পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম পর্ব্বত যেমন।
প্রগঠিল কায়মন গৃহী-উপযোগী,
কুশল গৃহস্থ হয় যোগী তথা ভোগী;
একদা আনন্দে ঋষি ডাকি দুই জনে,
আজ্ঞা দিল "পুনঃ এবে, যাও বৃন্দাবনে;
ভিতরে বাহিরে বলী সর্ব্ব-অগ্রযায়ী,
কি করিবে তোমাদের কংশ আততায়ী;
কায়মন-প্রাণ-ঐক্যে আত্মা সন্দীপনি,—
গুরুসম হিত সদা সাধিবে আপনি।
একতান ঊর্দ্ধপ্রাণ মহাবল ধরে,
এই বলে বলী সদা আত্মা লাভ করে। (ক)

(২১)

প্রাণবলে বলীয়ান্ তুমি সঙ্কর্ষণ,
"বলরাম" নাম তব হইল এখন।
নবীন নীরদ যথা শোভা ধরে শ্যাম,
অন্তরে বিজলিপূর্ণ,—নয়ন-আরাম—
প্রকৃতির উদ্বেজনে সেই হয় ভীম,
কান্ত কৃষ্ণ দুর্ব্বৃত্তের অধৃষ্য অসীম।
এখন শ্রীকৃষ্ণ তুমি যোগেশ্বর হরি,
ত্রিতাপে ধরণী তার সর্ব্বপাপ হরি;

(ক) "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

পশুবলে বলীয়ান্ ক্ষত্রিয় সকল,
কাম-অহঙ্কার-দৃপ্ত পীড়নে প্রবল ;
আপন সংযম শিক্ষা না করে কখন,
জীবনের লক্ষ্য ভাবে ইন্দ্রিয়সেবন ;
ধর্ম্ম-উপার্জ্জন-ক্ষম নাহি প্রাণবল,
দুঃশাসনে প্রজাপুঞ্জে দিল রসাতল।

(২২)

ক্ষত্রিয়ের মন্দবৃত্তি করি সমস্কার,
ধর্ম্ম-রাজ্য কর তুমি প্রতিষ্ঠা আবার।
শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-জ্ঞানে পূর্ণ অধিকার,
অপেক্ষিছে শুদ্ধ তব ভাষা ব্যবহার ;
অনন্ত বলের তুমি উৎস অবিরল,
অপেক্ষিছে অস্ত্র আর প্রয়োগের স্থল।
বিশ্বের বরেণ্য তুমি—ধর্ম্ম-কল্প-তরু,
পতিতপাবন এবে বিশ্ব-দীক্ষাগুরু ;
কর্ম্মে জ্ঞান, জ্ঞানে মুক্তি, কর্ম্মাশয় প্রাণ,
প্রাণব্রহ্মে ধরিবারে কর শিক্ষাদান ;
দৃঢ়দৃষ্টি রাখি প্রাণে, অদৃষ্ট বাহিরে,
সংসারের সর্ব্বকার্য্য সাধিবে শরীরে ;
প্রাণে লক্ষ্য রাখি জীব যাহা কিছু করে,
তাই তার যজ্ঞ হয়, তা না হ'লে মরে।

(২৩)

কি আর কহিব কৃষ্ণ আছ তো বিদিত,
শেষ কথা কহি তোমা শুন অবহিত ;
প্রাণ-প্রতিপন্ন তুমি হও সর্ব্বক্ষণ,
শক্তি যেন থাকে অন্তে করিতে স্মরণ,—
"দৃঢ়দৃষ্টি, প্রাণ, তোমা দেখিনু সদাই,
আঁখি ফিরাইয়া অন্য কিছু দেখি নাই ;
অচ্যুত অটুট প্রাণ সেবিনু কেবল,
বহির্বোধ হ'তে সদা রাখিনু বিরল।
এক এই প্রাণ-পন্থা ভাবিনু নিশ্চয়
লেশমাত্র কভু নাহি হইল সংশয়।" (ক)
যাও এবে যাও ঘরে বিশ্বের আদর্শ,
দুর্ব্বৃত্তির দণ্ড তুমি সুবৃত্তির হর্ষ ;
ধার্ম্মিকের পতিতের সমান শরণ,
ভারতের জগতের মুক্তির কারণ।"

(২৪)

গুরুপদ বন্দি কৃষ্ণ মাগিল বিদায়,
হৃষ্টমতি দিল যতি অনুমতি তায়,—
"আত্মারূপী গুরুভাবে দেহে করি বাস,
চিত্তগুহা সদা তব করিব প্রকাশ।"

(ক) ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৩।১৭।৬, ত্রাটক ও প্রাণায়ামের কথা

পুলকিত নানাদেশ করি দরশন
শীঘ্র আসি উপনিল দোঁহে বৃন্দাবন।
আনন্দে ভাসিল নন্দ আর গোপগণ,
বালক-বালিকা সবে পাইল জীবন ;
যশোদা রোহিণী আর গোপবধূ সব
মহাসুখে করে কত মঙ্গল উৎসব।
কি এক মধুরভাব মধু-বৃন্দাবনে
উদ্ভাসিল নিরন্তর কৃষ্ণ-দরশনে ;
বিবশা প্রকৃতি যেন আনন্দের বশে,
পশু পক্ষী বৃক্ষ আদি প্লুত প্রেমরসে।
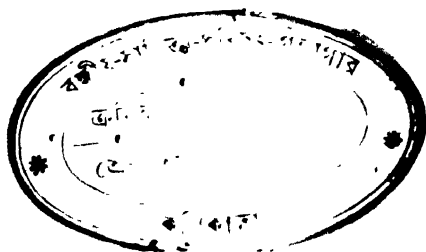
দ্বিতীয় সর্গ।

উজলে শরৎ ঋতু সুখ বৃন্দাবন,
শোভে নীল মেঘমুক্ত মসৃণ গগণ ;—
মাঝে মাঝে মেঘখণ্ড উদে নানা রাগে
প্রতিবিম্ব পড়ে তার বিমল তড়াগে ;
জলজ কুসুম ফুটি ঢাকে জলাধার
কমলিনী কোকনদ কুমুদ কহ্লার ;
কেলি করে কলস্বরে পক্ষী জলচর
সুখবহ বীচি সহ দোলে নিরন্তর ;
পথ ঘাট পরিষ্কার বর্ষা অপগমে
নাহি গ্রীষ্ম নাহি শীত দৃশী আঁখি রমে,
কেতকি-কুসুম-রেণু বহি অহরহ—
দিগ্বলয় গন্ধময় করে গন্ধবহ ;
বিকাশি কুসুম কাশ দোলে বায়ুভরে
চামর ব্যজন যেন নিরন্তর করে।

(২)

একদা পূর্ণিমা নিশি চন্দ্র শোভা পায়,
গলিত রজত ঢালে প্রকৃতির গাঁয় ;

গ্রামের নিকটে এক রম্য উপবনে
একান্তে বসিয়া কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে,—
"বিষয়ের বহির্ভূত—আপনে আপনি
এদেশে উপমা নাই পরাহত বাণী ;
কিছু না পঁহুছে যেথা, প্রাণে পরিচয়,
যেখানে সমাপ্তি পূর্ণ, তেমতি উদয়,
কিছু নাহি বচনীয় অথচ সকল
ভাবের রাজত্ব যেই ভাবই কেবল।
আছে স্থিতি বিনা কিছু ধরিবারে স্থূল
মূলের অভাবে যেথা অমূলই মূল ;
সগুণ নির্গুণ মিলি দুই গেলো গলি
সাগরের জলে যেন ক্ষীরের পুতলি।

(৩)

সর্ব্বাবস্থা শেষ যেই—অবস্থা মহান,
সুখ দুঃখ হীন যেথা প্রাণে রমে প্রাণ,
অচ্যুত অটুট ভাবে সে অবস্থা ধরি
করিয়াও সর্ব্বকার্য্য কিছু নাহি করি,
মধুর মধুর স্থিতি—অনন্ত আরাম
শয়নে স্বপনে যেথা লগ্ন অবিরাম,
সুখ দুঃখ সব ভুঞ্জি হয়ে আত্মবশ
সঞ্জীবনী সুধাপানে সুতৃপ্ত মানস।

কি বলিব গুরুজনে বাক্য নাহি সরে
মূক সুখে মিষ্ট খায়, প্রকাশ না করে ;
আমি তাতে সে আমাতে, তাহার কি হবে
নাহি যদি মাতে বিশ্ব প্রাণের উৎসবে।
প্রিয়জনে হেন সুধা আগে করি দান
প্লাবিব ধরণী পরে দ্রাবি নিজ প্রাণ।

(৪)

বৎস-ভাবে অভিভূত আমাতে সর্ব্বথা
নাহি গণে বালমুখে ধরমের কথা ;
পরম-পুরুষ-অর্থ কহি কত ছলে
নাহি মানে গুরুজন মুগ্ধ স্নেহ-বলে।
রাখাল বালক সব খেলাইতে মন
সুখে চরে, নাহি রাখে ধর্ম্মে প্রয়োজন।
কেবল যুবতী আর বালিকা সকল
বাল্যাবধি আমাপরে আসক্তি প্রবল,
যাহা বলি তাহা করে, বড় ভালবাসে,
তুষ্ট সদা মম বাক্যে, মম সহবাসে ;
সাধনার উপযুক্ত চিত্ত-উপাদান
দেখিলাম তা সবার, করিলাম দান
অমনের একমাত্র পন্থা সুখকর
মানবের সহজাত নিত্য সহচর।

(৫)

জন্মসহজাত যজ্ঞ দিনু ধরাইয়া
গোপনে আপন মনে করে প্রাণ দিয়া,
অন্তরে পরম গুপ্ত নিত্য অধোক্ষজে
সর্ব্বকার্য্য করি তবু একভক্তি ভজে।
এই তো সুযোগ আজি পরীক্ষার তরে
দেখিব সাধন গোপী কে কেমন করে ;
বর্ণছাড়া বিসর্গের উচ্চারণ করা,
গতির অস্তিত্ব মনে বস্তু বিনা ধরা,
অগনির উপলব্ধি ছাড়িয়া ইন্ধন,
বিনা অবলম্বে চল চিত্তের ধারণ
একাগ্র সাধন বিনা না হয় কখন,
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"
সহজ সাধন বটে সুনিশ্চিত ফল,
অশ্রদ্ধা আলস্য তার বিঘন প্রবল।

(৬)

কেন্দ্র অন্তর্মুখী মন অণুর ভিতরে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব উপলব্ধি করে,
গুটাইয়া আনি সব আপনাতে ধরে
বৃহৎ বিটপী যেন বীজের ভিতরে।
কেন্দ্র বহির্মুখী মন হয় ধাবমান,
আপনি বাড়িয়া হয় বিশ্বের প্রমাণ,

বিষয়ের শয্যা পাতি সুখে নিদ্রা যায়,
জাগাইয়া দিলে রাগে কোন্দল বাধায়।
পূর্ব্বোক্ত অবস্থা হয় ধর্ম্ম সনাতন,
শেষোক্ত তাহার গ্লানি সৃজন কারণ।
যে বিষয়ে থাকে মন রূপ ধরে তার
দীর্ঘপ্রস্থপুরু মূর্ত্ত মায়ার আকার;
মূর্ত্তি-অঙ্গ-মায়াহীন প্রকৃত যে রূপ
বিমোহিত মন এবে ভাবে অপরূপ।

(৭)

সাধিকা গোপিকা সাধ্বী গুরুগতপ্রাণা
গুরুদত্ত সাধে মন্ত্র অবিভক্তমনা,
পতিব্রতা একাগ্রতা লভে অনায়াসে;
হেন অনঙ্গের ভাব বুঝে সে অভ্যাসে,
এক অবলম্ব যার পতিই কেবল
পতিসহ ধর্ম্ম তার সহজে প্রবল।
ইচ্ছা-অবসানে যদা মূর্ত্তভাব যায়
সতী-পতি-ধর্ম্ম তিন একেতে মিলায়।
"এক" বলি যারে তিনি জগতের পার
অবস্তু অনঙ্গ নিত্য অধৃত-আধার,
দেশ কাল মায়ামূর্ত্তি সব পরিহরি
আত্মভাবে প্রকাশিত আত্মারাম হরি,

অঙ্গ-অঙ্গী-ভাব হতে তিনি বহুদূর
অচিন্ত্য অকাম শুদ্ধ অনঙ্গ মধুর।

(৮)

প্রাণযন্ত্রে বাজাইয়া প্রণব-বাজন
অন্তর্দৃষ্টি গোপিকার অনঙ্গবন্ধন,
আকর্ষণ করি হেথা সাধিকানিচয়
সাধন কেমন করে লই পরিচয়।
প্রাণের আধিক্য প্রাণে টানে আপনায
চুম্বক আকর্ষে যেন লৌহ শলাকায়।
হ্রস্বদীর্ঘ-প্লুতে হয় প্রাণের অভ্যাস,
কেবল প্রাণের খেলা সঙ্গীতে বিকাশ।
শ্বাসে ধরি প্রাণবংশী বাজাই উজান
ওঙ্কার-বোধন-গীতে ছড়াইয়া প্রাণ ;
প্রাণের ব্যবস্থা যারা করে সাধনায়
কর্ণে পিয়ি প্রাণসুধা আসিবে ত্বরায়।
"সর্প হাঁচে, চিনে ব্যাধ," মুক্তা মণিকার,
প্রাণী যারা প্রাণসূক্ত চিনিবে আমার।

(৯) ক

ভব-ব্যাধি-জরা-দুখ-দোষ-হরা
চলচিত্ত-বিক্ষেপণ-অন্তকরা,!

(ক) তোটক ছন্দ।

বিষয়োণ্মুখ-ইন্দ্রিয়-বেগ-ধরা
হতরাগ-তৃষা সুখ-মোক্ষপরা
ভববন্ধন-ছেদন-কর্ত্তরিকা
ভয়-আর্ত্তি-নুদা অঘ-আবরিকা
মতি একনিষ্ঠা অজপা-সম্পাদে—
নরপ্রাণ-প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপাদে।
হরি প্রাণ হয়ে ধরিলো সকলে
মণিমাল যথা ধৃত সূত্রবলে।
চলি প্রাণপথে অজপা জপিলে
অতি-ইন্দ্রিয় সে হরিপাদ মিলে।
লভিলে পদ সে লভ্য-আশ মরে
উপজে সহজে রস-ত্যাগ পরে,
গুণ-অন্তে বিরাজিত শান্তি-পরা
তদ্‌ বিষ্ণুপদে নির্ব্বাণপরা।
অজপা তরণী উপকূলে ধরা
তরিবার তরে চল তত্র ত্বরা।
গুরুব্রহ্ম নিজে দৃঢ় কর্ণধরে,
ভব-ঊর্ম্মি-বিক্ষোভণ পার করে।

(১৩)

গোপিকা সাধিকা সব যে যেথায় ছিল
কলপদ মর্ম্মস্পর্শী সংগীত শুনিল:

ভাবের আবেগে গীত পশিল পরাণে
আত্মহারা হয়ে সবে কি করে না জানে।
বর্ষিল আসার-ধারা—শিহরিল দেহ
টুটিল সংসার-বন্ধ, শুকাইল স্নেহ;
যাহা হতে উদে প্রাণ সেই যদি টানে,
আপনি উজান বহে বাধা নাহি মানে।
গৃহকার্য্য পরিহরি যেথা বাজে বাঁশী
মন্ত্রমুগ্ধা গোপী সব ধাইল উদাসী,
বাধা বিঘ্ন উতরিয়া পঁহুছিল আসি
যেথা কৃষ্ণ বিরাজিছে ঐশ্বর্য্য প্রকাশি;
গুরু-আবাহনে শিষ্য উদ্বেলিত-মন,
শশাঙ্ক-কিরণে সিন্ধু উছলে যেমন।

(১১)

গুরুব্রহ্মে প্রণমিয়া প্লুত প্রেমরসে
সর্ব্ববন্ধ-মুক্তা এবে কে কোথায় বসে;
সকলে স্বচ্ছন্দ মনে বসি সুখাসনে
সর্ব্বচিন্তা পরিহরি, আপনি আপনে
অন্তর্দৃষ্টি স্থিরদেহ পশিয়া অন্তরে
চক্রে চক্রে নিজ প্রাণ আবর্ত্তন করে।
নিজ নিজ প্রাণবাঁশী বাজায় ওঙ্কার
আপনে আপনি লীন, লুপ্ত অহঙ্কার;

ধরণী সলিল বহ্নি বায়ু নভঃস্থল
রূপ-রস-গন্ধ-আদি হইল বিরল।
আপনা বলিতে কিছু না রহিল আর
ডুবাইয়া নদ নদী ভাসে পারাবার;
নির্বাত নিঃসাড় শুদ্ধ ভাবই কেবল
চ্যুতিহীন গ্লানিহীন ধর্ম্ম অবিরল।

(১২)

কোথা কৃষ্ণ, কোথা গোপী, প্রকৃতি কোথায়,
কিছুক্ষণ তরে যেন স্মৃতি লোপ পায়;
চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি-রশ্মি হেথা নাহি ভাসে
নিরালম্ব শুদ্ধ ঈশ কেবল প্রকাশে।
অনভ্যস্ত গোপীদের অরূপ ধারণ,
গুরু-অনুগ্রহে তাহা জাগিল কেমন;
যতদিন সাধকের "দ্বৈত" নাহি মরে
গুরুমূর্ত্তি সদা চিত্তে দরশন করে।
গুরু ব্রহ্ম-কৃষ্ণে গোপী করিয়া ধারণ
চক্রে চক্রে প্রাণসহ করিত সাধন;
ক্ষণপরে জাগি পুনঃ গোপিকা সকল
কৃষ্ণ-অদর্শন-ভাবে হইল বিহ্বল;
কোথা কৃষ্ণ বলি সবে করে হাহাকার,
সম্মুখে দেখিয়া সুস্থ হইল আবার।

(১৩)

হৃদাকাশে সদা গোপী কৃষ্ণচন্দ্র ধরে,
অমূর্ত্ত ভাবিতে নারে বহুক্ষণ তরে ;
নিরালম্ব মহাভাব 'আমি মম' হীন
গুরু অনুগ্রহে ভুক্তি জাগে প্রাণ মীন ;
দেশ কাল সুখ দুঃখ কুণ্ঠা সেথা নাই,
কিযেন আছিনু ভাল উপমা না পাই,
নিজ নিজ বোধে আসে বলিতে না পারে
গোপীগণ পরস্পরে এ দেখে উহারে।
কেহ বা গোপিকা কহে করিয়া মিনতি
" প্রাণ লয়ে খেলা তব ওহে প্রাণপতি ;
কত ভাব ধরে প্রাণ তুমি জান সব,
স্বপনেও কেহ নাহি করে অনুভব।
মনে পরিণত প্রাণ বহির্গত হয়,
বর্ণ-বিসর্গের ন্যায় বিষয়-আশ্রয়।

(১৪)

যখন যা ভাবি মোরা তখন তা হই;
বস্তুছাড়া ক্ষণমাত্র আপনে না রই;
এক ছাড়ি ধরি অন্য সংকল্পের বশে,
পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে অলি যথা বসে।
আপনারে ধরিবারে দেখাইলে পথ,
কি জানি সফল কবে হবে মনোরথ,

তব দত্ত প্রাণ-মন্ত্র জপি হে যখনি
চক্রে চক্রে দেখি তোমা ওহে চিন্তামণি ;
অনঙ্গা যে স্থিতি তুমি দেখাইলে হরি
সহজে না মোরা তাহা উপলব্ধি করি ;
চরম গন্তব্য সেই, সাধনার শেষ,
এখনো আমরা নহি অভ্যস্ত বিশেষ।
যে ভাবে সহজে মোরা উপাসনা করি
সেই ভাবে সাধি এবে আজ্ঞা কর হরি !

(১৫)

চক্রে চক্রে দেখি তুমি আছ চক্রধর,
টানিছ বিপথগামী মন নিরন্তর,
ইন্দ্রিয় চকিত ভয়ে প্রণব-বাজনে
মৃতপ্রায় সর্প যথা কেকায় শ্রবণে,
কূটস্থে তোমার জ্যোতিঃ আকাশ-বরণ,
জড়িত বিজলি তায় নাশে আবরণ,
মাঝে তার শোভাধার পুরুষ-রতন
কলুষ-নাশন নিজে তুমি নারায়ণ।
আকৃষ্ট মানস তায় বাহিরে না ধায়
তোমা অবলম্বি ক্ষণ বিষয় হারায়,
পতিপুত্র সমসার করে তিরোধান
থাকে মাত্র প্রাণ আর তুমি ভগবান্।

এ হেন সাধন হরি গোপিকারঞ্জন
আজ্ঞা কর সাধিবারে প্রাণের রমণ।"

(১৬)

কৃষ্ণ কহে "যাহে যার নাহি কিছু ক্লেশ
তাই তার উপযোগী এই উপদেশ ;
সহজ সাধন দেহ-প্রাণ-তৃপ্তিকর
অবিভক্ত মনেযোগে সাধ নিরন্তর।
আরম্ভে সংকল্প থাকে, সংকল্পে দুজন,
কালে হয় "আমি"-নাশে সংকল্প-বর্জ্জন,
আত্মা আর গুরু দুই মিলি যাবে পরে,
আত্মা একমাত্র গুরু থাকিবে অন্তরে,
সংকল্প-বিকল্প-নাশে একমাত্র শেষ,
গুরু-অনুগ্রহে তাহা জানিলে বিশেষ।"
আশ্বাসিতা কৃষ্ণবাক্যে তন্মনা অন্তরে
প্রাণে প্রাণে গুরুমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে ;
সুখ-দুঃখাতীত ভাবে গোপীকুল ভাসে,
উদিল প্রবোধ-চন্দ্র হৃদয়-আকাশে।

(১৭)

সহসা শরীর মাঝে দেখে গোপীগণ
কি এক অদ্ভুত খেলা অপূর্ব্ব-দর্শন ;—

ঊর্দ্ধ মঞ্চে বসি কৃষ্ণ অন্তর্লীন মন,
নাচিছে রমণী নাচে লয়ে নিজ গণ,
বিষয়-আসন পাতা বিচিত্র-বরণ
আপনি প্রকৃতি রাজে ধরিয়া ভূষণ,
পাশে নারী বুদ্ধি নামে, মৃদু-মন্দ-গতি
হৃদয়ে বিবিধ ধরে ভাল মন্দ মতি ;
অহঙ্কার দলপতি—নাচায় সকলে
তিরস্কার পুরস্কার লভে অবহেলে ;
বুদ্ধি-অহংকার-দাস মানস চঞ্চল
বাহিরে ভিতরে বার্ত্তা বহে অবিরল
মন-অনুচর দশ ইন্দ্রিয়ের পাল
বিবিধ বাজায় গায়, দেয় করতাল।

(১৮)

পঞ্চ মহাভূত পঞ্চ সেবক প্রবল,
রূপ রস গন্ধ আদি যোগায় কেবল ;
স্ফুট-কামা নাচে বামা অঙ্গভঙ্গি করে
অনাসক্ত-শ্রীকৃষ্ণের রমণের তরে,
নূতন নূতন ভাবে কত পাতে ফাঁদ
ঘটাইতে পুরুষের অজ্ঞান প্রমাদ ;
সুপ্তোত্থিত যেন কৃষ্ণ কতক্ষণ পরে
জানিবারে কামিনীরে নিরীক্ষণ করে,

রমণী অমনি তায় ভয় লজ্জা পায়,
বসন ভূষণ খসে. উলঙ্গের প্রায়,
ভঙ্গ দিয়া দ্রুতগতি করে পলায়ন
কৃষ্ণের পশ্চাতে গিয়া লুকায় বদন।
দূরে গেলো রাসলীলা পলাইল দল
কৃষ্ণের শরীরে গিয়া পশিল সকল।

(১৯)

বিস্ময়-স্ফারিত নেত্রে গোপবালাচয়
ধীরে ধীরে দেখে এবে বাহিরে কি হয়,
দেখিল ভিতরে যাহা বাহিরেও তাই,
আপন বলিতে কেহ বৃন্দাবনে নাই।
চূর্ণীকৃত মূর্ত্তি সব কৃষ্ণের শরীরে
বিলীন তরঙ্গ যেন নীরধির নীরে ;
নিজে নিজে যেন গোপী প্রবেশিল তায়,
একাধারে সুপ্ত এবে জগৎ ঘুমায়।
ঘুমাইল বালা সব যে যথায় ছিল,
না জানিল কেহ—কিবা এ ঘটে ঘটিল ;
প্রভাতিল বিভাবরী ভাঙ্গিল স্বপন,
নাহি কৃষ্ণ, সুপ্তোত্থিতা শুদ্ধ গোপীগণ,
স্বপন-প্রয়াণ সব, জ্ঞান দিল বলি,
শুভস্মৃতি হৃদে ভাবি, গৃহে যায় চলি।

(২০) *

গুরু-নারায়ণ পতিত পাবন,
পাইবারে পরাৎপরে,
দয়া প্রকাশিয়া, জপ যজ্ঞ দিয়া
উদ্ধারিলে অকাতরে। ১।

পাপী পুণ্যবান, সকলে সমান
শরণ লভিল পদে,
মোরা যে পাপিনী গোপের কামিনী
সুভাগিনী সে আস্পদে। ২।

কীট-ভৃঙ্গ মত, মোরা অনুগত
প্রাণ সমর্পিনু পদে,
অপগত পাপ, নির্ব্বাপিত তাপ,
আত্ম-হারা কৃষ্ণ-হ্রদে। ৩।

ব্রহ্মজ্ঞানী জন, হইল ব্রাহ্মণ,
যে যা জানে সে তা হয়,
কৃষ্ণে প্রাণ জানি, প্রাণ-অভিমানী
মোরা প্রাণ-কৃষ্ণময়। ৪।

সেই হই আমি, প্রাণ তুমি স্বামী
যিনি সর্ব্ব অন্তর্য্যামী,
বিশ্বগত প্রাণ. সর্ব্বত্র সমান,
প্রাণ-সঙ্গ সদা কামি। ৫।

* তুক্ক।

অনিলে অনলে, ক্ষিতি নভস্থলে,
যখন যে দিকে চাই,
দেখি বির্দ্ধমান ওতপ্রোত প্রাণ,
প্রাণ ভিন্ন কিছু নাই। ৬।

পরাণ-পিরীতি সাধকের রীতি,
পরাণ সে ব্যবসায়,
পরাণ-আহার, পরাণ-বিহার,
শয়ন প্রাণ-শয্যায়। ৭।

প্রাণসহ ভোগ, প্রাণসহ যোগ,
কে জানে কবে সে যায়,
আসি প্রাণসহ, সঙ্গী অহরহ,
সাথী সে খসিলে কায়। ৮।

প্রাণে সদা ধরি, প্রাণ-যজ্ঞ করি,
প্রাণ সে সদা ধেয়ান;
প্রাণে প্রাণী সব, তা না হলে শব,
প্রাণে চরম জ্ঞেয়ান। ৯।

প্রাণ-মুক্তি-পথ, গোপী-মনোরথ
দেখাইলে দয়া করি,
তুমি প্রাণপতি, অধমের গতি,
পাতকি তারণ হরি। ১০।

পদ-কোকনদে ভক্তি-মধু-মদে
গোপীজন-মন মাতে,

দাসীজন স্মরে অন্তরে অন্তরে
বিশ্বগুরু প্রণিপাতে। ১১।

সর্ব্বে প্রবেশিলে, জগ জিয়াইলে,
বিষ্ণু তাই নাম পাই,
তোমারে ধরিলে, শ্রীচরণ মিলে
শ্রীপতি তুমি সে তাই। ১২।

সর্ব্বজ্ঞানময়, বেদের বিষয়
সর্ব্বশাস্ত্রে তোমা ঘোষে,
তোমা হতে হয়, তোমা ধরি রয়,
প্রলয়ে তোমাতে পশে। ১৩।

চিত্তেন্দ্রিয়গণ করিয়া ধারণ
অণু প্রবেশিয়া বলে,
সিদ্ধযতিচয় যাহে লীন হয়
তুমি সে অতল তলে। ১৪।

আকাশ ভূতল জ্যোতিষ্ক মণ্ডল
জানিছ সকল তুমি,
আবৃত অজ্ঞানে তোমা নাহি জানে
মুগ্ধের আঁধার ভূমি। ১৫।

ধ্যান তোমা বিনা, মিথ্যা বিড়ম্বনা
আছ তুমি বুদ্ধিমূলে,
সকল ছাড়িলে শেষ তোমা মিলে
অথচ ব্যক্ত স্থূলে। ১৬।

সাধ্য কি যে ধরি যদি দয়া করি
তুমি নাহি দেও ধরা,
কর অনুগ্রহ, ঘুচাও বিরহ,
তোমাতে মিলাও ত্বরা। ১৭।

গাইতে গাইতে, পুলকিত চিতে
গোপবধূ গেলো ঘর,
হৃদে নিরন্তর অচ্যুত অক্ষর
প্রেমভক্তি মুক্তি-কর। ১৮।

ধন্য বৃন্দাবন, গোপবধূ জন,
ধন্য ধন্য রাসলীলা;
প্রথমে যেথায় যেই ললনায়
ছলে হরি মুক্তি দিলা। ১৯।

তৃতীয় সর্গ।

(১)

নিভৃতে মন্ত্রণাগৃহে মথুরা-নৃপতি
সুমালী ভ্রাতার সহ কংশ মন্দমতি
পরামর্শ করে নিজ জ্ঞাতি নির্যাতনে—।
বিনাশিতে প্রতিদ্বন্দ্বী বলী যদুগণে।
কংশ কহে "যদুগণে নাশিব সমূলে,
চক্রান্ত করিছে সবে মম প্রতিকূলে,
বৃদ্ধ রাজা উগ্রসেনে রাখি কারাগারে
হরিয়াছি রাজ্য তার,—বাহিরে প্রচারে ;
স্ব-ইচ্ছায় সংসারের ত্যজি কোলাহল
বানপ্রস্থে সাধে বৃদ্ধ আপন মঙ্গল,
জনসমাগম ছাড়ি দুর্গগৃহে পশি
নিরজনে সাধে যোগ একাসনে বসি,
রাখিয়াছি কারাগারে,—ঈর্ষাপরবশ
মিথ্যাবাদী জ্ঞাতিগণ ঘোষে অপযশ,

(২)

অমূলক অপবাদ করি প্রকটন
ভাঙ্গাইল বুদ্ধিহীন প্রজাদের মন ;

বিরক্ত প্রকৃতিপুঞ্জে করিয়া আশ্রয়
দুর্নীতি দুর্মতি বৃদ্ধ যাদবনিচয়
বৃন্দাবনবাসী সেই অর্ভকে দুর্ব্বার
—কে জানে কোথায় জন্ম, পিতা কেবা তার—
নারীনীত অর্ব্বাচীন মূঢ় গোপকুল
ক্ষণজন্মা বলি যারে প্রশংসে বহুল—
মিলি সবে নেতৃপদে করিয়া বরণ
চক্রান্ত করিছে মোরে করিবে নিধন।
বল ব্যবহার এবে উচিত না হয়
অন্তরায় আছে মোর প্রকৃতি-নিচয় ;
অমোঘ অতর্ক্য সূক্ষ্ম কৌশল প্রকাশি
প্রকৃতি আনিব বশে যদুগণে নাশি।

(৩)

ধনুর্মখ ব্যপদেশে করি নিমন্ত্রণ
মথুরায় রামকৃষ্ণে করি আনয়ন
নাশ আগে হস্তিপদে কিংবা মল্লরণে,
সন্দেহ না করে কিছু কেহ সাধারণে ;
নিমন্ত্রিত যদুগণে সভার ভিতরে
পরিবেষ্টি মল্লগণে নাশ তার পরে।
রামকৃষ্ণ যদুগণ যদি নষ্ট হয়
বিরোধী প্রকৃতি-পুঞ্জে নাহি কোন ভয়।
কর যজ্ঞ-আয়োজন, কর নিমন্ত্রণ,

অক্রূর যাউক রথে গোপবৃন্দাবন,
আনুক বালকদ্বয়ে বিস্তারিয়া ছল,
সজ্জিত থাকুক হেথা বীর মল্লদল ;
হস্তী কুবলয়াপীড় থাকুক তোরণে,
চাণুর মুষ্টিক আদি রাখ মল্লগণে।"

(৪)

সুমালী আদেশ লয়ে করে আয়োজন,
যথাযোগ্য নিয়োজিল কর্ম্মচারিগণ ;
নির্মাইল রঙ্গভূমি প্রশস্ত সুন্দর,
সুখাসন মঞ্চশ্রেণী করিল বিস্তর ;
বাদ্যভাণ্ড নৃত্যগীতে বহিল কল্লোল,
ছাইল মথুরাপুরী আনন্দের রোল ;
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্য সুমধুর
যজ্ঞের ভাণ্ডার ভরি রাখিল প্রচুর ;
অন্ধ খঞ্জ ভুখী ভিক্ষু অতিথি অবাধে
গৃহে লয়ে যায়, কেহ খায় মনসাধে।
সহসা এ আয়োজনে জন সাধারণ
ভাবী কিছু অমঙ্গল করে দরশন ;
বৃদ্ধগণ সাধু কিছু ভাবিয়া না পায়,—
কিছু বা সাধিবে কংশ মন্দ অভিপ্রায়।

(৫)

নিশাশেষে শুদ্ধবেশে অক্রূর সুমতি
কৃষ্ণ-আনয়নে যায় আনন্দিত অতি ;—

বহুজনে বহুভাবে কৃষ্ণকথা ভণে,
ঘুচাইব কৌতূহল দেখিয়া নয়নে ;
যোগসিদ্ধ জন্মযোগী আদর্শ যে জন,
কারণে লীনতাহেতু নিজেই কারণ।
ব্রহ্মে জানি ব্রহ্মভূত, বাসনা না করে,
কভু যদি করে কিন্তু আগে ফল ধরে।
পূর্ব্বকল্পে মুক্তযোগী—পরের ঈশ্বর,
জগতের হিতে জন্মে শুনি পূর্ব্বাপর,
হেন কোন উপকারী মুক্ত আত্মা হবে
উত্কর্ম সাধিতে বুঝি অবতীর্ণ ভবে।
দুর্ব্বোধ বিশ্বের কার্য্য—আশ্চর্য্য কি তায়,
ইন্দ্রিয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ না পায়।

(৬)

বাহ্যমূর্ত্তি দেখি মোরা ভাল মন্দ ধরি,
ভাল মন্দ বর্ত্তে যায় তারে পরিহরি ;
নগ্ন জটী ঊর্দ্ধবাহু চর্ম্মপরিহিত
ভণ্ড দরশনে মূর্খ হয় বিমোহিত ;
আশ্রম-কর্ত্তব্য ত্যজি পূর্ণ কেহ নয়,
অপূর্ণ আদর্শযোগী কভু নাহি হয় ;
সর্ব্বকার্য্য করে কৃষ্ণ জন্ম-উপযোগী,
একাধারে সর্ব্বাদর্শ ভোগী তথা যোগী ;

বলে অদ্বিতীয় জানি,—দনুজ-দলন,
সদা শুনি মহাজ্ঞানী বিনা অধ্যয়ন।
আত্মা সমাহিত যার, শাস্ত্রে কিবা তার,
প্রাণে যেই ধরে সেই বলের ভাণ্ডার।
জাতি-বয়ঃ-ব্যবসায়ে সদা আত্মবান্,
সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে বিরাজে সমান।

(৭)

দ্রুত চালাইল যদু রথের তুরঙ্গ,
হৃদিমাঝে উঠে পড়ে ভাবের তরঙ্গ ;
শীঘ্র আসি উপনিল গোপবৃন্দাবনে,
রাখাল-গোধনপূর্ণ নন্দের ভবনে,
দেখিল দুহিছে গাভী গোপগোপীগণ,
রামকৃষ্ণ ইতঃস্ততঃ করে অবেক্ষণ,
স্থির-আঁখি কৃষ্ণে দেখি পক্ষ্ম নাহি নড়ে,
চলিতে শকতি নাই চরণ না পড়ে ;
অদূরে তড়িত যদি সহসা ঝলসে
স্তম্ভিত দাঁড়ায় লোক দেহবন্ধ খসে,
অক্রূর দাঁড়ায় তথা নিশ্চল নির্ব্বাত,
কার্য্যে নারে, মনে ভাবে করে প্রণিপাত।
অক্রূরে ধরিল কৃষ্ণ ধাইয়া ত্বরায়
নিশ্চেষ্ট নির্ব্বাক্ এবে কাষ্ঠখণ্ডপ্রায়।

(৮)

"জানিনু অক্রূর তুমি অসূয়াবিহীন,
মহাভূত-ভূতিময়, ভাবুক প্রবীণ.
বাহিরে প্রণামে আর নাহি প্রয়োজন,
অন্তরের ভাব তব করিনু গ্রহণ।"
কৃষ্ণপরশনে যদু আইল স্বভাবে,
"যা ভাবিনু তা দেখিনু" মনে মনে ভাবে।
প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে চাহে কৃষ্ণ পানে,
কৃষ্ণ-অনুরক্ত ক্রমে হয় প্রাণে প্রাণে ;
করযোড়ে কহে যদু করিয়া মিনতি,—
"নিমন্ত্রিল মথুরায় কংশ ভোজপতি,
নন্দ গোষ্ঠীপতি সহ বৃন্দাবনবাসী
নির্ব্বাহিবে ধনুর্যজ্ঞ নিজে নিজে আসি ;
আনিয়াছি রথ এই তোমা দোঁহা তরে,
উঠ প্রভু শীঘ্র করি, যাইব সত্বরে।

(৯)

বৃদ্ধ গোপগোপিকার, নন্দ যশোদার
আজ্ঞা আশীর্ব্বাদ আগে লয়ে সবাকার
প্রীতি-সম্ভাষণে তুষি সর্ব্ব বন্ধুজন
সময়উচিত বেশ করিয়া ধারণ,
বিদায় লইয়া রথে করে আরোহণ,
শ্বেত কৃষ্ণ মেঘে যেন শোভিল গগন।

বালক বালিকা বৃদ্ধ সবৎস গোকুল
রামকৃষ্ণে ছাড়ি সবে হইল আকুল ;
সজল চঞ্চল আঁখি যত দূর চলে
ততদূর নির্ণিমেষ দেখিল সকলে ;
গোবৎস ময়ূর মৃগ কাঁদিল কাতরে,
কুসুম-আসার তরু বরিষণ করে।
সহিতে বিরহ কেহ নারি অবিরাম
নিমন্ত্রণ ছলে গিয়া দেখে কৃষ্ণরাম।

(১০).

অশ্বগণ কতক্ষণ দ্রুত বাহে পথ,
যমুনার কুলে আসি উপনিল রথ ;
উপকূলে তরুমূলে লভিল বিরাম,
সুযোগে কংশের কথা শুনে কৃষ্ণরাম,
কংশ-অভিপ্রায় গূঢ় কহিল অক্রূর,
শুনি সব রামকৃষ্ণ উত্তরে মধুর, —
"যা হবার তাই হবে রোধে কেবা তায়,
নিজ কর্ম্মফল কংশ ভুঞ্জিবে ত্বরায়।
কারো কিছু সাধ্য নাহি ভালমন্দ করে,
করমনিয়মে ফল ইষ্টানিষ্ট ধরে ;
ঈশ কারো ভাল মন্দ না করে গ্রহণ,
স্তব-তুষ্ট নিন্দা-রুষ্ট না হয় কখন।

কর্ম্মে রুষ্ট কর্ম্মে তুষ্ট—অকাট্য নিয়ম
ঈশ-স্তব-নিন্দা হতে করম পরম।

(১১)

মথুরা-সংবাদ নিত্য করি অবধান,
সময়ে হইবে সব বিহিত বিধান ;
কার্য্য ঘটিবার আগে কারণ-উদয়,
কংশ-ধ্বংশ-বিধি আছে নির্ণিত নিশ্চয়।
শঙ্কা কিছু না করিও আমাদের তরে,
নগরের উপকণ্ঠে ছাড়ি যাও ঘরে।
যাহা কিছু করিবার লইব করিয়া,
স্বজনে আশ্বাস দিও মঙ্গল কহিয়া।”
মথুরা নগরে আসি অক্রূর সুজন
রামকৃষ্ণে ছাড়ি যায় বিচলিত মন।
পরম কৌতুকে ভ্রমে ভাই দুই জন
নগরের পথ ঘাট করে দরশন ;
যমুনার উপকূলে রম্য দেবালয়ে,
যামিনী যাপিল সুখে বাসুদেবদ্বয়ে।

(১২)

প্রভাতিল বিভাবরী মথুরা নগরে,
জাগিল নাগর সব প্রফুল্ল অন্তরে ;
আইল সামন্ত নানা লইয়া যৌতুক,
উপনিল আগন্তুক দেখিতে কৌতুক,

নানা আয়োজন হয়, নানা বাদ্য বাজে
নানাদেশী, নানা যোধ, নানা বেশে সাজে :
মহাযুদ্ধ হবে আজি কহিছে সকলে
রামকৃষ্ণে বিনাশিবে পরম কৌশলে,
গুপ্ত কথা ক্রমে ক্রমে হইল প্রচার,
প্রশংসে বা নিন্দে কেহ কংশ-ব্যবহার।
জনাকীর্ণ রঙ্গভূমি, মঞ্চ পূর্ণ হয়,
উচিত আসনে লোকে বসে সমুদয়।
রাজা, মল্ল, ব্যবসায়ী, বসে পুরাঙ্গনা,
নাগরিক, বারাঙ্গনা বিবিধ-ভূষণা।

(১৩)

সূর্য্যোদয়ে রাম-কৃষ্ণ সুখে করি স্নান
কার্য্য-উপযোগী বেশ করে পরিধান ;
গন্ধ-বিলেপন-হেতু করিল মনন,
সহসা সুগন্ধ হাতে করে দরশন,—
দেখিতে সুন্দরী বটে কুব্জ কিছু দেহ
চতুরা কামিনী যায় পথ দিয়া কেহ ;
কৃষ্ণে দেখি চমকিয়া শিথিলিল গতি,
সুহাসিনী সুভাষিণী কহিল সুমতি,—
"বিলেপন আশে বুঝি অপেক্ষিছ পথ
আনিনু সুবাস তব জানি মনোরথ ;
যাহা ইচ্ছা লহ প্রভু—শীঘ্র দেহ ছাড়ি,
রাজার সুগন্ধ বহি—যাই রাজবাড়ী,

কিংবা যদি আজ্ঞা পাই—যতনে সাজাই
পরশিয়া দিব্য তনু জনম ঘুচাই।

(১৪)

কৃষ্ণে ছাড়ে কামিনীর নাহি সরে মন
পদ্ম-মধু-পানে মত্ত মধুপ যেমন ;
জ্যেষ্ঠে সাজাইয়া আগে কনিষ্ঠে সাজায়
দাঁড়াইয়া রহে কৃষ্ণ "নাগাল" না পায় ;
"বসিতে নিষেধ," কৃষ্ণ কহে ব্যঙ্গ করি
"মঞ্চে চড়ি উচ্চ হয়ে সাজাও সুন্দরি।"
কৃষ্ণকথা শুনি বামা ব্যথিল মরমে
আপন গঠন স্মরি কুণ্ঠিল সরমে ;
চতুরা কামিনী কিন্তু পাইয়া সুযোগ
উত্তরের ছলে কৃষ্ণে করে অনুযোগ,—
"মঞ্চে চড়ি উচ্চ হয়ে হবে কিবা ফল,
উচ্চ হই কুব্জ যদি করহ সরল।"
"তথাস্তু" বলিয়া কৃষ্ণ দাঁড়াইল পাশে,
কৃষ্ণ-বিগলিতপ্রাণা কণ্টকে উল্লাসে।

(১৫)

মেরুদণ্ডে স্পর্শি কৃষ্ণ আরোগ্য-কামারে
উল্লাপন-বিধিমতে চিকিৎসে বামারে,
পদে পদ চাপি দৃঢ়, ধরিয়া চিবুক
পৃষ্ঠ চাপি সুকৌশলে, ভাঙ্গিল কার্মুক ;

ভয়ে বা ইচ্ছায় বামা হৃতজ্ঞানাপ্রায়
মুহূর্ত্তেক ঢলি পড়ে কবিরাজ গায় ;—
"কুরূপা স্বরূপা এবে তব করুণায়
প্রাণ সমর্পিয়া তোমা বিকাইনু পায়।"
সুস্থ হয়ে বুদ্ধিমতী কৃষ্ণে স্তুতি করে,—
"আজি পূজা লও প্রভু অধিনীর ঘরে।"
কৃষ্ণ কহে "দেহ গন্ধ মাখিব আপনি,
বাস লয়ে রাজগৃহে চলহ এখনি,
সুযোগে ফিরিয়া ঘরে কর আয়োজন,
যদি পারি তব গৃহে করিব ভোজন।"

(১৬)

দ্রুত যায় তবু চায় পশ্চাতে ফিরিয়া,
শরীর চলিল বটে পরাণ ফেলিয়া।
ধাইয়া আসিয়া বামা পুরে প্রবেশিল,
সুগন্ধ-চন্দন আদি ত্বরা করি দিল,
রমণী অমনি সব কুব্জা দেখি বলে,—
"কোথা কুব্জ তোর, বুঝি কুব্জা ছিলি ছলে,
কেবা পুনঃ ভাঙ্গি তোরে গঠিল সুন্দর
এবার যুটিবে তোর মনোমত বর।"
"বর" কথা শুনি তার কৃষ্ণে পড়ে মনে,
বলে "শীঘ্র একবার যাইব ভবনে।"

বামাগণ বলে "তোরে অপেক্ষিছে কেহ
প্রাসাদ ছাড়িয়া তাই যাও নিজ গেহ।"
কুব্জা বলে সাধু কেহ ভোজন-প্রয়াসী
আসিবার কথা আছে শীঘ্র দেখে আসি।

(১৭)

সাধু নাম শুনি আর কিছু নাহি বলে,
রাজভোগ্য খাদ্য লয়ে ফিরে কুতূহলে;
উঠে পড়ে ছুটে বামা, বাজে পায় পায়,
তারে নাহি দেখি পাছে কৃষ্ণ চলি যায়;
গৃহে দেখে যেই চাঁদ হৃদয় উজলে
হৃদাকাশ হতে খসি যেন শয্যাতলে,
তমালবিশাল তনু, নব বলে বলী,
মৃদু হাসি, মিষ্টভাষী, নয়নে বিজলি,
চক্ষে চক্ষু রাখি বামা পরাণ হারায়,
আশার অতীত ফলে ধৈর্য্য নাহি পায়।
কাঁপিতে কাঁপিতে বসে, ক্ষরে স্বেদজল,
রোমহর্ষ হয় মুহুঃ, বচন বিরল,
কৃষ্ণের বদন হতে নয়ন সরায়,
লজ্জায় জড়িত এবে পদপ্রান্তে চায়।

(১৮)

গদ গদ কহে বামা "পূত আবসথ,
জনম-সার্থক মোর, পূর্ণ মনোরথ,

যা ভাবিনু তা পাইনু আর নাহি চাই,
ভাবনায় হৃদে যেন তোমা সদা পাই ;
সুখ-প্রাপ্তি হতে ভাল সুখের ভাবনা,
পর্য্যাপ্তি হইতে ভাল বাসি আলোচনা ;
সম্ভোগে পিরীতি মন্দ, তা না হলে হেম,
অনাসঙ্গে প্রেমিকার বাড়ে প্রেমক্ষেম ;
দূরস্থ প্রেমের পাত্রে নিঃস্বার্থ যতন
বিষ্ণুপদলাভে যেন শিখায় সাধন।
যেই ভাবে ভাবাইলে, ভাবিব সদাই,
তব ভালবাসা ভাব অন্তে যেন পাই।
পতির সন্তোষ সাধা সতীর ধরম,
তব ইচ্ছা সাধি, তুমি পতি প্রিয়তম।

(১৯)

সাধু সাধু বলি কৃষ্ণ কহে কর ধরি,
তোমারি রহিনু খেদ না কর সুন্দরি,
শারীর হইতে কার্য্য মানস প্রবল,
অন্তরে পতির সহ রম অবিরল।
মানুষে ঘোষিবে যশ পাবে পরা গতি,
পরার্থ পরমা সতী, অনসূয় মতি।
নিত্যশুদ্ধা পতি পূজি ব্রহ্মচর্য্যে রবে,
দ্বিতীয়া অপরা নাহি তোমা সম হবে।

ক্লান্ত কলেবর মোর করিব শয়ন,
বিরাম লভিয়া পরে করিব ভোজন।
ভোজ্যদ্রব্য রাখি হেথা যাও রাজঘরে
কর্ত্তব্যে ধার্ম্মিকা নাহি অবহেলা করে।
কৃষ্ণের বচনে তৃপ্তা নমি পদদ্বয়ে
রাজকার্য্যে চলে বামা প্রফুল্ল হৃদয়ে।

(২০)

কৃতবেশ বিলেপন কৃষ্ণ বলরাম
প্রবেশিল গিয়া এক মালাকার ধাম ;
মালাকার চমৎকার দেখিল দুজনে,
চাহিবার আগে মাল্য দিল হৃষ্ট মনে,
মনোমত বাছি মালা দুজনার গলে
সাজাইয়া দিয়া হর্ষে নমে পদতলে।
অযাচিত অতিথিরে করিলে সৎকার
স্বচ্ছন্দে থাকিবে তুমি সহ পরিবার।
বাক্য সুধাদানে তুষি বৃদ্ধ মালাকারে
রামকৃষ্ণ পশে গিয়া কংশ-অস্ত্রাগারে।
বাহিরে আনিয়া ধনু কৃষ্ণ মহাপ্রাণ
সবলে টানিয়া ভাঙ্গি করে খান খান।
বজ্ররবে ভাঙ্গে ধনু, মথুরা টলিল,
রক্ষিগণ কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ বাধাইল।

(২১)

বলে এড়াইয়া শীঘ্র রক্ষকের ভিড়
রামকৃষ্ণ গেলো যেথা কুবলয়াপীড়,
চকিতে চড়িল হাতী কৃষ্ণ মহাশূর,
অস্ত্র কাড়ি হস্তিপকে নিক্ষেপিল দূর।
কৃষ্ণে ধরিবারে হাতী বাড়াইল কর,
কৃষ্ণ ভাঙ্গি দিল শুণ্ড, হইল ফাঁফর;
অস্ত্রপ্রহরণে কৃষ্ণ জর্জরিল শির,
বিপাকে পড়িয়া হাতী হইল অধীর;
বলরাম দন্তদ্বয় উপাড়িল বলে,
মুমূর্ষু মাতঙ্গ ক্রমে পড়িল ভূতলে।
মদরক্তসিক্ততনু, হস্তিদন্ত করে,
ললিত-ভীষণ মূর্ত্তি রামকৃষ্ণ ধরে;
লীলায় প্রাঙ্গণে পশে ভাই দুইজনে
উৎপক্ষম সমাজ দেখে সহস্র নয়নে।

(২২)

হেন কালে কুব্জা কৃষ্ণে দেখিবারে পায়,
স্তম্ভিতা বিস্ময়-ভয়ে চিত্রার্পিত প্রায়।
সুপ্তকৃষ্ণ মম ঘরে, কেমনে এখানে
এক কালে এক কৃষ্ণে দেখি দুই স্থানে,

নর নহে,দেব হবে ভাবে নিজ চিতে,
নিকটে পাইয়া তবু নারিনু চিনিতে।
পূর্ব্বপরিচিত পাছে জানে কেহ পরে,
ভয় দুঃখে জড়সম বিষাদে গুমরে।
নারীগণে একমনে দেখে দুজনায়,
বারংবার দেখে তবু তৃপ্তি নাহি পায়;
এখনো বালক, আহা, সুকোমল দেহ,
যুঝিবে কেমনে রণে, তর্কে নারী কেহ,
মল্লগণ যুদ্ধপটু, এরা তো বালক,
নাহি কি এখানে কেহ প্রাজ্ঞ বিচারক।

(২৩)

বলিতে না পারে কিছু বৃদ্ধ বৃদ্ধা কুল,
আপনা আপনি কংশে নিন্দিল বহুল।
জননী যোষিৎগণ করে হাহাকার,
দুঃখে বলে "ভগবান করুন বিচার"।
চাণূর মুষ্টিক মল্ল, কৃষ্ণ বলরাম,
দোঁহা দোঁহে বিনা অস্ত্রে বাধিল সংগ্রাম;
হাতে হাতে, জঙ্ঘে জঙ্ঘে, মুষ্টি মুষ্টি লড়ে,
সাপটিয়া কেহ উচ্চে, কেহ নীচে পড়ে;
প্রকাশে চাণূর কৃষ্ণ বিবিধ কৌশল,
কৃষ্ণ লড়ে প্রাণাধারে স্তম্ভি নিজ বল,

চাণূর সরোষে চেষ্টি করে বলক্ষয়,
অবিকৃত রাখে কৃষ্ণ প্রাণের সঞ্চয় ;
পিণ্ডপ্রায় মল্লে শেষে উৎক্ষেপিল বলে,
শূন্য হতে আছাড়িয়া পাড়িল ভূতলে।

(২৪)

টুটিল শরীর শির প্রবল পতনে,
মরিল চাণূর মল্ল কৃষ্ণ সহ রণে :
মারিল মুষ্টিকে রাম সমান কৌশলে,
সবিস্ময়ে সামাজিক দেখিল সকলে।
অমনি তোষল বীর করি মহাদম্ভ
কৃষ্ণ সহ মল্লযুদ্ধ করিল আরম্ভ ;
কৃষ্ণের চেষ্টায় মল্ল অবিলম্বে পড়ে,
ভয়ে অন্য মল্লগণ ভাগে উভরড়ে।
"আভীর বালকদ্বয়ে খেদাইয়া বলে
নন্দ বসুদেবে বধ বাঁধিয়া শৃঙ্খলে।
আর যত গোপগণে মারি বলাৎকারে
ধনরত্ন লুণ্ঠি সব আনহ ভাণ্ডারে।"
আজ্ঞা দিল কংশরাজ ক্রোধে কম্পবান,
নন্দে বাঁধিবারে ধায় যোধ বলবান।

(২৫)

লম্ফ দিয়া মঞ্চোপরি উঠিয়া সবলে
শিরে ধরি কংশে কৃষ্ণ পাড়িল ভূতলে,

কেশে ধরি দেহপিণ্ডে বলে দিল টান,
কৃষ্ণ-হস্তে আশু কংশ হারাইল প্রাণ।
লড়িতে সুমালী রোষে ধাইল অমনি,
আছাড়িয়া বলরাম বধিল তখনি।
কংশ মরে অন্তঃপুরে পড়ে হাহাকার,
বালহস্তে মরে বীর অদ্ভুত ব্যাপার!
কর্দ্দম-শোণিতে সিক্ত কৃষ্ণ-বলরাম
জনক-জননী-পদে করিল প্রণাম;
বক্ষঃস্থলে লয়ে কৃষ্ণে বাক্য নাহি বলে,
দেবকী তিতিল নিজ নয়নের জলে;
কহে পরে—"প্রসবিনু, তাই তো জননী,
যশোদা তোমার, কৃষ্ণ, মাতা যশস্বিনী।

(২৬)

জর্জ্জরিল তনু মোর চির শোকতাপে,
সহিনু অশেষ ক্লেশ পূর্ব্বজন্ম পাপে;
চিরজীবী হয়ে তুমি কুল শোভা কর,
তাপিত-পতিত-আর্ত্তে রক্ষ নিরন্তর।
আমাদের জগতের হও হিতকারী
স্বধর্ম্মের বন্ধু হও, দম দুরাচারী;
সর্ব্বজনপ্রিয় হও সম-ব্যবহারে,
সুজন রঞ্জন কর প্রীতি-উপহারে।

অদ্বিতীয় ধর তুমি বিদ্যা বুদ্ধি বল,
জগৎ ঘোষুক তব যশঃ নিরমল।
কৃষ্ণের সহায় তুমি রাম মহাবল,
এক বৃন্তে যুক্ত যেন দুই মহাফল।”
লক্ষ চুম্ব দিয়া তবে করিল বিদায়,
নন্দে প্রণমিতে দোঁহে চলিল ত্বরায়।

(২৭)

কংশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করি সমাপন
বৃদ্ধ উগ্রসেনে দিল রাজ্য সিংহাসন।
বেষ্টিত যাদবগণে স্বজন সংহতি
মথুরায় রামকৃষ্ণ করিল বসতি।
কংশনাশে জরাসন্ধ ভীষণ রুষিল,
লইবারে প্রতিশোধ যুদ্ধ বাধাইল।
বারংবার পরাজিত কৃষ্ণের কৌশলে,
আক্রমিল বারংবার নব নব বলে;
পরাজিতে নারি নিজে মগধের পতি
কাল যবনের সহ মিলিল সংপ্রতি।
বহু দলবলে কৃষ্ণে করি অবরোধ
যদুবংশ ধ্বংশ করি লবে প্রতিশোধ;
নিবারিতে বহু বধ সম্মুখ সমরে
কৌশলে সাধিবে কায কৃষ্ণ চিন্তা করে।

(২৮)

সুদূর সাগরতীরে পর্ব্বত পরিধি,
পশ্চিমে পরিখা রূপে বিস্তৃত বারিধি,
চারিদিকে সুরক্ষিত অতীব দুর্গম
মাঝে মাঝে দুরারোহ দুর্গ মনোরম,
নির্ম্মাইল দ্বারাবতী পুরী চমৎকার ;
যদুগণ সেথা গেলো সহ পরিবার ;
কৃষ্ণ আদি যোধগণ রহিল কেবল
মথুরার অবরোধ করিতে বিফল।
আনিল যবনপতি সৈন্য অগণন
কৃষ্ণে ধরিবারে পুরী করিল বেষ্টন ;
কত চেষ্টা করে তবু কৃষ্ণে নাহি পায়,
একদিন দেখে কৃষ্ণ ছুটিয়া পলায়।
ধরিবারে বেগে কাল ধাইল যবন
ছুটিতে ছুটিতে গেলো সুদূর কানন।

(২৯)

সুদূরে আনিয়া কালে করিয়া কৌশল
সাধিল বিনাশ কৃষ্ণ মন্ত্রণা-প্রবল ;
কালের নিধন শুনি ভগ্ন দিয়া রণ
হতাশ যবন সৈন্য করে পলায়ন।

রথ-অশ্ব-গজ-আদি যবনের ধন
দ্বারাবতী পাঠাইল যেথা যদুগণ,
কৃষ্ণ-সূক্ষ্ম-রণনীতি অতীব দুর্ব্বোধ,
ভয় গণি জরাসন্ধ ছাড়ে অবরোধ।
নিরস্ত হইল রণে মগধের পতি,
উপজিল কৃষ্ণভীতি থাকিতে শকতি।
দ্বারকা নগরে গেলো কৃষ্ণ বলরাম,
কিছুদিন সুখে সেথা লভিল বিরাম।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু লইয়া স্বজন
রামকৃষ্ণ গৃহস্থালী করে আচরণ।

চতুর্থ সর্গ।

(১)

ভারতের মধ্যদেশে বিদর্ভ নগর
ভীষ্মক আছিল তার নৃপতি প্রবর ;
রুক্মী নামে ছিল পুত্র, তনয়া রুক্মিণী,
ভ্রাতা কৃষ্ণদ্বেষী, ভগ্নী কৃষ্ণসোহাগিনী
রজোবিবর্দ্ধিত ভ্রাতা, ভগ্নী সত্ত্বতী,
দম্ভোন্নত যেন শাল, প্রণতা ব্রততী ;
স্থূল-মন্দ-দর্শী তথা উচ্চ-মনস্বিনী,
সহজ শম্বূক নীচে, উচ্চে পঙ্কজিনী।
বল জ্ঞান ধর্ম্মশীলে কৃষ্ণে গুরু জানি
কৃষ্ণবদ্ধপ্রাণা বালা কৃষ্ণবিলাসিনী ;
ভিন্ন-ভাবী রুক্মী তায় মহা অন্তরায়,
কৃষ্ণে লয়ে মনোভঙ্গ হয় দুজনায় ;
মিলাইতে শিশুপালে ভ্রাতা চেষ্টা করে,
বিমুখী ভগিনী তায় বিষণ্ণ অন্তরে।

(২)

একদা ভীষ্মক কহে রাণীরে সম্ভাষি
"রুক্মিণীবিষয়ে মোর মানস উদাসী ;
উপযুক্ত পুত্র এবে রুক্ম অভিমানী,
রুষ্ট হয় যদি তার কথা নাহি মানি ;
এদিকে রুক্মিণী মোর স্নেহের পুতলী,
বরিতে অসম বরে কেমনে বা বলি ?
রুক্ম নাহি চায় কৃষ্ণে, কটু কথা বলে,
শিশুপালে চাহে বরে বলে বা কৌশলে।
আসন্ন পূর্ণিমা দিনে, মদন উৎসবে
নিমন্ত্রণ ছলে আনি—যদি সে সম্ভবে—
মদন-মন্দিরে লয়ে রুক্মিণী-অজ্ঞাতে,
বালিকায় অনিচ্ছায় দিবে তার হাতে।
বিবাহ-উৎসব হবে মধুর উৎসবে,
মন মোর মন্দ গায়, কি জানি কি হবে !"

(৩)

আত্মহারা রাণী এবে মহা রোষে বলে,
"কি বলিলে মহারাজ, 'বলে বা কৌশলে' !
এখনো ক্ষত্রিয়-রক্ত ধরি মোর কায়,
কখন না হতে দিব, যাক্ প্রাণ যায় !—

হেন অশাস্ত্রীয় বিধি, পতনের মূল,
মানবের প্রকৃতির মহা প্রতিকূল ;
বলাৎকৃত বিসদৃশ পতি সহবাসে
—সহ্য শুদ্ধ সমাজের উৎপীড়ন-ত্রাসে—
কুকুর ছাগল সব জন্মিবে পাগল,
গৌরবের আর্য্যভূমি দিবে রসাতল !
প্রকৃতি চাপিতে চায় নিজ ইচ্ছাবলে,
হেন অর্ব্বাচীন নরে পুরুষ কে বলে ?
স্বভাব কেবল চাহে উৎকর্ষ সাধন,
সেই উপযোগী কার্য্য কর সর্ব্বক্ষণ ;

(৪)

রমণী তো পশু নহে, সহিবে কেবল,
তাহারো তো আছে আত্মা, আছে ধর্ম্মবল,
সুখ-দুঃখ-ধর্ম্মাধর্ম্মে সম অধিকার,
তবে কেন তার প্রতি এত অত্যাচার ?
কি বলিলে মহারাজ 'বলে বা কৌশলে,'
আর্য্য হেয়—জানে হেন বিবাহ সকলে ;
গান্ধর্ব্বে বা স্বয়ংবরে ক্ষত্রকন্যা বরে
রাক্ষসেও কভু আত্ম-সমর্পণ করে।
সম্মুখে আদর্শ ধরা কার্য্য সবাকার,
অপাত্র-বরণে পাছে ঘটে ব্যভিচার,

স্বভাবের সঙ্গে মোরা যাব অনুকূল,
বলের প্রয়োগ তায় অনর্থের মূল ;
আজন্ম যেমন সঙ্গ, স্বভাব তেমন,
ধর্ম্মাদর্শে প্রগঠিত পাপী কদাচন।

(৫)

আপনার অনুকূল পতি সবে বরে,
স্বার্থজাত ব্যথাশূন্য নিগ্রহে কি করে ;
বরকন্যা-অনুযায়ী জন্মিবে সন্ততি,
যেমন রোপিবে বীজ বৃক্ষও তেমতি ;
সমাজ গঠিতে যদি মনোমত চাও,
তদুচিত শিক্ষা সঙ্গ আদর্শ দেখাও।
ব্যবস্থা যে দিল বলে সাধিবারে কাজ
শিরে নাহি পড়ে তার বিধাতার বাজ ?
স্বার্থহীন অহেতুক প্রেম দৃঢ় অতি,
বদ্ধ তায় বরকন্যা চির সৎ সতী,
মুখে বলে সতী চাই, ব্যবস্থা অন্যথা,
বলিহারি নৃপ তব প্রচলিত প্রথা !
বলে ঊঢ়া বধূগর্ভে বলে উপ্ত বীজ,
দুর্বৃত্ত জারজ জন্মে পিতৃ-মনসিজ।

(৬)

আসুর পৈশাচ শুদ্ধ বল বা কৌশল,
অনার্য্য-বর্ব্বর-প্রিয় পাতক প্রবল ;

এহেন বিবাহ নৃপ—স্মরিতেও বাজে—
প্রাণাধিকা সুধার্ম্মিকা রুক্মারে কি সাজে ?
হেন কার্য্য শোভা পায় অসভ্য বর্ব্বরে,
কামপ্রণোদিত যেই সর্ব্বকর্ম্ম করে।
কি বলিলে মহারাজ 'বল বা কৌশল !'
রুক্মিণীরে বিনাশিব দিয়া হলাহল,
অথবা দুহিতা লয়ে যাব বনবাসে
নৃ-শংসতা হতে ভাল ব্যাঘ্র যদি গ্রাসে।
রমণী-ললাম-ভূতা কন্যা শুদ্ধমতি,
মিলাইবে বিধি তার মনোমত পতি।
সর্ব্বগুণে গুণবান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর
কৃষ্ণ দেখি রুক্মিণীর উপযুক্ত বর।"

(৭)

রাজা বলে "কৃষ্ণ কভু নহে তো কুমার,"
রাণী বলে "রাজগণ আজ্ঞাকারী তার" ;
রাজা বলে "যাদবের নাহিক দ্রবিণ,"
রাণী বলে "ভাল নয় ধনী গুণহীন" ;
"শিশুপাল যেন কাল রাজ্যদণ্ড ধরে"
"সর্ব্বজনপ্রিয় কৃষ্ণ সুখে রাজ্য করে" ;
"নপুংসক কৃষ্ণে জানি নিন্দিল সকলে,"
"ইন্দ্রিয় রাখিল বশে, উর্দ্ধরেতা বলে" ;

"বিচ্যুত হইল কৃষ্ণ গোপ-সহবাসে,"
"অসঙ্গ আকাশে কোন দোষ নাহি আসে"।
"হেয় উপাদেয় কৃষ্ণ না করে বিচার,"
"সমদর্শী যেই হয় পাণ্ডিত্য তাহার";
"রণে ভঙ্গ দিয়া কৃষ্ণ পলাইল ত্রাসে,"
"কৌশলে সাধিল কার্য্য বিনা প্রাণিনাশে।"

(৮)

রাজা বলে "অধিক কি করিব বিরোধ,
এড়াইতে সবাকার নারি অনুরোধ।
রুক্মিণীর উপযুক্ত কৃষ্ণ অভিমত,
রুক্মের ইচ্ছায় কিন্তু হই প্রতিহত।
তাই বলি পীড়াছলে প্রমোদকাননে
কন্যা সহ যাও আশু ভীমা-উপবনে,
বসন্ত উৎসব-অন্তে করি আগমন
রুক্মিণীর স্বয়ম্বর কর আয়োজন,
মনোমত বর সুতা লইবে আপনি,
কি করিব বল আর অমঙ্গল গণি।"
অন্তঃপুর ছাড়ি রাজা আইল বাহিরে
প্রস্তুত হইল রাণী যাইতে অচিরে।
পরদিন কন্যা লয়ে প্রমোদ-কাননে
গেলো রাণী পরিবৃতা অনুচরগণে।

(৯)

বিদর্ভের বহু দূরে পার্ব্বত্য-প্রদেশে
সরল বিশাল শাল আকাশ-উদ্দেশে
পতাকার দণ্ডসম উঠি অগণন
নিরন্তর নির্জ্জনতা করিছে ঘোষণ;
মধুক শিমুল আম্র পলাশ পিয়াল
অশ্বত্থ কদম্ব বট, সুকঠিন তাল,
সপ্রস্তর উচ্চ ভূমে কষ্টে প্রাণ ধরে;
নদীচয়ে নীর বহে বালুকা-অন্তরে;
মাঝে মাঝে শৈলমালা শোভা ধরে শ্যাম,
শয়নে মাতঙ্গ যেন লভিছে বিরাম;
কোথাও বা নির্ঝরিণী ঝিরি ঝিরি ঝরে,
দূরাগত জীবচয় জলপান করে।
কোথাও বা পর্ব্বতের নিম্নভূমিতলে
স্বচ্ছ সরোবর হয় প্রপাতের জলে।

(১০)

এই সেই রম্য স্থান আরোগ্যনিবাস,
ভীষ্মক নির্ম্মিল যেথা নিভৃতনিবাস,
বিমল বিশুদ্ধ ভূমি নেত্রানন্দকর
প্রকৃতি মাজিয়া যেন করিল সুন্দর;

অদূরে প্রপাত এক নিরন্তর ঝরে,
যেথা হতে ভীমানদী লয়েছে জনম,
ভীষ্মকের গুরু সেথা নিবসতি করে,
শান্তি-নিকেতন নামে সুন্দর আশ্রম।
নিম্নভূমে প্রপীড়িত সভ্যতা-সংগ্রামে
নিভৃতে নিবাসে হেথা ভীল অগণন ;
বিষয়-বিবাদ ভুলি যেন শান্তিধামে
সংসার-বিরাগী কেহ সমাধি মগন।
ব্রাহ্মণ শোমাঙ্ক নামে রাজগুরু জ্ঞানী,
রাজা হেথা নিরজনে বসাইল আনি।

(১১)

শোমাঙ্ক বলিষ্ঠ বৃদ্ধ শ্যামল সুন্দর
ভীষ্মকের বালবন্ধু, মৃত দারাসুত,
সুবিশাল বক্ষঃস্থল, মধ্য কলেবর,
প্রশস্ত ললাটদেশ যোগী-চিহ্নযুত ;
ব্রাহ্মণ লালিল বাল্যে সুতা-নির্ব্বিশেষ
রুক্মিণীরে ; একাসনে বসাইয়া পাশে
কত মত দিত নিত্য নীতি-উপদেশ,
শুনিত প্রতিভা-মূর্ত্তি রুক্মিণী উল্লাসে ;
অঙ্কে বসাইয়া যদা পরম আদরে
পড়াইত রুক্মিণীরে নব নব পাঠ,

উদিত ভাবনারাশি ব্যথিত অন্তরে
উদ্ঘাটিত শোমাঙ্কের অতীত-কবাট,
স্তিমিত নয়নে কন্যা হেরি অনর্গল
কাঁদিত ব্রাহ্মণ কত প্রেম-অশ্রুজল।

(১২)

রুক্মিণী ভীষ্মক-বালা বিমল সুন্দরী,
সমূর্ত্তি তপস্যা যেন আশ্রমনিবাসে;
জানিত না বিন্দুমাত্র ধরা ভয়ঙ্করী,
আশৈশব যাপে কাল যোগী সহবাসে;
অর্দ্ধ-সন্ন্যাসিনী বালা শুদ্ধ আচারিণী,
সরল করুণ অতি পবিত্র হৃদয়,
ঈশ-চিন্তা যথা যোগি-মনো-নিবাসিনী,
কি অন্তরে কি বাহিরে পবিত্রতাময়;
ধবল তুষার যথা হিমাদ্রি-শিখরে
নাহি ধরে রবি-রেখা উষা-অনাগতে,
এখনো সে প্রতিমার বিমল অন্তরে
একটিও ধরারেখা নাহি কলঙ্কিতে।
মিলাইয়া কমনীয় গুণ-সমুদায়,
গড়িলা কি প্রজাপতি হেন প্রতিমায়!

(১৩)

দিবা-অবসান হয় ভীমা-উপবনে
চলিল শোমাঙ্ক সান্ধ্য শৌচ প্রয়োজনে,
চলে ভৃত্য কূপ হতে জল উত্তোলনে
সসখী রুক্মিণী গেলো সলিল-সেচনে।
নিবৃত্ত কুরঙ্গদল বনবিচরণে
উপনীত হলো আসি আশ্রম প্রাঙ্গণে;
পদ্মিনী-প্রমোদ ক্রমে প্রভাহীন প্রায়,
দারুণ দিনের তাপে তাপিয়া তপন
সাগর শীতল জলে অবগাহি কায়
ধীরে লয় গিরিশিরে কুসুমশয়ন।
গগনে উদিল রাগ; করিয়া কূজন
ক্রমশঃ কুলায় পশে বিহঙ্গমগণ;
রবি-অদর্শন-ক্লেশ ভাবি বিষাদিনী
বিচ্ছেদ-বিধুরা জলে মুদিলা নলিনী।

(১৪)

রুক্মিণী সুন্দরী গেলো সিঞ্চিবারে জল,
সঙ্গে গেলো আশ্রমের মৃগ-শিশুদল,
কেহ আগে, কেহ পাছে, নাচিয়া নাচিয়া,
কেহ টানে বালিকার বসন ধরিয়া;

উৎস হতে লয়ে বারি পুরিয়া কলস
কুসুম-তরুর তলে ঢালে নিরলস ;
জড়ায় অঞ্চল কভু কুসুমকণ্টকে
আরো জড়াইয়া দেয় হরিণ-পোতকে,
নিরখে করুণাময়ী প্রেমমুগ্ধ মনে
আপন নয়ন রাখি হরিণ-নয়নে।
কি যেন পড়িয়া লয় বালিকাবদনে,
সরে যায় মৃগশিশু আপনার মনে।
একে একে সিঞ্চি জল প্রিয় তরুতলে
প্রক্ষালিল হস্তপদ প্রপাতের জলে।

(১৫)

সেকান্তে বসিল বালা শিলার উপরে,
পার হয়ে গেলো ক্রমে গোধূলির বেলা,
কেহ অঙ্কে কেহ পাশে হরিণ-নিকরে,
এলাইত কেশ ধরি কেহ করে খেলা ;
সন্ধ্যা-উপাসনা-কাল উপনিল পরে ;
আশ্রমে বাজিল শঙ্খ সুগম্ভীর নাদে
জাগাইয়া দূরগত সন্ন্যাসি-অন্তরে
সুগম্ভীর সামগান ঈশ-স্তুতিবাদে ;
শৌচ-প্রয়োজন-অন্তে ধৌত কলেবর
আশ্রমে ফিরিল সাধু পবিত্র-অন্তর।

উপাসনা-অন্তে সবে তদগত প্রাণ
আরম্ভিল উচ্চৈঃস্বরে ঈশগুণগান ;
ক্ষণকাল কাঁপাইয়া গহন ভূধরে
প্রতিধ্বনি সেই গান গায় সমস্বরে।

(১৬)

সঙ্গে উপাসনা করে রুক্মিণী সুন্দরী
স্থির নেত্র, স্থির মূর্ত্তি, বসি শিলা পরে,
বসে যোগচিন্তা যেন বালা-মূর্ত্তি ধরি ;
নয়ন চৈতন্য সহ পশিল অন্তরে,
অন্তর-অন্তরতমে চিদানন্দ-জলে
ক্ষণ ডুবাইলা বিশ্ব, ডুবিলা আপনি।
নিঃসাড় নিস্পন্দ ক্ষণ বিশ্বচরাচর,
ভূধর নিস্তব্ধ এবে মাথে লয়ে ব্যোম,
বৃক্ষে নাহি নড়ে পাখী, বাত নাহি চলে,
নির্ব্বাত সরসা-জলে না কাঁপে নলিনী,
মুদে চক্ষু মৃগশিশু সশঙ্ক হৃদয়ে
সাহসে না চায় এবে রুক্মিণীর পানে ;
বিহঙ্গে কূজন নাহি, ভ্রমরে গুঞ্জন,
অপেক্ষিছে বিশ্ব এবে ঈশ-আগমন।

(১৭)

প্রেমময় ইষ্টদেবে হৃদয় মন্দিরে
নিরখিয়া ভূমানন্দ ভুঞ্জিল সুন্দরী,
ঈষৎ অধর ওষ্ঠ কাঁপে ধীরে ধীরে,
প্রেম-অশ্রু-মুক্তাহার হৃদে পড়ে ঝরি ;
নয়ন-পল্লব ভাসে বারিবিন্দু সহ,
মৃদুমন্দ স্পন্দে যেন ভ্রূধনু-যুগল,
চারু গণ্ডে রেখা ধরে ভাবের প্রবাহ,
কি এক আলোক ধরে বদনমণ্ডল !
জাগিলা সমাধি হতে কতক্ষণ পরে,
আত্ম-সুপ্ত প্রাণমীন জাগিল অমনি,
চৈতন্য পশিল পুনঃ জীব চরাচরে,
উপাসনা হতে যেন উঠিলা ধরণী !
মিলিয়া প্রশান্ত চক্ষু আনন্দিত প্রাণে
চাহিলা রুক্মিণী বালা আকাশের পানে।

(১৮)

কতক্ষণ স্থির ভাবে চাহে অনিমেষ,
এক যায় উঠে আর চিন্তার লহরী,
শূন্য শূন্য মত লাগে কি যেন পরাণে,
হৃদে যারে ভাবে তারে দেখিবে নয়নে।

এদিকে উদিল শশী তারা জায়া সাথে,
গিরিতরুশিরে ঝলে কিরণ-মুকুট,—
রজতবসনে তনু আচ্ছাদে মেদিনী ;
তরল রজত ঝকে সরসি-হৃদয়ে ;
থাকিয়া থাকিয়া কেহ ভিক্ষার্থী দ্বিরেফ
নিভৃতে আলাপে ধীরে ফুলবধূ সহ,
পুষ্প হতে উড়ি কেহ পুষ্পান্তরে যায় ;
নিভৃতে কেহ বা পাখী স্বর সুধা ঢালে।
বিরোধী জনক ভ্রাতা, আশাই বিফল
ভাবিয়া সে বালিকার মানস চঞ্চল।

(১৯)

ভাবিয়া ভাবিয়া বালা ব্যাকুলিত হিয়া
শিলা ত্যজি ধীরে ধীরে করে বিচরণ ;
ফুলতরু-কাঁটা-জালে গেলো জড়াইয়া
বাত বিতাড়িত তার অলক চিকণ ;
কহে বালা বিটপীরে করি সম্বোধন,—
"বড় ভাল বাসি তোরে ওরে ফুলতরু ;
মাধবের শুনি তুই ভালবাসা ধন ;
দেখায়েছি ভালবাসা বসিয়া নির্জনে,
গোপনে কহেছি তোরে কত মনোজ্বালা ;
কহ তরু, জান যদি, কহ তো আমারে

কেন মন উচাটন অলক্ষিত ভাবে ?
আপনে হারাই কেন অপরের তরে ?
সাধন-নীরস-মন মরুভূমি জিনি
অযতনে কেন তায় ফুটে পঙ্কজিনী ?

(২০)

কহ, তরু, কেন ঈশ করিল এমন
পরস্পর পরাধীন নরনারী-মন ?
জানি পৃথিবীর প্রেম মিছা মায়া ভান,
তবু তো হৃদয় তায় হয় আগুয়ান !
আজন্ম যোগিনী আমি, এ মানস কেন
ধরে প্রেম সাধারণ বিলাসিনী হেন ?
পোড়াইব এ পরাণ করি ছারখার
ইন্দ্রিয়ের প্রেমে যদি করে অধিকার ;
সকাম প্রেমিকা মোরে যেন নাহি বলে,
বরঞ্চ মরিব ওই সরসীর জলে।
পূতভাবে কৃষ্ণে প্রাণ করেছি অর্পণ,
তবে কেন তায় এতো হই জ্বালাতন ?
জানি না, কি দিয়া বিধি গড়িল পরাণ,
স্বরগ নরক যায় বিরাজে সমান।

(২১)

অথবা এ নয় যারে প্রেম কহে নরে ;
ভাল কৃষ্ণে বাসি আমি কেবল অন্তরে ;
ভোজন শয়ন পাঠে, কিংবা উপাসনে
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ নাহি উদে মনে ;
ধর্ম্মজ্ঞান সহ চিত্ত কৃষ্ণজ্ঞান-ধরে,
ভাল তারে কেন নাহি বাসিব অন্তরে ?
অথবা,—কি লাজ মানি ?—আমি ভাল বাসি,
এই যদি প্রেম হয়, আমি প্রেমদাসী ;
আমি তো বাসিতে ভাল নাহি চাহি তারে,
মানস চাহিছে কিন্তু ভাল বাসিবারে ;
হই যদি হব দোষী জগত-নয়নে,
কি করিব আমি তায় ? তাই ভাল মনে।”
নীরবিলা বালা ভাবে আকুল পরাণ
ক্ষণ মৌনা থাকি পরে আরম্ভিল গান।

(২২) (ক)

চল চিত্ত বলে হৃদি রুদ্ধ হ’লে,
মণি-মূরতি যে উজলে কমলে,

(ক) তোটক ছন্দ।

অতি ভক্তিভরে ধরিয়া যতনে
নিতি যে পুরুষে ভজি মুগ্ধ মনে ;
ধৃতকৃষ্ণতনূ মম ইষ্ট কিরে ?
ধরিতে হরি সে ধরি এ হরিরে।
পরকাল তথা ইহকাল গতি,
জনমে মরণে মম কৃষ্ণ পতি।
স্বরগে মরতে মরি এক হবে
পতিপত্নীযুগে চিরলীন রবে।
কৃষ্ণসিন্ধুজলে ডুবিয়া মরিবে
রুক্মিণী অপরা তনু না ধরিবে।
ছিল কে রুক্মিণী সকলে ভুলিবে,
পতি নাম ভবে মম নাম দিবে।

(২২)

কেন বাসি ভাল, আমি তা জানিনা (ক)
প্রেম-প্রতিদানে চাহিনা চাহিনা ;
ভানু তাপ দানে, মেঘ বারি দানে ;
তারা তো চাহে না দান-প্রতিদানে ;
বিনা লাভে শশী সুধাধারা দানে,
দিনতাপ-অন্তে সুখশান্তি আনে ;

(ক) দীর্ঘ একাবলী।

বহে বায়ু কিরে কোন্ লাভ আশে
পরপ্রয়োজনে বহি পুষ্পবাসে ?
পূতপ্রবাহিণী নগ-নন্দিনী রে
নিজ লাভ-আশে দানে নীর কিরে ?
দিননাথ সদা দিনরাতি করে,
কিবা মূল্য তারে কবে দানে নরে ?
সরোনীর-শোভা চারু পঙ্কজিনী
মধুগন্ধ দানে পারিজাত জিনি ;—
ফুলরাশি ফুটে মঞ্জু কুঞ্জবনে
কেন কেন সদা পরপ্রয়োজনে ?
দিলে দান সবে চাহে প্রতিদানে,
জানিনা জানিনা চাহে কোন প্রাণে ?
দিনু কায়মন বিনা মূল্যে তারে,
নাহি বা মন সে দিল রে আমারে।
ভাল বাসে মোরে আর না বাসে রে,
ভাল বাসি তারে আমি প্রাণ ভরে'।
হৃদি মাঝে ধীরে ভাবনে আনিয়া
পূজি তাঁরে সদা প্রেমপুষ্প দিয়া।

(২৩)

সখী বলে "ইষ্ট দেবে চিত্রিলে যে পটে
কৃষ্ণরূপে বহু মিল আছে তার বটে ;

গুরুমুখে কৃষ্ণমূর্ত্তি শুনিনু যেমন
চিন্তায় চিত্রিত ছবি দেখিনু তেমন।
এখনো যুবক কৃষ্ণ সবে নাহি জানে,
সাধুগণ যোগী বলি বহুল বাখানে ;
আমাদের গুরুদেব পরিচিত তাঁর,
মুখে তাঁর শুনিলাম বর্ণন-বিস্তার ;
ধ্যানে ধৃত পটে তব সাদৃশ্য বহুল,
সূক্ষ্মভাবে চিন্তি আগে আঁকিয়াছ স্থূল ;
আঁকিলে অদৃষ্ট জনে কেমনে, কুমারি,
চিত্রপটুতার তব যাই বলিহারি !
কি জানি কেমন ধ্যান, কিবা দেখে তায়,
বুঝি বা অজ্ঞাতে কৃষ্ণ নিত্য আসে যায়।”

(২৪)

হাসিয়া রুক্মিণী তারে মন্দ আঘাতিল,
কৃষ্ণের সাদৃশ্য শুনি হৃদে আনন্দিল ;
রুক্মিণী কহিল তারে “না ভাবিও আন,
শুন নাই শাস্ত্রে যোগী সর্ব্বশক্তিমান,—
সর্ব্বদর্শী নিয়ত সর্ব্ব মনোগত কাম,
আত্মস্বস্থ, জিতব্রত, পূর্ণ তার ধাম,
দেশকাল পাত্র আর স্বয়ং-ব্যবসায়
নিত্যশুদ্ধ যোগিহৃদে ভেদ না জন্মায়;

যুবতী বৃদ্ধায় যথা সম শিশুজ্ঞান
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যোগী তেমতি সমান।
সাধুর চরিতে বৃথা দোষ-আরোপণ
কৌতুকেও মার্জ্জনীয় না হয় কখন।”
রুক্মিণীর বাক্যে সখী মুখ নত করে,
কহিল পুনশ্চ হাসি কতক্ষণ পরে।

(২৫)

মদনমূরতি ত্যজি মদন-উৎসবে
পূজিব চিত্রিত পটে অনঙ্গমাধবে।
বিনা অঙ্গে ধ্যানে পশি মোহে তব মন,
আজি কৃষ্ণ আমাদের অনঙ্গ-মোহন;
মদনের বিনিময়ে প্রতি ঋতূৎসবে
মদনমোহনে ধ্যানে উদ্বোধিব সবে।
নিরঙ্গে মথিল মন, স-অঙ্গে এখন
শীঘ্র হবে আমাদের রুক্মিণী-রমণ।
অনঙ্গে ধরিবে ধ্যানে অন্যা সীমন্তিনী,
কৃষ্ণে অঙ্গীভূত তাঁরে অনন্যা রুক্মিণী;
সখী-উক্তি শুনি বালা অপাঙ্গে রঙ্গিল,
হৃদয়ে ভাবের বেগ চেষ্টায় চাপিল;
উপহাসে মৃদু ভাষে সখীরে চাহিয়া
“সদয় অনঙ্গ তোর শীঘ্র দিবে বিয়া।”

(২৬)

সন্ধ্যাকৃত্য-অন্তে সুখী আশ্রমনিবাসী,
গুরুদরশনে রাণী উপনিল আসি ;
ভক্তি সহ ভূমে পড়ি বন্দি গুরুপাদ
করযোড়ে নিবেদিল সকল সংবাদ,
ক্রমে কহি রুক্মিণীর বিবাহ-বিবাদ
জিজ্ঞাসিল বিবাহে কি ঘটিবে প্রমাদ ?
শোমাঙ্ক কহিল বৎসে "চিন্তা কিবা তরে,
নির্ব্বিঘ্নে পড়িবে কন্যা উপযুক্ত বরে।
ধ্যানে যারে দেখে বালা সেই তার বর,
ইহা হতে বাঞ্ছনীয় কি হবে অপর ?
কূটস্থে যে দেখে কন্যা পুরুষ-উত্তম
প্রকটিল চিত্রে তাহা অতীব উত্তম ;
না ভাবিও অন্য কোন দেবতার ছবি,
সেই সে আপনি কৃষ্ণ যদুকুল-রবি।

(২৭)

রূপে টানে, গুণে বাঁধে, ধর্ম্মে এক করে,
রূপগুণ ধর্ম্মে সাম্য দেখি পরস্পরে ;
রূপগুণ শুনি বরে ডুবিল অন্তরে
কৃষ্ণসহ ধরমের অরূপ সাগরে।

চিন্তে যেই চিন্তামণি, দেহে তারে পায়,
অনেক সুকৃতি ভিন্ন ঘটা বড় দায়।
দার-গ্রহণের এবে কৃষ্ণের সময়,
রুক্মিণীরে দারা কৃষ্ণ লইবে নিশ্চয়।
রুক্মিণী লিখুক পত্র, করিব বহন ;
যোগ্যার বরণ নহে বিফল কখন ;
কৃষ্ণের বাসনা কভু না মানিবে বাধা,
ইচ্ছিবার আগে তার কার্য্যের সমাধা।
ভবিতব্য যোগি-কার্য্য, কার সাধ্য রোধে ;
শিশুপাল, রুক্ম আর কি করিবে যোধে ?

(২৮)

শুভক্ষণে গৃহে গিয়া করি আয়োজন
উপযুক্ত পাত্রে কন্যা করিবে বরণ ;
আমি যাই রুক্মিণীর লইয়া লেখনি,
ক্ষেত্র বুঝি কার্য্য কৃষ্ণ করিবে আপনি।
বৃথা ভাবনায় কেন পীড়িছ হৃদয়,
রুক্মিণীর পতি কৃষ্ণ ঘটিবে নিশ্চয়।"
রজনী গভীর ক্রমে, করিয়া প্রণাম
পশিল আগারে সবে, লভিল বিরাম।
ঘুমাইল সহচরী, ঘুমাইল রাণী,
ঘুমাইল অচেতন জগতের প্রাণী ;

রুক্মিণী আপন কক্ষে, ব্যস্ত নিজ কাযে,
হরষে বিষাদে কুণ্ঠে প্রীতি-ভীতি-লাজে,
একাকী কৌতুকী চাঁদ থাকি দূরাকাশে
প্রেমিকার প্রেমপত্র পড়িল উল্লাসে ;—

(২৯)

"জনমি বিদর্ভদেশে, কুণ্ডীন নগরে
ভীষ্মকের কন্যা আমি, অভিধা রুক্মিণী,
শিক্ষা-দীক্ষা-গুরু মোর পিতৃগুরু যিনি
বিখ্যাত শোমাঙ্ক যোগী, পরিচিত তব।
সাধিনু ধরম আমি, উপদেশে তাঁর ;
চক্ষুর অতীত গুপ্ত সবিতৃমণ্ডলে
সাধনায় দেখি সেই পুরুষ-উত্তমে
হারাইনু নিজে তায় আপন অজ্ঞাতে।
ক্রমশঃ বয়স সহ শুনি তব নাম
সখীসহ তব চর্চ্চা করি অবিরাম ;
ক্রমশঃ সাদৃশ্য তব দেখি চমৎকার,
সেই সে পুরুষ সহ পুণ্ডরীক মাঝে
পশি যাহে নিদিধ্যাসে নিত্য পাই লয় ;
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-সন্ধি মোর লভিলে হৃদয়।

(৩০)

আপনে ধরিতে গিয়া ধরিনু তোমায়,
তুমি ছাড়া নাহি কেহ আপন ধরায় ;

আত্মা পূজিবারে দিনু হৃদি-ফুলহার,
আপনি পড়িল তাহা চরণে তোমার ;
অনুগ্রহ করি তাহা করহ গ্রহণ,
কাঁদিয়া রুক্মিণী তব ধরিল চরণ।
জনক সোদর তার আছে অন্তরায়,
অধীনা মিনতি করে, উদ্ধারো ত্বরায়।
প্রাণ ভাল বাস তুমি. প্রাণ দিল দাসী,
সহ তার লহ দেহ করুণা প্রকাশি।”
মলিন চন্দ্রমা ক্রমে অস্তাচলে যায়,
আগমনী গায় পাখী রজনী পোহায়।
ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধ কাম ভাষায় চিত্রিয়া
“অনিচ্ছার ইচ্ছা” লাগি দিল পাঠাইয়া।

(৩১)

আজি তিথি পৌর্ণমাসী কুসুম-আকার,
প্রবল প্রজনপতি আপনি কন্দর্প
বিধির জননবিধি ঘোষিছে প্রতাপে ,
মিলিছে মিথুনকুল দোর্দণ্ড শাসনে।
মলয়-হিল্লোলে জ্ঞাপে মিলনের ত্বরা ;
“মদন-শাসন শুন” ভ্রমর ঝঙ্কারে ;
পথিক প্রেমিকে চন্দ্র দেখাইল পথ ;
মথিছে মিথুন মন ফুলকুল বাসে :

"লঙ্ঘনে প্রচণ্ড দণ্ড" কোকিল কুহরে ;
অরবিন্দে প্রেমিকার মুখপদ্ম স্মারে,
অশোকে ওষ্ঠাভা, চূতে বদন সুগন্ধি,
মল্লিকায় দন্তরুচি, নীলপদ্মে আঁখি।
সম্মোহন, উন্মাদন, তাপন, শোষণ,
স্তম্ভন, দোষীর প্রতি হয় প্রহরণ।

(৩২)

বসন্ত-দুরন্ত-দূতে পীড়িত হৃদয়,
মদন পূজায় মন দিল জীবচয় ;
আশ্রম-অনতিদূরে মন্দির সুচারু,
অশোক বকুল আদি তুঙ্গ ফুলতরু
ফুলকুল পাতে এবে ঢাকিল সুন্দর,
গন্ধবহ বহে তার গন্ধ নিরন্তর।
কুসুম্ভ-রঞ্জিত বাসে সাজি মনোহর
রুক্মিণী পূজিতে গেলো মন্দির ভিতর,
কুস্কুম কুসুমরাশি সচন্দন মালা—
নানা উপহার আনে দাসী ভরি ডালা,
আনন্দে স্বচ্ছন্দে বহে সখী দুই জন
দান হেতু বহুমূল্য বসন ভূষণ ;
আপনি রুক্মিণী নিল হৃদয়ের ধন—
নিজ ইষ্টদেব-চিত্র অনঙ্গ-মোহন।

(৩৩)

মদনমূরতি ঊর্দ্ধে প্রাচীর উপরে
প্রসারিয়া চিত্রখানি সযতনে ধরে ;
ভূতলে মদন উচ্চে মদন-মোহন
সাজাইল ফুলসাজে অতীব শোভন,
সরূপ অরূপ কাম শোভে পরস্পরে,
রাজিছে মনোজ নীচে আত্মজ উপরে।
বহির্মুখী অন্তর্মুখী বিরোধী দুজন,
বহু প্রসারণ এক, অন্য সঙ্কোচন,
সসীম ক্ষণিক স্থূলে একে রাজ্য করে,
দেশকাল শূন্য অন্য সত্ত্বায় বিহরে।
রক্তবীজ হেন এক বহুজন্মনাশী
অন্য আপনায় পশি হয় অবিনাশী।
কর্ম্ম উপযোগী কাম উপজে অন্তরে,
যেই যাহা ভাল বাসে সেই তাহা ধরে।

(৩৪)

বালা সব চিত্র দেখে সতৃষ্ণ নয়নে,
পুনঃ পুনঃ দেখে তবু তৃপ্তি নাহি মনে ;
একে বলে "শিখিপুচ্ছ কপালে কি ঝলে ?
অন্যে বলে "গুপ্ত রবি অখণ্ড মণ্ডলে ;"

একে বলে "ঊর্দ্ধ-আঁখি উপরে কি দেখে ?"
অন্যে বলে "মণিপদ্মে আপনা নিরখে ;"
একে বলে "বক্ষঃস্থলে দেখি ও কেমন ?"
অন্যে বলে "যোগবলে প্রাণের স্তম্ভন ;"
একে বলে "হৃদে রেখা, কিবা ওর নাম ?"
অন্যে বলে "সূত্রচ্ছলে সূচে প্রাণায়াম.
একে বলে "চিত্র বুঝি বামে বক্র আঁকা ?"
অন্যে বলে "স্বাভাবিক যোগী যামে বাঁকা ;"
একে বলে "পাশে কি ও রবির কিরণ ?"
অন্যে বলে "শরীরের অরার স্ফুরণ।"

(৩৫)

প্রণমিয়া চিত্রপদে প্রেমপ্লুততনু
ভক্তিভরে যোড়করে স্তুতিলা রুক্মিণী ;—
"আছিলে আপনি প্রভু দিগন্ত প্রসারি
অথবা অনন্ত বিশ্ব অণুমাঝে আনি
অচ্যুত ধরঅরূপে আপনায় ধরি—
অচিন্ত্য অবাচ্য একা নিরালম্ব ভাবে।
কর্ম্ম-পিতা কাম এবে পুত্রে ধরি মনে—
জড়িত-জনক-জন্য সূক্ষ্ম একাধারে—
সুসুপ্ত আছিল সুখে অনন্ত সাগরে।
'বহু হব' ইচ্ছি তুমি বিজৃম্ভিলে কাম—

কামে উপজিল ক্রমে, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ;
অকর্ম্ম সকাম কর্ম্ম, বন্ধনের মূল ;
প্রাণকর্ম্মে কর্ম্ম কহি—নিষ্কাম পরম ;
প্রাণকর্ম্মী নিষ্কামীর কর্ম্ম বিকরম।

(৩৬)

প্রথম বিকর্ম্মে কাম মন্থিয়া তোমারে
একাংশে আনিল টানি প্রকৃতি রমণী।
কাম-উদ্বোধিত বামা ভুলাইল তোমা।
সকামে জীবাত্মা তুমি আসিয়া প্রবাসে
স্বধর্ম্মে ছাড়িয়া ক্রমে রমণীর বশে
রমিলে অনন্ত ভাবে ওহে বিশ্বরম,
প্রকৃতি রমণী সহ ভুলি হাবভাবে।
দিবসে ভবন তব প্রকাশিল রবি,
রজনী উজলি করে বিনোদিল শশী,
নানা ভাবে দিয়া তাপ সেবিল অগনি,
হিমগন্ধ বহি বায়ু তুষিল পরাণ,
ফুলকুল উদ্ভাসিল সৌরভ-আমোদে,
তারকা-খচিত নীল বিচিত্র আকাশ
চন্দ্রাতপ সম তব ছাদিল আবাস।

(৩৭)

স্তাবক বিহঙ্গকুল বর্ষি কলস্বর
ঘোষিল মহিমা তব দিগ্‌দিগন্তর,
উদ্ভিদ বল্লরীজালে সাজিয়া সুন্দর
সাজাইল চিত্র তব মঞ্চ মনোহর ;
নীলিম-নীরধি-নীরে বদ্ধপরিকরা
(পরিখা রক্ষিল যেন) তব বসুন্ধরা।
হেন বহু প্রলোভনে প্রকৃতি চতুরা
ভুলাইয়া আনি গৃহে ফলকামাতুরা
কামপ্রজনিত পাপ অধর্ম্ম বহুলে
কঠিন বাঁধিল প্রভু ক্রমে তোমা স্থূলে।
চমক ভাঙ্গিল তব, প্রাণকর্ম্ম ধরি
নিরোধিলে কামে পুনঃ সঙ্গ পরিহরি,
অকর্ম্ম বিকর্ম্ম হলো, অনুকূল কাম
"অনিচ্ছার ইচ্ছা" রূপে হইল নিষ্কাম।

(৩৮)

দর্শাইয়া প্রাণকর্ম্ম উদ্ধারিলে জীবে
নমি আমি তব পদে ওহে কর্ম্মাত্মন্।
হৃদি-মরকত-ভূমি শুদ্ধাসন তব,
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাতসর্য্য

আদি মলে বিমলিন স্বচ্ছতা তাহার,
নিজাসন এবে তব নহে উপযোগী,
বিশ্বগত তুমি তাই আছ কিহে দূরে ?
তোমা খুঁজি ভ্রমে কত মানুষ অজ্ঞান
দূর দেশান্তরে ক্লেশে নানা তীর্থস্থান।
মহা কৃচ্ছ্র সাধে সব—ঊর্দ্ধপদে কেহ,
কেহ ঊর্দ্ধ হাতে—তাপে কেহ পঞ্চতপা
কেহ অনশনে প্রাণ করে বিসর্জ্জন।
এত যে ঐশ্বর্য্য কিহে দুঃখের কারণ,
কেবল কি ক্লেশময় তব আরাধন ?

(৩৯)

তব দরশন লাগি খোঁজে তীর্থস্থান,
বর্ত্তমান নহ কিহে সর্ব্বত্র সমান ?
নানা জ্ঞানে নানা জনে কল্পে বহুরূপ,
অরূপে না পশি বিশ্বে হলে বিশ্বরূপ ?
কত লোকে কত বাক্যে বর্ণিল বাখানি,
তোমা হতে নহে কিহে পরাহত বাণী ?
অকাল সুকাল তব কত লোকে কহে,
কালরূপী সর্ব্বকালে তুমি কিহে নহে ?
কত যে অশুচি শুচি কহে ভিন্ন-রুচি,
পুণ্ডরীক-অক্ষি কিহে নহ নিত্যশুচি ?

আগে প্যাছে কালবোধ না করি কখন
মধ্য ভাগে করি শুদ্ধ কালের ধারণ ;
কিন্তু যদি মধ্য ভাগ পারি ছাড়িবারে,
আদি অন্ত মিলি মধ্য থাকে একাকারে ;
হেন অবছিন্ন কাল বুঝে নাহি কেহ,
কেবল কতক তার কার্য্য ধরে দেহ ;
আয়ুরূপে জীবগণ কাল-অংশ ধরে
কাল তুমি কালী হয়ে আছ হে অন্তরে ;
কালী হয় প্রাণরূপী, শ্বাসে ধরা যায়,
শ্বাসরূপ শিবে চড়ি নাচিয়া বেড়ায়।

(৪৩)

গতি আর পরমাণু একত্রে যেমন,
অনন্ত ও কাল মিলে তোমাতে তেমন ;
অনন্তের মানদণ্ড অণুর আকার
চঞ্চলতা মাত্রা তথা কাল মাপিবার ;
শরীর অনন্ত-অংশ, কাল-অংশ প্রাণ,
উভয় উভয়ে করে মরণে প্রয়াণ ;
অণুতে গতির বলে ভাঙ্গন গঠন,
অনন্তে কালের বলে জনম মরণ ;
ভিন্ন ভাবে কভু নাহি থাকে দুই জনে
কালী মহাদেবে তাই স্ত্রী পুরুষগণে ;

"আমি আছি" বলিলেই বুঝি দুইজন,
"আমি—অনন্তের" "আছি—কালের" সূচন।
কিন্তু দুই বটে এক তোমারি স্ফুরণ
চলচিত্তে মানবের না হয় ধারণ।

(৪৪)

এ শরীর যজ্ঞভূমে যজ্ঞ শ্রেয়স্কর
পরাণ-পুরুষ তুমি কর নিরন্তর।
উদ্বোধক মন্ত্র তায় শ্বাসের যুগল
উঠি পড়ি উচ্চারিত হয় অবিরল।
মাঝে তার তেজোরূপ জ্বলে হুতাশন
স্নায়ু সব স্নেহ ঘৃত করে বরিষণ,
সদ্গুরু ঋত্বিক তায়, শ্রদ্ধা সোমপান,
ইন্দ্রিয়ে আসক্তিনাশ হয় বলিদান ;
প্রাণের উদ্দেশে নিত্য যাঁহা কিছু হয়,
যজ্ঞ-অঙ্গ বলি তাহা ঘোষে ঋষিচয় ;
জীবব্রহ্ম-ঐক্যরূপ এ যজ্ঞের ফল,
দ্বন্দ্বনাশে অবশিষ্ট তুমিই কেবল।
প্রাণে লক্ষ্য বিনা জীব যাহা কিছু করে
তাই তার পাপ হয়, তাহাতেই মরে।

(৪৫)

"সেই সে সবিতৃ মাঝে" তুমি জ্যোতির্ম্ময়
ছুটিছে রূপের ছটা ব্যাপি বিশ্বময় ;
সুঠাম সুন্দর তনু আকাশ বরণ
ধায় পীত মনোনীত চৌদিকে কিরণ ;
অখণ্ড মণ্ডল ভালে, পুষ্পমালা গলে,
চন্দন চর্চ্চিত উরে মহারত্ন ঝলে ;
কি মধুর সদসৎ মিলি একাধারে,
সমসার ধর্ম্মাধার মানবে প্রচারে ;
অবতরি ধরাধামে বিশ্বহিতকর
কর্ম্ম-উপদেশ দিয়া উদ্ধারিছ নর :
কর্ম্মে জ্ঞান, জ্ঞানে মুক্তি, কর্ম্মাশয় প্রাণ,
প্রাণব্রহ্ম তুমি হও ধরম প্রধান।
নাদে শুনি "প্রাণে ধর—দিব পরিত্রাণ,
উদ্ধারিব সর্ব্বপাপে. ভাবিও না আন"।

(৪৬)

আকাশে তুমি হে নাদ, সমীরে পরশ,
তেজে তুমি তাপরূপী, জলে তুমি রস ;
মৃত্তিকায় গন্ধ তুমি, জীবে তুমি প্রাণ
সর্ব্ব তুমি, নানা ভাবে সর্ব্বে বর্ত্তমান।

কি বলিব বাক্যে আর ওহে সর্ব্বধাম,
বিশ্বের প্রণম্য তুমি, করিনু প্রণাম।”
ধ্যান-অন্তে মনস্বিনী পূজা করি শেষ,
ভিক্ষুগণে দ্রব্যদান করিল অশেষ।
সখীগণ অলক্ষিতে সুগন্ধ কাশ্মীরে
মহামোদে মাখাইয়া দিল রুক্মিণীরে ;
রুক্মিণী অমনি বলে করি আলিঙ্গন,
মাখাইল তারে তারি প্রদত্ত চূরণ ;
আবিলে আবৃত ভাল আনন্দিত চিতে
উদ্‌যাপিল কামপূজা বাদ্য নৃত্যগীতে।

(৪৭)

সখী বলে রুক্মিণীর কেবা হবে স্বামী,
কেমনে বাহিরে সঙ্গী হবে অন্তর্যামী ;
যতনে যাহার নাহি লভি দরশন
কেমনে সে হবে সদা সুখ পরশন ?
পতি হবে নর্ম্মসখা, বধূ-বদ্ধমতি
আজ্ঞাকারী হয়ে তার করিবে আরতি ;
নাহি বুঝি রুক্মিণীর কি হইবে গতি,—
পতি সহ আরাধন কিংবা হবে রতি ?
রুক্মিণী কহিল “সখি প্রেম গূঢ় অতি,
অভীষ্ট সত্তায় গিয়া আত্ম-পরিণতি ;

যাহা ছিল তাহা হবে, এ জগত চায়,
আপন কারণে পুনঃ পশিবারে ধায় ;
যেথা আদি সেই দিকে বহিছে উজান,
অন্তে একে স্থিতি হয় উদ্দেশ্য মহান্।
আপনে অপরে আনি, আপনারে পরে,
নিজ পরে ধরি প্রীতি আপনার করে।

(৪৮)

রজঃ-অভিভবা নারী, নিষ্ঠা নাহি জানে,
প্রেমাস্পদ পতি তারে একীভাবে আনে।
পতি জ্ঞান, পতি প্রাণ, পতি সে ভাবনা,
অভ্যাসে আপনি ক্রমে হারায় আপনা,
পতির ভাবনা চিতে ভাবে অবিরল,
সমাধির পথ হয় আপনি সরল।
অখণ্ডের ভাব খণ্ডে প্রকাশে সমান,
কারণের গুণ হয় কার্য্যে দৃশ্যমান ;
একাকরণ বিধানে বিশ্ব সদা চলে,
স্থাবর জঙ্গম তাই সেই দিকে চলে।
পরস্পরে মিলি প্রেমে একসত্ত্বা ধরে
আপনে হারায় নদী মিলিয়া সাগরে ;
উদ্দেশ্য যা ভাব সখি সে নহে প্রধান,
স্নানহেতু জলে নামি নাহি চাহি পান।

(৪৯)

আমি তার সে আমার, যতক্ষণ দুই—
নিতুই উভয়ে মিলি হারাই নিতুই—
আমার তাহার গিয়া আমাদের যবে,
ভাঙ্গন গঠন নিত্য নিঃশেষিবে তবে,
অনিচ্ছার ইচ্ছা তবে হইবে সফল,
এক আত্মা, এক নিষ্ঠা, একই কেবল;
দ্বন্দ্বনাশে পতি-পত্নী, নিকষিত হেম,
আপনায় আত্মরতি রমে আত্মপ্রেম।
যা কহিলে সখি তুমি, কামই কেবল,
মিলন বিরহ তার সুখদুঃখ ফল।
প্রাণসূত্রে প্রেমসূত্রে বিশ্ব বিজড়িত,
প্রাণ-প্রেম সবাকার সমান ঈপ্সিত,
হেন প্রেম সবাকার ভাগ্যে নাহি ঘটে,
স্বার্থ-প্রণোদিত প্রেম সাধারণ বটে।”

(৫০)

সখী বলে “বুঝিলাম রুক্মিণীর বর
পূর্ব্ব-কল্প-মুক্ত-আত্মা যোগেশ্বরেশ্বর;
বিশ্বহিতে উরি পুনঃ নরদেহ ধরি
পুরুষ-উত্তমরূপে চিত্ত নি'ল হরি;

ইহ-পরকাল-পতি সুখমোক্ষদাতা,
ইড্য ঈশ, সেব্য পতি, দেহ-আত্মা-ত্রাতা,
পরশে পাইবে পতি, ভাবে ভগবান্,
সর্ব্বকালে সঙ্গী কৃষ্ণ হইবে সমান।
ইন্দ্রিয়ের অর্থকাম সকলি আচরি
বন্ধন-মোচন-হেতু হইবেন হরি।
করিবে সকল কায্ কৃষ্ণে রাখি মতি,
বুঝিলাম রুক্মিণীর মনোমত পতি;
শিখাইল সখী আজি ধরম পরম—
অহেতুক পীরিতির [illegible] মরম।

(৫১)

হল্লীষ ক্রীড়ায় যেন আবৃত কাশ্মীরে
ক্লান্তকায় রবি যায় অস্তাচল-শিরে,
মদন পূজার যেন দেখিতে আরতি
শশীমুখী নিশাবধূ প্রসারিল গতি।
দেখিল সলাজে যেন মত্ত মধুপানে
পুরুষ রমণী রমে বিদ্ধ-ফুলবানে,
কেহ বা মিথুন কোথা খেলিছে উল্লাসে,
কেহ নাচে, কেহ গায় তালি দিয়া হাসে,
কেহ পড়ে কেহ উঠে, কেহ বা চীৎকারে,
উলঙ্গ কেহ বা অন্যে ধায় ধরিবারে।

কেহ কোথা পীতভুক্ত সশব্দ উগারে,
কেহ কোথা মল ত্যাগে দুর্গন্ধ প্রচারে,
কোথা বা প্রমত্ত কেহ মলবমি মাখি
হাসে গায় নিজ মনে বিঘুর্ণিত আঁখি।

(৫২)

যামিনী কামিনী যেন লাজভয়ে ডরি
চন্দ্রমুখ মেঘবাসে রাখিল আবরি।
সসখী রুক্মিণী গেলো আপনার ঘরে,
লভিল বিরাম সুখ গাঢ় নিদ্রা ভরে।
রজনী প্রভাত প্রায় ম্লান হয় শশী,
রুক্মিণী স্বপন দেখি খাটে উঠে বসি,
দেখিল কমল নীল বায়ুর হিল্লোলে
আকাশে গঠিত ফুল ধীরে ধীরে দোলে;
নীল পীত জ্যোতিছটা দশদিকে ধায়
নীরদ বরণ গোলা মাঝে শোভা পায়;
গোলকের মাঝে অণু তারকা উজলে,
মাঝে তার মণিময় কৃষ্ণমূর্ত্তি ঝলে,
সঙ্কেতে মূরতি যেন কহে রুক্মিণীরে,—
প্রেম-ভক্তি-বশে বালা তিতে আঁখি নীরে ;—

(৫৩)

"ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধ তব আমা প্রতি কাম,
প্রীতিপ্রদ হৃদে মোর তব সুখধাম
গঠিয়াছি মনোমত প্রেম-উপাদানে,
উর আসি যদি ভাল লাগে তব প্রাণে।
তব স্বয়ম্বর দিনে স্বদল লইয়া
থাকিব মন্দির দ্বারে তোমা অপেক্ষিয়া,
দেবতা প্রণাম হেতু আসিব মন্দিরে
কথা মত ইচ্ছা তব সাধিব অচিরে।
এই দেখ মূর্ত্তি মম, এই সে আকারে
বিবাহের দিনে, বালে, জানিবে আমারে।"
দেখিতে দেখিতে পদ্ম গেলো মিলাইয়া
দেখিবার ইচ্ছা যেন আরো বাড়াইয়া ;
আকাশে উদিয়া পুনঃ মিলায সকল,
চিত্তপটে মূর্ত্তিখানি রহিল কেবল।

পঞ্চম সর্গ।

(১)

কত হোরা দিনে যায়, কত দিন মাসে,
রুক্মিণীর কৃষ্ণপ্রেম আবেগ প্রকাশে,
নিম্নবেগা নদী যথা সাগর সঙ্গমে,
বর্ষণ-প্রবণ মেঘ আষাঢ়-প্রথমে,
কিম্বা যথা ভোগখিন্ন সংযমীর মন
আশু বানপ্রস্থ-স্থানে হয় উচাটন।
দ্বেষী রুক্ম শিশুপাল ভাবনায় আসে
কৃষ্ণে পাবে কিনা ভাবি শুকায় তরাসে;
স্বপ্নশ্রুত বাক্যবৃন্তে ভাবি ফল বাঁধি
রুক্মিণী কৃষ্ণের ধ্যানে লভিল সমাধি।
স্বপ্ন-অনুযায়ী গুরু কৃষ্ণের লেখন
রুক্মিণীরে আনি দিয়া বিনোদিল মন;
প্রবোধিতা কৃষ্ণপত্রে প্রফুল্ল-পরাণী
রুক্মিণী জননী সহ গেলো রাজধানী।

(২)

শিশুপালে ভগ্নীদানে নিবেশিত মন
স্বয়ম্বর তরে রুক্ম করে আয়োজন ;
সাজাইল সভাগৃহ মণি মরকতে
নৃপগণ-মনোহারী করি বিধিমতে,
প্রতিপাত্রে গিয়া পাছে শুনি গুণগান
শিশুপালে ছাড়ি অন্যে করে মালাদান,
পূর্ব্বতন বিধি লঙ্ঘি সভামধ্য স্থানে,
নির্ম্মাইল মঞ্চ মহামূল্য উপাদানে,
সখী সহ কন্যা তেথা বসিয়া নির্ভয়
বরণীয় রাজন্যের ল'বে পরিচয় ;
স্বজনে মিলিয়া পুনঃ চিত্ত করি স্থির
ইন্দ্রাণীর পূজা করি হইবে বাহির ;
এই সে সুযোগে রুক্ম করি অনুরোধ
বরাইবে শিশুপালে ভাবিল অবোধ।

(৩)

জরাসন্ধ সহ রুক্মী পরামর্শ করি
শিশুপালে ভগ্নী দিবে সংকল্পিয়া স্থির,
বরণীয় রাজগণে ছলে পরিহরি
শিশুপালে ঘটাইতে পতি রুক্মিণীর,

পরিচিত কতিপয়ে নিমন্ত্রিয়া আনি
গঠিল অপূর্ণ এক স্বয়ম্বর সভা ;
নেতা তার কৃষ্ণদ্বেষী জরাসন্ধ মানী ;
বসন-ভূষণে জিনি সভা হৈমপ্রভা
সবাকার অগ্রযায়ী মধ্য-মঞ্চে বসি
বসাইল শিশুপালে আপনার পাশে,—
মণি মরকতকরে উজলিয়া দিশি
গ্রহপাশে উপগ্রহ যেমন আকাশে,
কন্যামন শিশুপালে টানিতে কৌশলে,
সখাদ্য বড়শী যথা টানে মীন জলে।

(৪)

আইল সুবক্ত্র মায়াযুদ্ধ বিশারদ
পৌণ্ড্র-বাসুদেব-সুত সুদেব কুমতি,
পাণ্ড্য নরপতি বলী অতুল সম্পদ,
সুদূর পশ্চিম হতে গান্ধারের পতি ;
কলিঙ্গের অধিপতি ; বিন্ধ্যের দক্ষিণে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা যত আইল সগণে,
কেহ নাহি রাজা কিন্তু আইল কুন্তিনে
আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হতে—বিনা নিমন্ত্রণে।
যথাকালে সখী সহ চলিল রুক্মিণী
বিবাহের উপযোগী করিয়া বিধান

রত্নসাজে ফুলসাজে চারু সুশোভিনী
মুকুতা মণ্ডিত বেশ করি পরিধান।
হাতে ফুলহারগুচ্ছ যুক্ত অলিদলে
বরগলে দিবে কিংবা দেবপদ তলে।

(৫)

নিরখিল শিশুপাল যাইছে রুক্মিণী
সখীসহ মৃদুমন্দ মরালগামিনী ;
স্ফটিক রচিত তল যেন স্বচ্ছ জল,
রাঙা পদ তায় যেন লোহিত কমল ;
মূর্ত্তিমতী ধরা যেন তনু সুপীবর
সুবরণী ঘনীভূত যেন শশিকর ;
শ্যাম-শুক্ল-প্রভা, কাচে নীলমণি ঝলে,
রবিকর জালে যেন উৎস বারি জ্বলে,
কমললোচন স্থির—অপাঙ্গ দীর্ঘল,
ভ্রূ-পক্ষ্ম-তোয়দে ধৃত তড়িত তরল,
সুনীল কুঞ্চিত কেশ—বিম্ব ওষ্ঠাধর,
বিশাল নিতম্ব গুরু, পীন পয়োধর,
সমসূক্ষ্ম শ্বেত দন্ত জিনি কুন্দকলি,
শোভে কন্যা শশী যেন সাগর উজলি।

(৬)

দমসুত হর্ষযুত আনন্দদায়িনী
রুক্মিণীরে দেখি দূরে পুলকিত তনু,
বিলাস বাসনা তার স্ফুরিল নয়নে,
ভোগ্য-ভাবাবেশে চিত্ত হইল বিহ্বল ;
মুহূর্ত্তেক মোহমৃত ; দৃষ্টিপথ বাহি
প্রাণ তার মিলাইল রুক্মিণীর রূপে ;
সংজ্ঞাশূন্য দেহপিণ্ড রহিল আসনে।
জরাসন্ধ ভৎসি তারে চেতাইল পুনঃ।
ক্রমশঃ নিকটে আসি জগতের জ্যোতি
রমণী-ললাম-ভূতা রুক্মিণী সুন্দরী
উজলিয়া দশদিশি স্বচ্ছ রশ্মিরাগে
বিকিরিল দেহ-অরা বিশুদ্ধ-দায়িনী—
কাম-মোহিতের মনোমল নিবারিণী ;
পূত গঙ্গাজল যেন পাতক-নাশিনী।

(৭)

কন্যা-অরাজালে ধৃত শিশুপাল কামী
নিজ সত্বা নাশি এবে শুদ্ধ ভাব ধরে ;
অয়স, অঙ্গার যথা অগ্নিমাঝে পশি
স্বভাব ত্যজিয়া পর-শুদ্ধিভাব লভে।

ভাবে চৈদ মনে মনে "নারী কি প্রতিমা,—
কন্যা দেখিনু সম্মুখে, সম্ভোগ-সুযোগ্যা
কিংবা দেবী পূজনীয়া রাখিয়া মন্দিরে ?
ভোগী-ভুজ-আলিঙ্গন কিংবা সচন্দন
ভক্তিদত্ত পুষ্পমাল্য শোভিবে এ গলে ?
নরভোগ্যা নহে নারী ; কাম-ভোগ-সেবী
আমা সম পতি এর হইবে পূজারি।
মীনমাংস মদ্যে রত—ঘৃত-অন্ন চরু
সাত্ত্বিক আহারে কভু তৃপ্তি নাহি মানে ;
যতি-যোগ্যা কন্যা হেথা বরিবে অস্থানে।

(৮)

কন্যা দেখি জরাসন্ধ কহিল বিস্ময়ে,
"উদিল কমলা কিবা সাগর-সম্ভবা ?
নহে তো জলধি এই, রাজন্যের সভা ;
নহে দেবগণ এই, মর্ত্ত্য রাজকুল ;
স্ফটিকের স্তম্ভ এই, নহে তো মন্দার ;
অনন্ত এ নাগ নহে, কুসুমের মালা ;
কূর্ম্ম পৃষ্ঠ নহে এই, ধরণীর তল ;
নহে তো ঐ ঐরাবত, নরবাহী গজ ;
উচ্চৈঃশ্রবা নহে ওই, অশ্ব রথবাহী ;
নহে তো চন্দ্রমা ওই, সখী শশিমুখী ;

মহাদেব নহে এই, মগধের পতি;
বিষ্ণু-অদর্শনে হেথা অমৃত বিরল;
আমাদের ভাগ্যে বুঝি উদিবে গরল;
বিষ্ণুহীন তাই দেখি কমলা কেবল।

(৯)
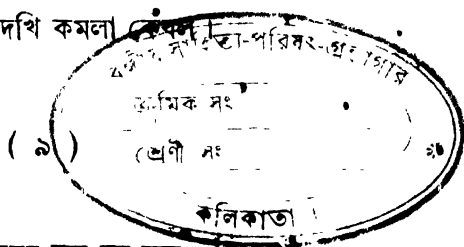
ভাগ্যক্রমে মানবের বজ্র হয় ফুল,
যত্ন-উপার্জ্জিত অর্থ অনর্থের মূল;
বহু যত্নে গঠি সভা সর্ব্বে পরিহরি
শিশুপালে ছলে দিব রুক্মিণী সুন্দরী,
ভাবিলাম,—কিন্তু এবে বিধি প্রতিকূল,
যত্ন পুষ্ট আশা তরু আপনি নির্ম্মূল!
দেবতা-প্রতিমা কন্যা—অপূর্ব্বা মানবে,
উপযুক্ত পতি চৈদ কভু না সম্ভবে।
অনিচ্ছায় শিশুপালে রুক্মিণী-বরণ,
ইন্ধনে অগনি কিংবা বজ্র-পরশন।
আপন ইচ্ছায় যারে বরিবে রুক্মিণী
সুখে থাক্ তারি সহ অগ্নি স্বরূপিণী,
কিন্তু যদি কৃষ্ণে বরে, বাধিবে কোন্দল,
কৃষ্ণ-মনোরথ মোরা রুধিব প্রবল।”

(১০)

উষায় অরুণ-আশে ফুটি মৃণালিনী
সহসা হেরিয়া চাঁদে যেন বিমলিনী,
প্রদোষে সন্তোষে খুলি ফুল্ল-কুমুদিনী
শশিপ্রিয়া সূর্য্যে হেরি যেন বিষাদিনী,
পথিক তৃষ্ণায় যথা ইচ্ছি জলাশয়
মরু-ভূমি প্রান্তে হয় বিষণ্ণহৃদয়,
ক্ষুধার্ত্ত ব্যথিত যথা পাকশালে গিয়া
অন্ন-বিনিময়ে শুষ্ক অঙ্গার দেখিয়া,
সতী যথা পতি-আশে পশিয়া বাসরে
লম্পটে দেখিয়া একা তরাসে শিহরে,
ধর্ম্মাচারী গৃহী যথা ভাবি সাধুজন
কামী অধার্ম্মিকে মিলি উৎকণ্ঠিত মন,
কৃষ্ণদ্বেষিপূর্ণ দেখি স্বয়ম্বর সভা
ভৃশদুঃখী শশীমুখী ম্লান মুখপ্রভা।

(১১)

নিঃশব্দে বসিয়া মঞ্চে করে দরশন,
কৃষ্ণ-অনুকূল কেহ নাহি এক জন;
সুবিষণ্ণা রাজকন্যা বুঝিল সকল,—
নহে গো এ স্বয়ম্বর কেবল কৌশল;

জরাসন্ধ-তুষ্টি হেতু চক্রান্ত-বিকাশ,
সাধিবারে অবলার চির সর্ব্বনাশ।
প্রতিজ্ঞা করিল বালা দৃঢ় করি পণ
কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ নতুবা মরণ।
হেনকালে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষে বন্দিচয়
সমবেত রাজাদের কুল পরিচয় ;
একে একে সবাকার কহি বিবরণ
শিশুপাল গুণগান করে বন্দিগণ ;—
নিশ্চলা শুনিল কন্যা সখীগণ সহ,
অন্তরে দারুণ ব্যথা সহে দুর্ব্বিসহ ;—

(১২)

"ওই যে দেখিছ যুবা রাজকুল রবি
জরাসন্ধ পাশে বসি মনোহর ছবি,
রূপগুণ ধনমানে নাহি সমতুল,
বাহুবল স্মরি যার কাঁপে নৃপকুল,"
সখী বলে "হবে বটে চতুর্ভুজ ছিল,
কৃষ্ণ তার দুই বাহু খসাইয়া দিল ;"
"দূর-দৃষ্টি বুদ্ধি তার তৃতীয় নয়ন
অরাতি-অন্তর সূক্ষ্ম করে দরশন।"
সখী বলে "ছিল বটে অক্ষি অপরূপ,
কৃষ্ণস্পর্শে বিরূপাক্ষ হইল স্বরূপ ;"

"সত্য স্পষ্ট বাক্য সবে কহে সম জ্ঞানে।"
"সে কেবল প্রিয়াপ্রিয় নীতি নাহি জানে ;"
"দর্পে যার ধরা কাঁপে, মানে নৃপচয়."
"মান দর্প একদিন মৃত্যু হেতু হয়।"

(১৩)

সখী বলে "আমাদের বিদিত সকল
বহু বিবরণে বৃথা প্রয়াস কেবল ;
প্রয়োজনে পুরমাঝে যাবে সহচরী,
আত্মীয় স্বজনে মিলি নির্ব্বাচন করি,
মন্দিরে ইন্দ্রাণী-পূজা সমাপিয়া পরে,
সমর্পিবে দেহ-আত্মা মনোমত বরে।"
রুক্মিণী মন্দিরে গেলো সসখী-সজনা,
চিত্ত তার কৃষ্ণে যেন সমাধি-মগনা।
যাদৃশী ভাবনা যার সিদ্ধিও তাদৃশী
দেউল-সোপানে বসি স্বয়ম্বর-ঋষি
সুসজ্জিত রথ রাখি, চকিত নয়ন,
উৎকণ্ঠিত অপেক্ষিছে কন্যা-আগমন,
মূর্ত্তিমান মেঘ যেন ঝকিছে তড়িত,
স্তম্ভিত দাঁড়ায় সবে ভয়বিজড়িত !

(১৪)

হরষিতা মেঘাগমে চাতকী যেমন
চক্রবাকী যথা হেরি ঊষা-আগমন,
সূয্যালোকে শৈবলিনী, কুন্দ চন্দ্রকরে,
মরুজীর্ণ তৃষাতুর দেখি সরোবরে,
দীর্ঘ নিরাহারী যথা অন্ন-দরশনে,
সতী দূরদেশাগত পতির মিলনে,
নিষ্ঠাবান গৃহী যথা লভি সাধুজন,
জন্ম-অন্ধ লভি যথা নয়ন-রঞ্জন,
দুঃখভোগী চিররোগী স্বাস্থ্য-সমাগমে,
বহু পোষ্য দীন যথা ধনের আগমে,
মুক্তিলাভে যথা বন্দী—ক্লিষ্ট কারাবাসে,
কৃষ্ণে দেখি তথা রুক্মী ভাসিয়া উল্লাসে
আবেগে পড়িল গিয়া কৃষ্ণ পদমূল;
চন্দ্র-উদ্বেলিত সিন্ধু উছলিল কূল।

(১৫)

অমনি লইল কৃষ্ণ বক্ষে মনোরমা,
এতদিনে চিত্রা যেন লভিল চন্দ্রমা,
উঠিল মাধবীলতা বেষ্টি সহকারে,
মিলাইল বেগবতী নদী পারাবারে,

কে জানে কে হবে মূর্ত্তি কোথা হতে এলো !
রথে তুলি রুক্মিণীরে কোথা লয়ে গেলো !
কতক্ষণ পরস্পরে দেখাদেখি করে,
চেতনা হইল তবে প্রহরী নিকরে।

(১৭)

শিশুপালে সুপ্রসন্না রুক্মিণীরে জানি,
সভাগত নৃপ যত করে কাণাকাণি ;—
কেহ কহে "মণি সহ মিলিল কাঞ্চন,"
চৈদ বলে "ভাল নহে তড়িত-ধারণ ;"
কেহ বলে "ভাগ্যে এর লক্ষ্মীর বিলাস,"
"লক্ষ্মীপতি হব কিংবা হব লক্ষ্মীদাস ;"
"বরারোহা পীন বক্ষে করিবে ধারণ,"
"বরারোহ নহে কভু চিতা হুতাশন ;"
"অমর হইবে পিয়ি অমৃত তরল,"
"বিরূপা ফণিনী শুদ্ধ উগারে গরল ;"
"সুতনু-পরশ-সুখ পাবে অহর্নিশ,"
"ভাগ্যে কন্যা বিসকন্যা—গাত্রে দিবে বিষ ;"
"কাম-রতি পতিপত্নী বাড়িবে পিরীত,"
"রক্ষঃপত্নী [illegible] ীত।"

(১৮)

হেনকালে সভাতলে মহা বিশৃঙ্খল,
কে কাহার গায়ে পড়ে, করে কোলাহল,
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বাজে,—লম্পি যত বীর
অসি নিষ্কাসিয়া বেগে হইল বাহির,
চূর্ণ মঞ্চ সভাতলে কীর্ণ সমুদায়,
পদ স্খলি বীরাবলি গড়াগড়ি যায়,
শিরোবস্ত্র, খসে কারো, পাদুকা কাহার,
সজ্জাপত্র পানপাত্র, ঘট ফুলহার
ছড়াইয়া আবরিল হর্ম্ম্য হৈমতল !
পূজা-অন্তে নদীনীরে যেন ফুল ফল।
কি হইল, কি হইল ! চীৎকারিয়া বলে,
কারণ না জানি ঠিক ছুটিল সকলে।
ক্রমে প্রকাশিল পরে রুক্মিণী-হরণ
কৌশলে করিল কেহ অজানিত জন !

(১৯)

কেহ বা স্বজন কহে মানিয়া বিস্ময়,—
অজানিত নাহি মোর ভারতের রাজা,
নারিনু চিনিতে তবু—কেবা হবে যুবা—
তমাল বা সুবিশাল শাল সম তনু

সহসা দেখিলে প্রাণ চমকে তরাসে,
পান্থ যথা চিন্তাতীত সিংহসমাগমে,
আজানুলম্বিত বাহু অয়সে গঠিত,
যেন, পীন ক্ষীণ ক্রমে ভুজঙ্গ সদৃশ,
সুদৃঢ় সুচারু উরু—অরুণ চরণ,
করিবর-কর যেন কমল-উপরে ;
বক্ষঃস্থল দৃঢ় যেন প্রস্তর বিশাল—
মাতঙ্গের বপ্রক্রীড়া-উপযুক্ত ভূমি,
দেখিনু মাঝারে তার কিণচক্র সম,
অস্ত্র রুধিবারে যেন বর্ম্ম অনুপম।

(২০)

নবীন পল্লব-রুচি করতলাঙ্গুলি
তাম্রপাতে যুক্ত স্থূল তাম্রের শলাকা ;
আকাশ-প্রকাশ বর্ণ—বিজলিজড়িত,
নীরদ নবীন যেন স্ফুরিছে আলোক—
দুর্ব্বাদল শ্যাম কিংবা নয়নরঞ্জন
ধরিয়া নীহার বিন্দু ঝকে রবিকরে
মার্জ্জিত মুকুতা জিনি দিবার উদয়ে—
হিমগিরি শৃঙ্গ কিংবা মণ্ডিত তুষারে
দুগ্ধফেন নিভ স্বচ্ছ ধবল আকারে
মনোহর নীলাম্বর প্রতিবিম্ব ধরি

স্ফুরে শ্যাম শ্বেত শোভা শরতের কালে—
নীল যবাঙ্কুর সম গৌরাঙ্গী কপোলে।
আলোময় দিগ্‌বলয় উজ্জ্বল ছটায়
শ্যাম সিন্ধু শশিশোভা তরঙ্গে ছড়ায়।

(২১)

অমৃত-সিঞ্চিত চারু রক্ত ওষ্ঠাধর
তরল অচল,—দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-প্রকাশী ;
সুন্দর সরল নাসা বদন-সুশোভী
ক্রোধজয় দয়া ক্ষমা সূচিছে সমান ;
সমতল চারু ভালে আলোক-মণ্ডল
তমঃ পার-দর্শী সত্ত্ব প্রকাশে প্রবল ;
লুপ্ত-কণ্ঠ-অস্থি চারু কম্বুগ্রীবা তার
প্রকাশিছে ইচ্ছাধৃত কাম-বেগোদয় ;
শ্বেত সূক্ষ্ম সমদন্ত নিস্পৃহা প্রকাশে ;
ভ্রূ-পক্ষ্ম-বন্ধনে তার নয়ন-তড়াগ
জলরূপে ধরে যেন তড়িত তরল ,
অপাঙ্গ-প্রসারি তার ছটার তরঙ্গ ,
চারু কৃষ্ণকেশী যদা যার পানে চায়,
অবশ হইয়া সেই তারি পানে ধায়।

(২২)

রুক্মিণী চাহিবামাত্র বজ্রাহত অঙ্গ,
ধাইল সত্বর-যেন অনলে পতঙ্গ ;

ছুটিয়া পড়িল গিয়া সে মূর্ত্তির গায়,
শিথিল শরীরযষ্টি যেন মৃতপ্রায় ;
যতনে তুলিয়া তারে উঠাইয়া রথে
পলাইল দ্রুতবেগে অনির্দ্দিষ্ট পথে ;
দাঁড়াইনু মোরা সবে নিরুদ্ধ অন্তরে,
হস্ত পদ নাহি চলে বাক্য নাহি সরে ;
জড়তা ভাঙ্গিল তবে কতক্ষণ পরে,
চীৎকারিনু সহগামী প্রহরী নিকরে ;
রথ ধরিবারে সৈন্য ধায় অবিরাম,
রুধিল বিপক্ষদল, বাধিল সংগ্রাম ;
না জানি সে যুবা কেবা সুর কিংবা নর,
পলকে সাধিল সব ধাঁধি যাদুকর।

(২৩)

কহিল প্রবীণ অন্য এই সেই বর,
যদুকুল-অবতংশ রুক্মা-মনোহর ;
যাহার কারণ রুক্মা আচরিল যোগ,
আজি শুভ-যোগে তার হইল সংযোগ ;
কংশ-নাশী, তাই তারে কন্যা নাহি দিল,
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু আপনি ঘটিল।
যদু-সেনাপতি হেথা বলী বলরাম
কৃষ্ণদ্বেষী নৃপগণে রুধিল প্রবল,

জরাসন্ধ শিশুপাল সহ রাজগণ
আক্রমিল মহাবলে যদু যোধগণে ;
বাধিল তুমুল যুদ্ধ,—হতাহত কত
পড়িল ভূতলে ; কৃষ্ণের কৌশলে ডরি
জরাসন্ধ বৃথা যুদ্ধ নিবারিল পরে,
কৃষ্ণদ্বেষানলে কিন্তু দহিল অন্তরে।

(২৪)

প্রতিশোধ প্রদীপিত জ্বলি রোষানলে
না লইল যুক্তিকথা বিক্ষোভিত মনে,—
মর্ম্মাহত রুক্ম এবে ভগিনী হরণে,
মৃতকল্প অপমানে মহা-অভিমানী।
নিবারিল জরাসন্ধ,—না মানিল দৃপ্ত,—
পরীক্ষায় কূটনীতি কৃষ্ণে পরিচিত,
মাগধের পরামর্শ অবহেলি যুবা,
প্রতিহত মনোবেগে হৃতচেতা এবে,—
অক্ষত জীবনপথে পথিক নূতন,—
নদীবাহী নাহি জানে সাগর কেমন ;—
জগতের তুষানলে অতাপিত তনু—
ফুলতলে থাকে ফণী এখনো অজ্ঞানা—
নাহি জানে বহে বিষ বায়ু স্নিগ্ধকারী—
প্রতিজ্ঞিল অসম্ভব অবিমৃশ্য-কারী।

(২৫)

"পরম অরাতি কৃষ্ণে বিনাশিব আজি,
জীবন রাখিয়া তার ফিরিব না ঘরে,"
মহাতেজা রথে চড়ি চালাইল বেগে ;
সহগামী রুক্ম সহ দক্ষিণনিবাসী
নরপতি কতিপয় সহকারী তার।
হেথা কৃষ্ণ বিশ্রামিতে শ্রান্তা রুক্মিণীরে
রথ-অশ্ব মুক্ত করি নর্ম্মদার তীরে,
দূরি তাপ অবগাহি নীল স্বচ্ছ নীরে
বিনোদিল পথ ক্লান্তি শীতল সমীরে।
রিমি ঝিমি গাহি নদী সপ্ততার তানে
কহিল মধুর যেন রুক্মিণীর কাণে,—
কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম, ঘর কিবা বন,
দৃঢ় ভূমিতল কিংবা কুসুম শয়ন,
রুক্মিণীর কৃষ্ণ সদা সম বিনোদন।

(২৬)

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিল মেদিনী,
ভাসিল সুখিনী নীরে ফুল্ল সরোজিনী ;
বিরাম লভিল সুখে এক বৃক্ষতলে
রুক্মিণী মাধব মিলি মৃগগাভী দলে ;
নীরব ধরণী এবে, শুধু একাকিনী
যাচি নীরে ধীরে ধীরে ডাকে চাতকিনী,

বাজে তাহা মধ্যবহা সমসূক্ষ্ম তানে
প্রাণায়াম-ধ্বনি সম রুক্মিণীর প্রাণে ;
মহিষ মাতঙ্গ দূরে নর্ম্মদার জলে
পশি পদ্মদলে সুখে খেলে কুতূহলে,
সলিলশীকর বহি পদ্মগন্ধ সহ
জুড়াইয়া অহরহ বহে গন্ধবহ ;
নির্ভয় নিশ্চিন্ত স্থির স্বভাব এখন
মাধ্যন্দিন সাধনায় সমাধি-মগন।

(২৭)

রুক্মিণীর উরুপরে রাখি চারু শির
বিশ্রাম লভিল সুখে কৃষ্ণ মহাবীর,
কৃষ্ণমুখে স্থির আঁখি রাখি নিরন্তর
বিউনিল রুক্মা সতী প্রফুল্ল অন্তর,
এক যায় উঠে আর ভাবের লহরী
(বহিছে নর্ম্মদা যথা উর্ম্মিমালা ধরি),—
মনোহর মূর্ত্তি বটে দেখিনু মণ্ডলে,
মনোহরতম আজি দেখি অঙ্কতলে,
মনোহর নিদিধ্যাসে একান্ত মিলন
মনোহরতম সর্ব্বে তারি দরশন।
মনোহর মিলে আত্মা আত্মারাম সনে,
মনোহরতম আত্মা-দেহ-প্রাণ-মনে ;

মনোহর কৃষ্ণকথা শুনিনু শ্রবণে,
মনোহরতম আজি অঙ্গ-পরশনে।

(২৮)

মিলাইল ভাবস্রোত সমাধিসাগরে,
কৃষ্ণময় হলো বিশ্ব বাহিরে অন্তরে,
কৃষ্ণ নিজে, কৃষ্ণ বৃক্ষ, কৃষ্ণই সমীর,
জীবকুল কৃষ্ণ সব,—কৃষ্ণ নদীনীর,
যাহা কিছু দেখে বালা কৃষ্ণময় সব,
যাহা কিছু হয় সব কৃষ্ণ-মহোৎসব ;
ভাসাইল চরাচর কৃষ্ণের সাগর,
যাহা কিছু ভাবে করে কৃষ্ণ নিরন্তর ;
চৈতন্য-সমাধি কৃষ্ণে লভি নিরবধি
অবাধে বুঝিল শান্তি-সুখের জলধি।
প্রেম-অশ্রু-মুক্তাবলী পাতি অবিরল
ভাসাইল সতী পাতি-বদন-মণ্ডল ;
জগিয়া অমনি কৃষ্ণ প্রীতি-ফুল্ল মনে
জাগাইল রুক্মিণীরে প্রেম পরশনে।

(২৯)

বিধুমুখী মুছি আখি নম্রমুখী লাজে,
যত্নে মুছাইল কৃষ্ণ-মুখ-দ্বিজরাজে,
গৌরাঙ্গী সুন্দরী কোলে শ্যামল সুন্দর,
তুষার-ধবল-শৈলে লগ্ন জলধর,

সঙ্গমে মিলিত গঙ্গা-যমুনার জল,
সূর্য্যকান্ত-মণি-পাত্রে ধৃত নীলোৎপল।
কৃষ্ণ-শিরোদেশে বালা কেশব-রমণী,
সুকৃষ্ণ অলকে যুক্ত সিথী-মধ্যমণি,
আঁধার সুমেরু দেশে অরর্ক্ষ মণ্ডল (ক),
সুনীল আকাশতলে শশী সুবিমল,
আঁখে আঁখি পরস্পরে করে ঢল ঢল,
পতি-পত্নী-প্রেম-হেম গলিল বিমল ;
কি বুঝিবে কামদগ্ধ ভাব নিরমল ?
আত্ম-তৃপ্ত পাত্র পাত্রী বুঝিল কেবল।

(৩০)

"আমি "তুমি" ধাতু গলি প্রেমের আভাসে
বিশ্ববিজড়িত "আমি" উজ্জ্বল প্রকাশে,
আছে কিনা আছে কিছু চিহ্ন নাহি গণে,
"সকলি তো আছি এক" আপনার মনে।
কি যেন কি অনুভবে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে
কহিল পরাণে কথা শুনিল পরাণে ;
যোগী গুরু পড়ে প্রেম অনাহত স্বরে
সাধু শিষ্য নিরন্তরা ধারণায় ধরে।

(ক) অরা+ঋক্ষ, the aurora Borealis.

কৃষ্ণ বলে "আমি তব ক্লেশের কারণ,"
রুক্মা বলে "বিনা ক্লেশে নাহি নারায়ণ ;"
"আমার কারণে তব নিজ হলো পর,"
"নগ ছাড়ি নদী ভাল বাসিল সাগরে ;"
"আর্দ্রা তুমি মরুদেশে আমার কারণ,"
"তুমি তায় তৃষ্ণানাশী সরঃ সঞ্জীবন।"

(৩১)

"আমা হেতু বিসর্জ্জিলে পিতৃদেয় ধন,"
"প্রেমনিধি হতে আর কি আছে রতন ?"
"আমা হতে ছিল ভাল রাজা তব বর,"
"কামী-ভোগ্যা হতে যোগী-দাস্য মনোহর ;"
"সুন্দর আছিল কত, আমি কৃষ্ণ কালো,"
"কি করিব আমি, তাই মনে লাগে ভালো ;"
"রূপারূপ গুণাগুণ ভাবিনু সমান,"
"নির্গুণ পুরুষ ছাড়ি কে ভজিবে আন ?"
"এরে ওরে ছাড়ি আমি সর্ব্বে ভাল বাসি,"
"প্রাণ-প্রেম-সূত্রে আমি সর্ব্বত্র নিবাসী ;"
"আসক্তি-বিহীন আমি সদাই উদাসী,"
"ভালবাসা আশে আমি নাহি ভাল বাসি ;"
"আমার ঘরণী হবে দুঃখিনী কেবল,"
"অনঙ্গে দহিয়া স্বর্ণ শ্যামিকাবিরল"।

(৩২)

"আপনায় থাকি সদা আমি আত্মম্ভরি,"
"আত্মার উদ্দেশে আমি সদা যজ্ঞ করি ;"
"স্বার্থপর সদা আমি স্বার্থের সন্ধানী,"
"পুরুষার্থ এক স্বার্থ—স্বরূপ তা মানি ;"
"যোগীপত্নী সংযমিনী বিধবা সমান,"
"স্নান হেতু জলে নামি নাহি চাহি পান ;
"যোগীদের ইচ্ছাধীন সন্ততি সন্তান,"
"পুন্নাম নরকে ত্রাণে শীর্ষগত প্রাণ ;"
"আমা তরে ত্যজিবে কি সুখ সুমধুর ?"
"বলিবার আগে তাহা ভুঞ্জিনু প্রচুর"।
"ইচ্ছা বলবতী তব হক্ ফলবতী,
তব দত্ত মালা গলে ধরিনু সুমতি,
মালা নাই ভুজহার দিনু তব গলে,
আজি হতে পরস্পরে বাঁধিনু শৃঙ্খলে"

(৩৩)

রুক্মা-কৃষ্ণ-বিবাহের সভা তরুতল,
চারু চন্দ্রাতপ উর্দ্ধে আকাশ বিমল,
গাভীকুল পুচ্ছ-ছলে ব্যাজিল চামর,
বরণ করিল বৃক্ষ তুলি পত্র-কর,
নদী দিল উলুধ্বনি কুলু কুলু ছলে,
প্রখর রবির করে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে,

পুরোহিত হয় সূর্য্য ভাস্বর ব্রাহ্মণ,
নাপিত ময়ূর করে মঙ্গল ঘোষণ;
গম্ভীর নাদিয়া গজ দিল শঙ্খনাদ,
কোকিল কুটুম্ব দিল কুলের সংবাদ;
আমোদিল বরযাত্রী মৃগ-মৃগী-কুল,
ফুলছলে লাজাঞ্জলি বর্ষিল বকুল;
বিদায়িতে বরকন্যা ফুল্ল কমলিনী
দিবা-অবসানে যেন হয় বিমলিনী।

(৩৪)

রুক্মের প্রতিজ্ঞা শুনি গণি অমঙ্গল
সাত্যকিরে বলরাম বহু যোধ সাথে
পাঠাইল অবিলম্বে কৃষ্ণে রক্ষিবারে
দ্রুতগামী পঁহুছিল সাত্যকি অচিরে
যেথা কৃষ্ণ রুক্মা সহ নিশ্চিন্ত বিহারে;
রুক্ম আসিবার আগে রুধিল তাহারে।
হুঙ্কারিল রোষে রুক্ম সিংহশিশু যথা
শীকার হরণে ভুখী; বাধিল সংগ্রাম;
যুঝিল সম্মুখ রণে দুই মহাবলী,
জর্জ্জরিল দোঁহা দোঁহে শর বরিষণে,
লড়িল কৌশলে দুই পরম কৌশলী,
প্রমত্ত মাতঙ্গ দুই যেন পদ্ম-বনে।

রক্ত-সিক্ত দেহ দুই, সন্ধ্যা আগমনে
শোভে দুই শৈলশৃঙ্গ গৈরিক ভূষণে।

(৩৫)

হেন কালে কৃষ্ণ দূত আসি মধ্যস্থলে
ক্ষণ তরে অবসর যাচিল সঙ্কেতে ;
বিরমিল শরপাত-অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ;
জানাইল যাদবের মঙ্গল-কামনা—
ইচ্ছা নহে তাঁর কভু বিদর্ভের কুল
কলঙ্কিতে কোন মতে কন্যা হরি বলে ;—
ভারতের জগতের নারী-শিরোমণি
রুক্মা-নলিনীরে বৃন্ত ছিঁড়ি বিদলিতে
প্রমত্ত মাতঙ্গ সম ফেলি পদতলে ;—
কণ্ঠহার-মধ্যমণি রক্ষিতা যতনে।
বলে নীতা নহে কন্যা,—নিজ ইচ্ছাগতা—
স্বর্গ-স্রুত ধর্ম্ম যেন ধার্ম্মিক হৃদয়ে—
গিরীন্দ্র ত্যজিয়া গঙ্গা যোগীন্দ্রের শিরে
আপন আনন্দ-বেগে প্লাবি পূত নীরে।

(৩৬)

গঙ্গা যদি পুনঃ ফিরি যায় শৈলাবাসে,
বড় সুখী হবে যোগী ছাড়ি শিরোভার
ফিরাইতে নন্দিনীরে সুখ-পিতৃবাসে।
বৃথা যুদ্ধে প্রাণিক্ষয়ে কিবা প্রয়োজন ?

-প্রাণিদেহে প্রাণ ঈশ তীর্ণ লীলা হেতু,
অহঙ্কারে হানি তাঁর ধর্ম্ম-প্রতিকূল ;
বিরোধ বিসর্জ্জি ক্ষণ কৃষ্ণ-অনুরোধে
আসি আবাহনে তাঁর ওই বৃক্ষতলে
প্রবোধিয়া রুক্মিণীরে আপনি সম্ভাষি
ভগিনী যাউন লয়ে আপনার ঘরে।
কৃষ্ণের সংবাদে রুক্ম বুঝিল মঙ্গল ;
হেনকালে মাতৃদূত বহিল বারতা—
"বৃথা প্রাণিক্ষয়ে আর নাহি প্রয়োজন,
কন্যা সুখে সুখী মোরা, বিরম এখন।"

(৩৭)

মাতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি, কৃষ্ণ-নিমন্ত্রণে
মিলিল অসুখে যেন ভগ্নীসহ ভ্রাতা।
ভাবনা-বিষণ্ণা রুক্মা আছিল অন্তরে,
মলিনিয়া পিতৃগৃহ অন্যথা উজ্জ্বল—
হর্ষ-বিকসিতা এবে,—রবি দরশনে
ফুঁটিছে নলিনী যেন নিশা-অবসানে,—
জীবন পাইছে পুনঃ মুমূর্ষু রুক্মিণী
সঞ্জীবনী-কৃষ্ণ-সুধা-মহৌষধ-পানে,—
খণি-মল-মৃষ্ট মণি শোভিছে উজ্জ্বল।
প্রীতি-উচ্ছসিতা ভগ্নী তুষিল সোদরে ;

আপনার ভ্রম রুক্ম বুঝিল অন্তরে ;—
বিষাদ-বিমুক্ত পুনঃ প্রসন্ন মানসে,
সুভাষে ভগ্নীরে তোষে হর্ষে সহোদর,
বর্ষা-অন্তে মেঘমুক্ত যেন দিনাকর।

(৩৮)

আলাপিয়া কৃষ্ণ সহ মহাসুখী চিতে,
অন্তরে ব্যথিল রুক্ম বরে বিদায়িতে ;
রুক্ম অনুতাপ-দগ্ধ, কৃষ্ণ মহাসুখী—
বিদায়িল পরস্পরে পরম কৌতুকী ;
সদল রুক্মিণী সহ কৃষ্ণ বলরাম
চলিল মন্থরগতি দ্বারাবতী ধাম ;
কৃষ্ণ প্রতি মৈত্রী দ্বেষ ভাবি নিরন্তর
হর্ষ-দুঃখে রুক্ম হেথা উৎফুল্ল-কাতর,
আঁধার-আলোক যথা পর্ব্বতশিখরে
জলধর-দিবাকরে যুগপৎ করে,
কুণ্ডিনে না ফিরি আর পূর্ব্ব পণ স্মরি
নির্ম্মিল নিবাস-হেতু নূতন নগরী।
নিভিল না অনুতাপ চিত্ত-দাহকারী ;
"কি বা তাপ নাহি সহে অবিমৃষ্যকারী।"

(৩৯)

পার্ব্বত্য প্রদেশ বাহি প্রাবৃটের মাসে
বর-কন্যা বরযাত্রী চলিল আয়াসে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-রাজি নয়ন-রঞ্জন
উদ্ভিজ্জ বসন'পরি বিরাজে শোভন ;
তুঙ্গ শৃঙ্গকুল উচ্চ পর্ব্বত-উপরে
ছাড়ি নীলাম্বর এবে জলধর ধরে ;—
রুক্মা-পরিণয়-দ্বেষে মেঘে ঢাকি কায়
প্রকৃতি মানিনী কৃষ্ণে দেখিয়া লুকায়।
প্রপাত গভীর গর্জ্জি বরষিছে নীর,
মুখে মাতা ভর্ৎসে যথা স্তনে ধরে ক্ষীর ;
নিনাদিনী গিরিনদী বহে খর ধারে,
বর্ষা-আর্ত্ত-বধূপতি পথিকে নিবারে ;
মেঘ-দরশনে নাচে ময়ূর উল্লাসে,
ততোধিক রুক্মা চিত্ত কৃষ্ণ সহবাসে।

(৪০)

কৃষ্ণমেঘ সহ ধীরে রুক্মা-মুখ-শশী
দেখা দিল যদুগণে দ্বারকায় পশি ;
রুক্মিণী-লাবণ্য দেখি যুবতী সকল
মুখে প্রশংসিল হৃদে ধরিল গরল,
নিন্দিতে রূপের প্রভা চাঁদে তাকাইল,
কলঙ্ক-শ্যামল শুভ্র দেখি শিহরিল ;
শ্যাম-শুভ্রা রুক্মিণীর বাড়াইতে মান
আজি হতে বিধু বুঝি হ'লো মসিমান।

বর-বধূ হৃদে ধরি জনক জননী
ভুঞ্জিল পরশ সুধা মৃত-সঞ্জীবনী ;
কৃষ্ণ স্নেহে মুগ্ধা কহে মাতৃ-সহচরী
কৃষ্ণচন্দ্র সহবাসে রুক্মিণী সুন্দরী ;
রেবতী বলিল কন্যা কষিত কাঞ্চন
কৃষ্ণ ভাবানলে পড়ি কালিম-বরণ ;

(৪১)

আনন্দ-উৎসবে আজি ভাসিল নগর,
কেলিরত পক্ষিপূর্ণ যেন সরোবর ;
শঙ্খ-ধ্বনি, হুলুধ্বনি, কাশ্মীর-বর্ষণ,
হাসি উপহাসি করে পুরোবধূগণ ;
একে বলে "রুক্মা যেন আগুনের আলো,"
অন্যে বলে "কৃষ্ণবর্ত্ম শিখা ধরে কালো ;"
"গুণান্বিতা শুনি রুক্মা বধূর ভিতরে,"
"সর্ব্বগুণ যাবে তার গুণহীন বরে ;"
"ধর্ম্ম-আচরিণী কন্যা কহিল সকলে ;"
"ধর্ম্মাধর্ম্ম যাবে তার কৃষ্ণের কবলে ;"
"ভাগ্যবতী রুক্মা ধন্যা সুলক্ষণ ধরে,"
"সর্ব্বনাশ হবে তার কাল কৃষ্ণ করে ;"
"রুক্মিণী রাজার কন্যা অভিজনবতী,"
"সবে ছাড়ি হবে তার কৃষ্ণ মাত্র গতি ;"

(৪২)

"বিনা প্রতিদানে রুক্মা কৃষ্ণে ভালবাসে।"
"বিশ্ব প্রেমিকের প্রেম স্ত্রী ভাগ্যে না আসে" ;
"সর্ব্বজীবে সমভাবে রুক্মা সেবা করে,"
"আত্মসেবী কৃষ্ণ থাকে আপন অন্তরে ;"
"সরলা রুক্মিণী যেন মাটির পুতলী,"
"কৃষ্ণ সাগরের জলে শীঘ্র যাবে গলি।"
"বশংবদা প্রিয়ংবদা রুক্মা আত্মপরে"
"কৃষ্ণ যাদুকর তারে মন্ত্রে যাদু করে !"
রেবতী বলিল "বটে ঠিক বোধ হয়,
যে ভাবে লইলে কিন্তু তাতো কভু নয়।"
উগ্রসেন উঠাইল বরকন্যা ধরি
প্রচলিত বিধিমত মঙ্গল আচরি—
আশীর্ব্বাদ করি বৃদ্ধ পাঠাইল ঘরে,
বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ পরে আশীর্ব্বাদ করে।

(৪৩)

বন্দিল সবধূ বর পিতৃমাতৃ-পাদ,
চুমিয়া দোঁহারে তাঁরা দিল আশীর্ব্বাদ—
"সীতারাম সম্মিলন শুনি মনোহর,
অরুন্ধতি-বশিষ্ঠের মিলন সুন্দর ;

প্রকৃতির সমাগমে পুরুষ যেমন,
রুক্মিণীর সহ কৃষ্ণ সাজিলে তেমন।
দেহ ছায়া, ধর্ম্ম ধর্ম্মী, প্রতিবিম্ব জল,
দোঁহা দোঁহে বদ্ধ-প্রীতি হও অবিচল,
পতিপত্নী দণ্ডনীতি মিলি দুই জন
চিরজিবী হয়ে কর ধর্ম্মের স্থাপন।
আদর্শ পুরুষে মিলি আদর্শ রমণী
ধর্ম্মাদর্শে ধর্ম্মপথে ফিরাও ধরণী।
ধর্ম্মদান হ'তে অন্য নাহি কিছু দান;
জীবাও জগতে দিয়া ধর্ম্ম সুধাপান।"

(৪৪)

নাচিছে নীরধি এবে নীল-নীর-রাশি
উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ সহ ফেন যায় ভাসি,
রণোন্মত্ত সৈন্য যেন কাতারে কাতার,
কত মিলাইছে কত উঠিছে আবার;
বিন্দু সম নীর দেহে পোতকুল ভাসে,
ঝটিকা-তাড়িত পক্ষী যেন নীলাকাশে;
সিন্ধু-বিক্ষোভণ-বেগ উপেক্ষি হেলায়
উপহাসি দর্পে শুভ্র কিরণ-ছটায়
উঠিয়াছে সৌধমালা তুলি তুঙ্গ শির,
চারিধারে পরিবৃত পর্ব্বত-প্রাচীর;

সম্মুখে অলিন্দ তার প্রশস্ত সুন্দর,
যেথা বসি দেখা যায় দৃশ্য মনোহর,
রুক্মা-কৃষ্ণ দুইজনে এই সেই ধামে
জীবনের মধু-ঋতু ভুঞ্জিল আরামে।

(৪৫)

মাধব-রুক্মিণী দোঁহে আনন্দিত মনে
একদা অলিন্দে সুখে বসি সুখাসনে
শীতল সাগর বায়ু সেবিছে স্বচ্ছন্দে ;
দুজনার মাঝে শিশু খেলিছে আনন্দে।
প্রেমের প্রথম গ্রন্থি প্রদ্যুম্ন সুন্দর
পতি-পত্নী-স্নেহ ঘন সুত সুখকর ;
সুত-শশী ধরে রুক্মা হৃদয়-উপরে,
পতি-প্রতিবিম্ব যেন পত্নী-সরোবরে।
উভয়ের কোলে শিশু আসে পুনঃ যায়,
শুভ্র কৃষ্ণ মেঘ মাঝে বিজলি খেলায়।
পিতৃমাতৃচিত্র ভাসে আত্মজ-আদর্শে
পতি-পত্নী পরস্পরে দেখে মহা হর্ষে।
দেহজাত মায়া-মোহ সুতে গিয়া ক্ষরে,
পতি-পত্নী দেখি তারে আনন্দে বিচরে।

(৪৬)

কৃষ্ণ কহে "শোভে কিবা সিন্ধু ঢল ঢল,"
রুক্মা কহে "ঠিক যেন অখণ্ড-মণ্ডল ;"

"চারি ধারে তরুরাজি শোভিছে শ্যামল"
"জ্যোতিশ্চক্র ঘেরি যেন নীলিমা তরল ;"
"হিরকের খণ্ড রবি মাঝে মনোরম,"
"চক্র মাঝে তেজোময় পুরুষ-উত্তম ;"
"তবে কেন ডুবি তায় মুক্ত নাহি হ'লে ;"
"আছি তো জীবনমুক্ত ডুবি কৃষ্ণ জলে ;"
"সুদূরে খেলিছে সিন্ধু আকাশের সাথ ;"
"দাসী-হৃদে খেলে যেন কৃষ্ণ প্রাণনাথ ;"
"পলকে পলকে উঠি শুশুক-নিচয়
"সূর্য্যে দেখি যেন পুনঃ জলে লীন হয়,"
"কৃষ্ণে সুখ-সুপ্ত যেন রুক্মিণীর মন
মুহুঃ মুহুঃ জাগি করে কৃষ্ণ দরশন।"

(৪৭)

"বাঁচিবাত-প্রতিঘাত অবহেলি বলে,
পোতকুল সিন্ধুকূল ধরিবারে চলে,"
"বিঘ্ন-বাধা লঙ্ঘি যেন কৃষ্ণ-প্রতিকূল
প্রেম-তরি বাহি দাসী কৃষ্ণে পায় কূল।"
"সুধা হেতু মন্থি সিন্ধু ঘটিল প্রমাদ"
"না পাইয়া সুধাকর কৃষ্ণ-মুখ-চাঁদ ;"
"কারে সিন্ধু দিল সুধা, কারে বা গরল,"
"রুক্মিণী পিয়িল একা সুধা সুবিমল ;"

"সিন্ধুজাত সুধাহেতু বাধে মহা দ্বন্দ্ব ,"
"কৃষ্ণচন্দ্র সুধাপানে হইনু নির্দ্বন্দ্ব ;"
"অমর হইতে সবে তুলিল অমৃত,
গরল হইয়া কারো কণ্ঠে আছে ধৃত,"
"কাম্য কর্ম্ম ফল ধরে কেবল বিষাদ,
কৃষ্ণে কাম দিয়া তাই ভুঞ্জিনু প্রসাদ।"

(৪৮)

"কি সুন্দর রামধনু নীলপীত লালে,"
"তা হতে ভ্রূধনু ভাল কৃষ্ণের কপালে ;"
"সাগর গম্ভীর কিবা করিছে নিনাদ,"
"শুনাইতে রুক্মিণীরে কৃষ্ণ-যশোবাদ ;"
"বলাহক-শ্রেণী কিবা আকাশের গায়,"
"কৃষ্ণ কণ্ঠে কুন্দহার যেন শোভা পায় ;"
"শুভ্র মেঘখণ্ডে শোভে সুনীল গগন,"
"কৃষ্ণ-দেহে দাসীদত্ত অগুরু চন্দন ;"
"চন্দ্রশুভ্র সৌধশিরে কৃষ্ণ মেঘরাশি,"
"কৃষ্ণ পদমূলে বসি যেন রুক্মা দাসী ;"
"রত্নাকর সিন্ধু কত মহারত্ন ধরে,"
"কৃষ্ণ-সুত-রত্ন যেন রুক্মিণী-উদরে,"
"মনোহর ভাবে, রুক্মে, চরাচর ভাসে,"
"মনোহরতম মোর কৃষ্ণ-সহবাসে।"

(৪৯)

"মনোহর ভোগ্য এই মানব জীবন,"
"মনোহরতম যদি কৃষ্ণে থাকে মন ;"
"মনোহর ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পরীক্ষার স্থল,"
"মনোহরতম তায় কৃষ্ণ-গুরুবল ;"
"প্রাণে কর্ম্ম, কর্ম্মে জ্ঞান, জ্ঞানে মুক্তি আনে,"
"প্রাণ-কৃষ্ণ ভিন্ন তাই রুক্মা নাহি জানে ;"
"সর্ব্বদেহে প্রাণ জানি প্রাণ-প্রেমী গলে,"
"প্রাণ-কৃষ্ণোপম রুক্মা দেখিল সকলে ;"
"অয়নের একমাত্র প্রাণ ঋজু পথ,"
"প্রাণ-কৃষ্ণ-অনুগামী রুক্মা-মনোরথ ;
শ্বাসে মন, মনে প্রাণ, প্রাণে আত্মা ধরে,"
"বিশ্বগুরু কৃষ্ণ যদি উপদেশ করে ;"
"জানা যায় সাধনায় যোগি-গুরুমুখী,"
"যোগি-কৃষ্ণ-কথা শুনি তাই হই সুখী ;"

(৫০)

"রুক্মা সম নারী আনে স্বরগ সংসারে,"
"কৃষ্ণ-স্বামি-সহযোগে কেনা তাহা পারে ?"
"লক্ষ্মীরূপা রুক্মা তুমি যাদবের ঘরে,"
"নারায়ণ ভিন্ন লক্ষ্মী অন্যে নাহি বরে ;"

"নিয়মে রাখিলে তুমি বহু যদুকুল,
প্রকৃতির বশে যেন জগৎ বিপুল" ;
"কৃষ্ণ করাইল যাই করিলাম তাই,
প্রকৃতি চেতন লভে পুরুষের ঠাঁই ;"
"শক্তিরূপে উচ্ছৃঙ্খল বাঁধিলে সংসার,"
"ভাগ্যে শক্তি তোমা হতে পাইনু উধার ;"
"পরচ্ছন্দ অনুবর্ত্তী টানিলে সকলে,
সূর্য্য যেন গ্রহগণে কেন্দ্রমুখী বলে ;"
"তব শক্তি হয়ে টানি প্রাধান্য তোমার,
আমি তো আধেয় তব, তুমি গুণাধার।"

(৫১)

"পিতৃ মাতৃ জনে তুমি তুষিলে সেবায়,"
"কর্ত্তব্য করিল দাসী প্রশংসা কি তায় ;"
"অতিথি কুটুম্ব আদি তোমা'ভাল বাসে,"
"সর্ব্ব দেবময় দেখি যে বা গৃহে আসে ;"
"অন্নপূর্ণা সম সবে তুষিলে রন্ধনে,"
"ভোক্তা দেবতার ভোগ রাঁধিনু যতনে।"
"শিশুগণ হৃষ্টমন তব সন্নিধানে,"
"আদরিনু সর্ব্বশিশু নারায়ণ-জ্ঞানে ;"
"সুগৃহিণী ঘুচাইলে সর্ব্ব অনাটন,
রাজকন্যা গৃহস্থালী শিখিলে কেমন ?"

"রমণী স্বরূপে তোষে প্রিয়জন মন,
গৃহস্থালী পাককর্ম্মে তোষে সর্ব্বজন ;"
"অসুখ সংসার এবে সুখের আকর,"
"যোগী ভোগী পতি পত্নী সুখে করে ঘর।"

(৫২) (ক)

"কাল ভাল বাসি, হাসি উপহাসি
গালি গঞ্জন সহিনু রে,
ভাগ্যে মোরে বিধি, দিল কাল নিধি
পীরিতি ধর্ম্ম জানিনু রে।
না জানি ধরম, পীরিতি মরম
জগত বুঝিল না রে,
ধর্ম্ম-প্রেমামৃত, যদি আস্বাদিত
জানিত রুক্মা-বেদনা রে ;
মনে হয় সাধ, মোর কৃষ্ণ চাঁদ
বিলাইতে ঘরে ঘরে,
দেখুক রুক্মিণী, কি সুখে সুখিনী
কিবা সুধা কৃষ্ণ ধরে।
কৃষ্ণে দিয়া প্রাণ, এতো অপমান
কেন যে সহিনু আমি,

(ক) তুক্ক।

জানাইতে চাহি, উপায় তো নাহি
সর্ব্বহিতে দিনু স্বামী।
ধর্ম্ম-সুধা-পানে, পুনঃ লভি প্রাণে
প্রেমে ধনী হ'ক্ দীন;
ধরম সলিলে, খেলুক সলীলে
সুখের পীরিতি মীন।
যোগী ভোগী দুই, খেলুক নিতুই
আনন্দে পতি পতিনীরে,
সুখের সংসার, হউক আবার,
যাচিছে রুক্মা সুখিনী রে।
ধরম পিধানে, কাম খরসানে
রাখুক কামুক ধ'রে,
যেন না দুর্জ্জন, ধরম-রক্ষণ
ছাড়িয়া আঘাতে মরে।
মৃত-সঞ্জীবনী, হৃদি স্পার্শমণি
সেই সে কামুকে ফণী,
ধর্ম্ম-মহৌষধে, কাম-ফণী বধে
কেবল থাকুক মণি।
হ'ক্ ধর্ম্মমতি, যুবক যুবতী
যোগী ভোগী বর বধূ রে,
কলসে না পশি, ফুল্ল ফুলে বসি
ভ্রমর পিয়ুক মধুরে।

(৫৩)

কি বলিলে বিধুমুখি সুমধুর বাণী
অজ্ঞান-তিমির-সুপ্তে চৈতন্যদায়িনী ;
সংসারে সুখের আশে সবে লালায়িত,
কেহ নাহি ধরে কিন্তু উপায় উচিত।
জল খেলা করে নর না জানে সাঁতার,
মন্ত্র বিনা ধরে ফণী বিষের আধার ;
না বিচারি হিতাহিত, সুখ-আহরণে
প্রমত্ত ইন্দ্রিয় ছাড়ে বিষয়ের বনে
নাহি রজ্জু বাঁধিবার, না জানে কৌশল,
পাছে পাছে পশু বশে ছুটে অবিরল,
মেষপাল মেষ লয়ে ফিরে আজীবন,
গৃহ সমাচার নাহি রাখে কদাচন।
নানা নিধি দিল বিধি প্রাপ্য যথা যার,
নিজ দোষে ভোক্তা করে অপব্যবহার।

(৫৪)

অধৃত ইন্দ্রিয়ে কাম আচরি বহুল
মধুর কলসে যেন মক্ষিকা আকুল ;
অগ্নিকুণ্ডে হবি সম ভোগ-বিবর্দ্ধন
কাম্য-ক্রয়-হেতু বৃথা উপার্জ্জে কাঞ্চন ;

কাম-বিমোহিত কেহ সুখের কারণ
বিষ-কন্যা ভুঞ্জি বিষে ভোগে আজীবন ;
নিজের আসক্তি দোষ ধরে না কখন,
"কামিনী-কাঞ্চনে" তাই দোষে অকারণ।
রজ্জুর নির্ম্মাণ-হেতু নহে উদ্বন্ধন,
কর্ত্তরিকা নহে নর-নাশের কারণ।
গৈরিক বসন ধরি ভ্রান্ত বহু জন
নিন্দিয়া সংসার ছাড়ে অপ্রতিষ্ঠ-মন।
জানে না দ্বিতীয় নাহি—কে ছাড়ে কাহারে,
যোগী ভোগী পতি পত্নী আনন্দে বিহরে।

(৫৫)

আপনে আপনি যেই আপনার ঘরে
আত্ম-কেন্দ্র ধরি সুখে সর্ব্ব কার্য্য করে,
অবিনাশী হয় লভি পরম আশ্রয়,
কিল-মূলে শস্য যথা চূর্ণ নাহি হয় ;
আত্ম-ধর্ম্ম ধরি করে আহার বিহার,
এ সংসার হয় তবে সুখের আগার ;
ধরণী রমণী এবে অধর্ম্ম তিমিরে
অসহায়া একাকিনী ভিতে অশ্রুনীরে ;
ক্ষত্রিয় রক্ষক যত ভক্ষক অধম
ধর্ম্ম নাশি প্রকৃতিরে পীড়িছে পরম ;

রুক্মিণী যেমন মম ধরণী তেমন,
দোঁহে মম সম সুখ-দুঃখের কারণ,
রুক্মিণী ধর্ম্মিণী লভি সুখী যত মন,
ততোধিক ধরা দুঃখে সহি নির্যাতন।

(৫৬)

মহাজন-পথ ধরি চলে প্রজাকুল,
আদর্শ-অভাবে ধর্ম্ম হইল নির্ম্মূল ;
অধর্ম্ম-আদর্শ ধরে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ,
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মের বাড়ে আচরণ ;
গুণ কর্ম্মে জাতি ভাল নাহি লাগে প্রাণে,
জন্মগত করিবারে চাহে অভিমানে ;
জন্মে বাঁধি জাতিকুল বংশগত করে,
উৎকর্ষ দূরের কথা কর্ম্ম পরিহরে ;
বর্ণমালা সম জাতি বাড়ায় কেবল
শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে কেবল কোন্দল ;
অশুভ পশিছে ঘরে কেহ নাহি রোধে,
ক্ষমা শূন্য পরস্পরে মাতিছে বিরোধে ;
দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়দল ইন্দ্রিয়-প্রবল,
অকারণে লড়ে যেন ছাগলের দল।

(৫৭)

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কেহ রক্ষা নাহি করে
ধর্ম্ম-রক্ষা প্রজা-রক্ষা নির্ব্বন্ধের করে ;

যত্নে আরোপিত কত জ্ঞানের ব্রততী
উৎসাহ আশ্রয় বিনা সহিছে দুর্গতি,
লুপ্ত যোগ-নিষেবণ আর্য্য-কুল-প্রথা
"যোগী ভোগী" কর্ণে বাজে যেন উপকথা!
ন্যঙ্গ জটী ঊর্দ্ধবাহু পঞ্চতপা নর,
সমাজে লভিল এবে যোগীর আদর;
যোগী নহে ক্লীব কিংবা ইন্দ্রিয়-প্রবল,
সে যে পূর্ণ সর্ব্ব কর্ম্মে সমান কুশল;
গুণ-বিবর্জ্জিত তায় সর্ব্ব গুণ ভাসে,
বিশ্ব-চরাচর যেন নির্লিপ্ত আকাশে;
একমাত্র ধর্ম্ম যোগ, ত্যজিয়া বর্ব্বর
নাহি জানে "যোগী ভোগী সুখে করে ঘর"।

(৫৮)

বিধুমুখি জাগাইলে দিয়া উপদেশ
যোগী ভোগী প্রজাকুলে পুরাইব দেশ;
ধর্ম্মের রাজত্ব পুনঃ স্থাপিব বিমল
ধর্ম্মে প্লাবি নির্ব্বাপিব পাপতাপানল;
প্রজা হবে যোগী ভোগী, রাজা যোগেশ্বর,
সর্ব্ব কর্ম্মে সম পটু হবে শ্রেষ্ঠ নর;
ধর্ম্মে ধরি কার্য্য করি নাহি লাগে মল,
অনলে যা ধরে তাহা পুড়িয়া অনল;

নরপতি হবে সম দেশ-ধর্ম্ম-পাল
অন্তরে ধরিবে ধর্ম্ম, হস্তে করবাল ;
বিস্তারি কৌশল কিংবা জ্বালি যুদ্ধানল
দহিব অধর্ম্ম-পুষ্ট ক্ষত্রিয়ের বল।
ধর্ম্ম-ছত্রীকৃত ধরা হইবে আবার,
"যোগী ভোগী" সত্য হবে বচন তোমার।

(৫৯)

শুভ ক্ষণে সুপ্তসিংহ জাগিল, সুন্দরি,
প্রবর্ত্তক বাক্য তব দিল চেতাইয়া ;
স্মরি ধর্ম্মে মম চির সহায় প্রবল
মূর্ত্তিমতী ধর্ম্মনীতি স্মরিয়া রুক্মিণী
ঝাঁপিব নির্ভয়ে একা কর্ত্তব্য সাগরে ;
অধর্ম্ম-প্লাবন-নীত ধরম রতনে
উদ্ধারিয়া পুনঃ পরাইব সুখে
ধরণী-ললাটে, সীমন্তিনী শিরে যেন
সিঁথী—দীপ্ত সূর্য্যকান্তে কৃত-মধ্যমণি ;
ধর্ম্ম-চিরশত্রু পাপী ক্ষত্রিয় নিকরে
করাইব প্রায়শ্চিত্ত যুদ্ধে বা কৌশলে,
পাপ নাশি ধর্ম্মামৃতে করিব অমর ;
টলাইব একা নভঃ নক্ষত্র ভূধর
রুধিব সৃষ্টির নীতি, শুষিব সাগর।

(৬০)

ভ্রমিব তোমায় ছাড়ি কিছু কাল তরে
ভূধর কান্তার কিংবা সুদূর নগরে,
গহন কাননে কিংবা সাগরে গহ্বরে,
তপ্ত মরুভূমে কিংবা হিমাদ্রি-শিখরে,
আহারিয়া পত্রপয়ঃ কিংবা অনশনে,
ভিক্ষুকের বেশে কিংবা রাজ পরিচ্ছদে,
সুখময় যানযোগে কিংবা পদব্রজে
কর্ত্তব্যের শুভ যোগে ধ্রুব লক্ষ্য করি।
একাগ্রে সাধিনু যোগ যথা গুরুগৃহে,
কর্ত্তব্য সাধিব মম তেমতি একাগ্রে ;
স্বয়ংবর নিমন্ত্রণে বহু সমাগমে
পাঞ্চাল নগরে আজি যাইব, রুক্মিণি,
সমব্যথী রাজা কোন ধরিয়া সুন্দরি,
পাতিব কর্ত্তব্য সূত্র তারে কেন্দ্র করি।

(৬১)

আঁধারে আলোক তুমি ; বিস্মৃতি-আবৃত
চিত্তে মম জ্বালাইলে কর্ত্তব্যের জ্যোতিঃ,
নিয়োজিলে মোরে ধর্ম্ম-সুধা-আহরণে
দুর্ব্বৃত্ত দানব সম ক্ষত্রসিন্ধু মন্থি

পালিব অনুজ্ঞা তব, ধর্ম্মরাজ্য-রাণি ;
থাকিতে শোণিত বিন্দু কৃষ্ণের শরীরে
কার সাধ্য রোধে তব ধর্ম্মের নিদেশ ?
ইচ্ছাময়ি, "অনিচ্ছার ইচ্ছা" সুবিমল
অনিচ্ছায় ইঙ্গিতিয়া জাগাইলে হৃদে ;
ধরিল সুফল যেন ইচ্ছিবার আগে ;
নিষ্কাম ধরম-রাজ্যে নেত্রী তুমি নীতি,
প্রচারক বন্দী যত গাইবে মহিমা
সাধক হৃদয়ে তব দূর দেশান্তরে,
যোগী ভোগী পতি পত্নী পূজিবে অন্তরে।

(৬২)

আশীস্ মম, পতি যদি আশীর্ব্বাদ করে,
পতি হৃদে থাক সুখে পতি-সোহাগিনী,
সতী-কুল-শিরোমণি বিধি-চিন্তাতীতা
তুমি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-স্বরূপিণী,
কৃষ্ণ-কায়-মনোনেত্র-আনন্দ-দায়িনী ;
বারেক বিদায় দেহ প্রফুল্ল অন্তরে
জীবনের সহচরি ; মম প্রতিবিম্ব
সুত বিনোদিবে চিত্ত অদীর্ঘ বিরহে।
ক্ষণ ভাবি পতিপ্রাণা অম্লান বদনে
কর্ত্তব্য-গরিমা স্মরি পতিপ্রীতি-পীতা

বিদায়িল পতি ; মুক্তাসম অশ্রুবিন্দু
উদিয়া অমনি পুনঃ মিলিল নয়নে,
নিশার নীহার যেন নলিনী-উদরে ;
বিশ্বময় কৃষ্ণে স্মরি—বিরহ সংবরে।

ষষ্ঠ সর্গ।

(১)

একাকিনী বিষাদিনী সাগর প্রাসাদে
কাটাইছে কাল আজি রুক্মিণী সুমুখী
ম্লান-পল্লীলতা পতি-বিরহ-নিদাঘে ;
অবদ্ধ চিকুর-রাশি উড়িছে সমীরে—
অলক খসিয়া পড়ে চন্দ্রনিভাননে—
অযত্নমার্জ্জিত এবে—অনিবিষ্টমনা
শৃঙ্গার যতনে—বিমল চরণদ্বয়
অরঞ্জিত অলক্তক রাগে, কোকনদ
নিহত-সুকান্তি যেন শিশির-আগমে।
পতিবদ্ধ প্রাণ এবে সুদূর প্রদেশে
বাতনীত ধ্বজ সম পতি-অনুগামী ;
দিবারাত্রি সেবি যারে, তৃপ্তি-সুখ রুক্মা
না মানিত মনে, আজি রুক্মার বিহনে
কত ক্লেশ সহিছে সে ভোজন শয়নে।

(২)

কৃষ্ণের পাদুকা মাজি ধরিছে হৃদয়ে,
পতি-শিরস্ত্রাণ কভু আঘ্রাণিছে সুখে,
পতি-বেশ-ভূষা যত্নে সাজাইছে কভু,
পতি-শয্যা সাজাইয়া রাখিছে যতনে,
প্রক্ষালিছে পূজা-স্থান অতি পূত ভাবে,
চেলাজিন কুশ তুলি পাতিছে আবার,
সুবাস কুসুম তুলি, মনোহর গুচ্ছ
বাঁধি রাখিছে কৃষ্ণের বিশ্রাম আগারে,
প্রয়াসে রগড়ি পাত্রে ধরিছে অগুরু ;
ধূপ ধুনা গন্ধ জ্বালি দীপিছে আগার,
পতি-দেবতার মূর্ত্তি নিত্য পূজিবারে
আয়োজন করে রুক্মা-পতিনী-পূজারি।
কভু বা আসার-ধারা ঝরি শ্রদ্ধাভরে,
হৃদয়-নিহিত কৃষ্ণে অভিষেক করে।

(৩)

ভাবনা কুসুম কভু পাতে পতি-পদে ;
"আজি নাথ দূর পথে কণ্টক কঙ্কর
কোমল চরণে তব বাজিছে দারুণ,
বিষম লাগিছে ব্যথা রুক্মার পরাণে,

—ইচ্ছে দাসী বক্ষঃস্থল পাতে তব পথে,
ধীরে তুমি চলি যাও হৃদিফুলস্তরে।
দাসীর উরস এবে পাদুকা ওপদে,
কেমনে ধরিছ তায় চরম (ক) কঠিন ?
অন্তরে ধরিনু তব সুখ সিংহাসন,
কোথায় বসিছ এবে মৃত্তিকা প্রস্তরে ?
আবিবাহ উরুপরে রাখি তব শির
স্বহস্তে ব্যজিয়া রুক্মা সুপ্তি-সেবা করে ;
আজি সে কেমনে তুমি অশ্ম-উপধানে,
শির রাখি যাবে নিদ্রা বিনা সঞ্চালনে ?'

(৪)

সম্মুখে শরত সিন্ধু প্রশান্ত গম্ভীর,
উপরে বিস্তৃত স্বচ্ছ সুনীল আকাশ
আবরণ খুলি যেন দিল দেখাইয়া
বিরহ-ভাস্কর-ক্ষুণ্ণ পতির মূরতি
ভীম কান্ত শত্রুহেয় মিত্র-উপাদেয়
যুগপৎ, দুঃখ-প্রীতি জাগাইয়া মনে।
শরীরের সুখপুষ্টি স্মরাইল শালে,
ভ্রুগত মণ্ডল জ্যোতিঃ দেখিল ময়ূরে,

(ক) চর্ম্ম পাদুকা।

নয়ন-তারল্য রম্য চকিত তড়িতে।
অলিন্দে বসিয়া বালা দেখিল চৌদিকে
কৃষ্ণ যেন বিরাজিছে স্থাবর জঙ্গমে
রুক্মিণীর মনোব্যথা বিনোদন হেতু।
প্রথম বিরহ বড় বিঁধিল প্রবল,
পতির মঙ্গল ভাবি সহিল সকল।

(৫)

ক্ষণ পরে দেখি সুপ্ত সুত বিনোদন
স্নেহে উঠাইয়া হৃদে আদরিল তারে ;
আহা কি সুন্দর ছবি পিতৃ-প্রতিমূর্ত্তি
উদ্ভাসিল জননীর উদর-আদর্শে।
কৃষ্ণ-অনুরূপ শিশু কৃষ্ণগুণধর,
নয়ন-অঞ্জন মোর হৃদয়-রঞ্জন ;
চির সুখী হও তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে :
সর্ব্বকার্য্যে হও পিতৃ-সহায় প্রবল ;
পিতা হতে হও তুমি বহু ভাগ্যবান্ ;
যদুকুল-গুরুভার আশু ধরি শিরে
বানপ্রস্থে রাখ সুখে স্বজন সকলে—
পিতামহ পিতামহী জনক জননী ;
শশি-শুভ্র সুবিমল তব যশোভাতি
সমভাবে প্রশংসুক বন্ধু কি অরাতি।

(৬)

উদ্বেলিয়া হৃদিসিন্ধু অশ্রুজল রাশি
স্নেহমিশ্র তরঙ্গিল শিশু বক্ষঃস্থলে ;
হেনকালে আসি তথা সদানন্দময়ী
দুহাতে চাপিল আঁখি রেবতী সুন্দরী
থাকিয়া পশ্চাতে ; বদন-চন্দ্রমা তার
পরশিল রুক্মা-মুখচাঁদে মনোহর,
যেন কিবা চাঁদে চাঁদ চুমিছে আকাশে।
উষ্ণ অশ্রু পরশিয়া চমকি সহসা
সংবরি অমনি সতী সহ-অনুভূতি
নিজ, রুক্মিণীর গলদেশ বাঁধি নিজ
ভূজে, মুছাইল আঁখি তার ; বিধুমুখে
দিল চুম্বরাশি ; বিনোদিল উপহাসে,—
"দারুণ বিরহে তব ব্যথিয়া প্রবাসে
আসিলে রাখিবে কৃষ্ণে বাঁধি ভুজপাশে।

শোভে কি রুক্মিণী আজি সিঁথী-মধ্যমণি
কৃষ্ণ বিনা শিরে ?
মধুগন্ধ-হারা বাতাহতা কমলিনী
মগ্না এবে নীরে।
কৃষ্ণ বিনা ঘরে, শুষ্ক সরোবরে
আকুল যেমন মীন,

মানস বিরস ধরিছে অলস
তনু যেন চিত্তহীন ;
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণনাম কহে শুনে জপে
বহু অনুরাগে ;
কৃষ্ণে করি ধ্যান লভে নিরবাণ,
জাগাইলে তবে জাগে ;
কি জানি কি ব্যাধি আনিছে সমাধি
শুদ্ধ নাথ-চিন্তা-নীরে,
কোথায় বা ছিল অজ্ঞাতে দংশিল
কৃষ্ণভোগী রুক্মিণীরে ;
এসো এসো ধরি, উঠা বসা করি
নাহি দিব হ'তে স্থির,
য'দিন ভুজঙ্গ চুমি ক্ষত অঙ্গ
বিষ না করে বাহির !

(৭)

ঈষৎ হাসিল রুক্মা—ওষ্ঠাধর-প্রান্তে
মিলাইল অলক্ষিতে হাসি-লজ্জা-রেখা—
উদ্গীরি জলদ কোণে মিলাইল যেন
চপলার ক্ষীণপ্রভা ;—প্রভঞ্জন-অন্তে
লভিল প্রকৃতি পুনঃ আপন প্রশান্তি.
বিক্ষোভণ ছাড়ি পুনঃ ঘুমাইল সিন্ধু

আপন হৃদয়ে। আদরিয়া রেবতীরে
বসাইল পাশে, তুষি মধুর সম্ভাষে,
হাসি সুধাইলা সতী—"আজি অসময়ে
কি হেতু উদিল শশী দাসীর আগারে,—
—আঁধারে আছিনু বসি কালশশী বিনা—
আইলা কি লক্ষ্মী মোর ভাগ্য প্রসাদনে ?"
কহিল রেবতী—"বিলাইবে কৃষ্ণধন
শুনি দ্বারে উপস্থিত প্রার্থী অগণন।"

(৮)

"অমনি পশিল আসি যদুকুল বধূ
রুক্মিণীর যাতৃগণ ; কতক্ষণ পরে
আইলা দেবকী মাতা বধূ দরশনে ;
সসংভ্রমে উঠি রুক্মা প্রণমিল পদে,
পদরজঃ শিরোভালে ধরিল উরসে।
সমাদরে বসাইল সুখশুদ্ধাসনে ;
ক্রোড়ে বসাইয়া মাতা লক্ষ চুম্ব দিল
রুক্মার বদনে, আদরে ঘ্রাণিল শির।
আনন্দ-অশ্রুর জলে ভাসাইল বধূ,
ভাসিল আপনি। যতনে আনিয়া সুতে
রুক্মিণী সুন্দরী দিল শ্বশ্রূকোলে তুলি।
চিরদুঃখ-অন্ধকারে অভ্যস্তা জননী

নপ্তৃ-স্পর্শমণি ধরি হাসিল আবার
উষায় পূর্ব্বাশা যেন ত্যজি অন্ধকার।

(৯)

কহে মাতা "ছিনু দুঃখে অন্ধ কারাগারে
সপ্তশিশু-নাশশোকে মুমূর্ষুর প্রায়,
—না মরিনু প্রাক্তনের দুঃখভোগহেতু—
কৃষ্ণাকাশে রুক্মা-শশী দেখিবার তরে—
ধরিনু অষ্টম গর্ব্বে জগতের জ্যোতিঃ
—প্রলয়পয়োধি-জলে বেদত্রয়ে মীন
ধরিল যেমন—পুরুষ-উত্তম কৃষ্ণে ;
বহু কষ্টে বাচাইনু তারে, সমর্পিয়া
পুণ্যযশা যশোদার করে, দিয়া সুত
সুতা-বিনিময়ে ; হইল কি মহাপাপ—
নাশিল নির্দ্দয় কংস মম সুতা জানি—
আমি না জানিনু কিছু ; আছিনু অজ্ঞান
অশেষ যাতনা সহি ; তাই বুঝি বিধি
দুঃখশেষে দিল মোরে কৃষ্ণ হেন নিধি।

(১০)

সাজাইতে নীলমণি নির্ম্মল কাঞ্চনে
বাঞ্ছিনু অন্তরে—শুনিল কামনা বিধি,
তোমা হেন ভাই মোরে দিল পুত্রবধূ—
বাঞ্ছিলাম সীতা আদর্শ রমণী জানি,

পাইলাম ততোধিক—ধন্য ভাগ্য মোর—
মানবী যাচিতে বিধি—দিল মোরে দেবী ;
ধাতুময়ী মূর্ত্তি সীতা রাম-সিন্ধুজলে
ডুবিয়াও না গলিল তায়, আত্মসত্তা
রাখিল অটুট—রাম-রত্নাকরমগ্ন
রতন-উদ্ধারি-করে সীতামূর্ত্তি বাজে ;
পতি-ইচ্ছা-ইচ্ছাময়ী, পতিপ্রীতি-প্রীতা
নহে সর্ব্বক্ষণ সতী,—ইচ্ছা-বলবতী
আত্মনাশে ইচ্ছাপাপে নাশিতে না পারি
দুঃখময়ী রামলীলা ঘটাইল নারী।

(১১)

চিনির পুতলী দেবী রুক্মিণী আমার
বায়ুনীত কৃষ্ণনাম-সুধারসে গলি
আপনি মিশিল আসি কৃষ্ণপারাবারে—
পিত্রালয় ত্যজি গঙ্গা সাগরবাহিনী ;
লবণাক্ত করে নদী সাগরের জল
ধরণী নিহিত ক্ষার ধরিয়া স্বভাবে,
নির্গুণা রুক্মিণী মম—বাষ্পঘন বারি—
পুষ্ট করে কৃষ্ণসিন্ধু স্বভাব ত্যজিয়া,
রুক্মামর নহে কৃষ্ণ, কৃষ্ণময়ী রুক্মা
পতি-প্রতিমূর্ত্তি-আগে দিল আত্মবলি ;

নির্বাণ-কারণ মোর প্রকৃতি সুন্দরী
অন্তর্মুখী প্রবেশিল পুরুষ-অন্তরে
"আমি মম" বাহিরের লীলা পরিহরি,
আপনে অভাব করি প্রগটিল হরি।

(১২)

সকলে কলঙ্ক দেখি ; রুক্মিণী আমার
অকলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ ;—না দেখিনু
রুক্মে তব সমা—জগতে অতুলা তুমি ;
এত যে যতন করি রাখিনু হৃদয়ে
পতিদত্ত নারীধন—বার্দ্ধক্য-সম্বল—
কৃষ্ণ নীলমণি মম—সে কেবল তোমা
তরে, দিনু আজি হৃদয়-সিন্ধুক ভাঙ্গি
সুচারু সীমন্তে তব—যেমন সিন্দূর—
ধর শিরে পতিপ্রাণা চির এয়ো হয়ে ;
সর্ব্বস্ব রতন মম দিনু তব করে—
ফণিনী মাণিক যেন দেব তরুমূলে—
অর্পে মরিবার আগে—তেমতি অর্পিনু
আমি—রাখিও যতনে, করিয়া ধারণ,
সরতনা অন্তে মোরে দিও দরশন।

(১৩)

এতক্ষণ বসি রুক্মা শ্বশ্রূপদমূলে
পদ-নখরাজি তাঁর মাজিল অঞ্চলে,

নিজ পরিবাদ শুনি অধোমুখী লাজে ;
নন্দনের কথা তুলি আনন্দ-বৰ্দ্ধিনী
আকর্ষিল শ্বশ্রূচিত্ত বিষয়-অন্তরে।
কৃষ্ণ সম দেখি শিশু শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী
ভাসিল আনন্দে, চুমিয়া বদনে কত
করিল আদর। দুঃখ-হর্ষে কহে মাতা
"কে জানিত ভাগ্যে মোর আছে এত সুখ—
নপ্তৃ মুখ-দরশন—স্বর্গসুখাধিক—
এই ছিনু কারাগারে জনম দুঃখিনী,
সুখের সাগরে এই ভাসিনু আবার—
এই হাসি এই কাঁদি করমের ফলে ;
"আমি"—নাশে কর্ম্মনাশ শুনি রুক্মা বলে

(১৪)

"কহ মাতঃ কহ শুনি, আঁখিতারা মম
রুক্মে তুমি, ভাষা তব অমৃত-স্যন্দিনী
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সম-প্রদায়িনী
যদুকুল-সংবৰ্দ্ধিনী সরস্বতী তুমি—
শুনিবারে ইচ্ছা মম বিষ্ণু-কথামৃত—
কেমনে ধরিল বিষ্ণু অনন্ত আকার
—বহু মূর্ত্তি দেখি তাঁর বহু অবতার—
কেমনে ক্ষরিল রূপে অরূপ অক্ষর—

কৃষ্ণ-উপদেশ হতে তব মুখে গল্প
শুনি ভাল।” সবিনয়ে কহিল রুক্মিণী
“যাহা কিছু কহি আমি, কহি কৃষ্ণ কথা—
তব সুতমুখে সদা জ্ঞানামৃত লভি।
অনন্ত জ্ঞানের কৃষ্ণ উৎস্ অনিবার,
সূত্র সম ক্ষীণ ধারা বহি আমি তার।

(১৫)

স্বশ্বাসে শুষিয়া চিত্র বিশ্ব চরাচর
আপন শরীরে সুখে আপনার মনে
আপনি আছিল বিষ্ণু আপনার ধ্যানে;
এ সব না ছিল কিছু স্থূল সূক্ষ্ম রূপ—
চিন্তামণি শুদ্ধ বিষ্ণু আপনে প্রসারি—
ছিল অবকাশ শূন্য—অধৃত আধার—
চিন্তাতীত—মনোবাক্ পরাহত দূরে।
কে জানে কেমন স্থিতি—ছিল কতকাল,
—দেশ কাল সেথা কিছু না হয় প্রয়োগ—
ইন্দ্রিয়ের অবিষয়—ভাব অগোচর।
যে জানে সে বলিতে না পারে যেন মূক।
অগ্লানি ধরম এই বীজে বট ধরি—
নিজ সনাতন ভাবে বিষ্ণু আত্ম-জনি
“বহু হব” ইচ্ছা গ্লানি করিলা আপনি।

(১৬)

অমনি একাংশ (ক) তাঁর ইচ্ছা-অপসৃত
জৃম্ভিল অব্যক্ত কিছু—প্রকৃতি—আকাশ (খ),
অনিচ্ছার ইচ্ছা তায় বর্ত্তিল প্রবল—
ঊর্দ্ধ, অধঃ, ইতস্ততঃ প্রসারিল গতি
সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ, নামে জগতে বিখ্যাত,
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বাত যেন মানব শরীরে।
আত্মা, চৈতন্য, প্রাণ, শক্তি, ইচ্ছা যে নামে
বা কহ—আশ্রয় সহ-আধার আধেয়
যুগপৎ—একাধারে অচ্যুতের চ্যুতি—
ধরি এক অংশ তাঁর, জরায়ু-ভিতরে
যেন উল্ব ভ্রূণ যুগপৎ প্রকাশিল—
গতি-অণু, অগ্নীন্ধন, বর্ণ-বিসর্গের
সমান-জননী—খ্যাতা প্রকৃতি সমায়া
অবতীর্ণা পুরুষের ইচ্ছামায়ী ছায়া।

(১৭)

গতিগুণে ঘনীভূত প্রকাশিল নভঃ
ঘটিল আবর্ত্ত তায় বহু কেন্দ্র ধরি ;

(ক) ঈশ বা ঈশ্বর (গ্রন্থকারের ঈশোপনিষদ্ দেখুন)।

(খ) কাল এবং ব্যাপ্তি একীভূত।

অব্যক্ত হইল ব্যক্ত ; ব্রহ্ম কেন্দ্র ক্রমে
কেন্দ্রীভূত একে, গঠিল প্রকাণ্ড দেহ—
গতি-অভিভবে ভাঙ্গি তাহা বহু পিণ্ড
ধরে, সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ কত শত ;
অভিভব-সাম্যে ক্রমে পিণ্ড দলে দলে
বাঁধিয়া মণ্ডল, পরস্পরে ধরি বলে
ভ্রমে অবিরল, প্রবলে করিয়া কেন্দ্র—
ভাসিল ক্রমশঃ বহু সূরয-মণ্ডল ;
তা সবার মাঝে পিণ্ড সূর্য্যে কেন্দ্র করি
আবর্ত্তিল পৃথ্বী—ইচ্ছাতেজোজ্বালে ছিল
অনল তরল আগে—কত অংশ তার
উড়িল চৌদিকে সূক্ষ্ম বাষ্পের আকারে।

(১৮)

তেজোনাশে জল রূপে বর্ষিল ধরায়
পুনঃ ; জল বিমণ্ডিত হইল ধরণী ;
কল্পারম্ভে সিন্ধুজলে ডুবিল মেদিনী ;
সূক্ষ্ম উল্ব স্থূল রূপে নামিল চরমে ;
উল্বগত বিষ্ণু-ইচ্ছা—জগত-চৈতন্য—
কেন্দ্রীভূত জীবকুলে ভাবী অহঙ্কর্ত্তা—
নামিল তেমতি স্থূলে—উল্ব-অনুগামী ;—
চৈতন্য হইল বুদ্ধি নীচে অবতরি

বুদ্ধি অহঙ্কার ;. মনঃ সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়
পঞ্চ উপজিল তায় ; রহিল চৈতন্যে
গুপ্ত প্রকাশ অভাবে ; ইন্দ্রিয়-সোদর
উদিয়া তন্মাত্রা পঞ্চ রহিল বিলীন,—
ভূত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সহ উল্লাধারে
যত দিন চৈতন্য না ভিন্ন দেহ ধরে।

(১৯)

স্তম্ভিল ইচ্ছার বেগ এত দূরে আসি,
ইচ্ছার উদ্দেশে পুনঃ ফিরিল আপনি,
প্রক্ষিপ্ত গোলক যেন ক্ষিপ্ত যেথা হতে।
চৈতন্য ফিরিছে এবে চৈতন্য-আধারে
নানা দেহ কেন্দ্র ধরি—ক্রম বিবর্ত্তনে
দ্রুত বেগে কাল স্রোত সহ ; লীলাভূমি
ধরা পূর্ণ করি কালে জীব-বিবর্ত্তন
আপনি পশিবে শেষে অনন্ত আধারে ;
আবৃত্তি-নিবৃত্তি যার হবে, সে যাইবে
বিষ্ণুর অপর অংশে—নিত্যসুখধামে ;
অমুক্ত যে রবে নিজ করমের ফলে
আবর্ত্তিবে বারংবার, কল্প-অন্তে শেষে
পৃথ্বী সহ পুরুষের একাংশে পশিয়া
কল্পারম্ভে ধরা সহ—আসিবে ফিরিয়া।

(২০)

উল্বাবৃত ঊর্দ্ধগামী চৈতন্য এখন
উল্ব ভেদি আরোহণে হইল প্রয়াসী ;
জল মাঝে জনমিল শৈবালের সহ
প্রথম জীবাণুচয়—একছিদ্র দেহ—
বহুছিদ্র দেহ পরে—কালক্রমে মীন—
বর্ত্তিবর্ত্ত-অস্থি-দেহ (ক),—মেরুদণ্ডমাঝে
সুষুম্না, পিঙ্গলা, ইড়া, বেদত্রয়রূপে
স্নায়ু বেদ মূল ধরি অতি সূক্ষ্ম ভাবে ;—
ধরিল চৈতন্য-বেদ মীন দেহে হরি ;
নানাবিধ জলচর ঝসা-বংশভূষা
উদিল সাগরে পরম উৎকর্ষ লভি—
তিমির মকর ; কিছু কাল মীনরাজ্য
বিরাজিল ভবে ; হরি স্ববোধবিহারী
কৌতুকে করিল খেলা মীনদেহধারী।

(২১)

মাঝে মাঝে ধরাদেহে সঙ্কুচিল অণু
আকর্ষিয়া অণুরাশি অন্য স্থান হতে
কেন্দ্রীকৃত বলে ; উপজিল ছেদ তায় ;—
উদ্গারিল অন্তর্ধৃত অনল তরল

(ক) Vertibrate.

বহুবিধ ধাতুদ্রব সহ, প্রসারণ
সঙ্কোচন ঘটাইল বহু, প্রতিকূল
গুণ-অভিভবে ;—উদিল পর্ব্বত কোথা,
কোথা বা গহ্বর গাঢ়—মানব-শরীরে
বসন্ত ব্যামোহে যথা মসৃণতা নাশে—
গহ্বরে পশিল জল ; সিন্ধু দিল স্থল—
ভবিষ্যৎ ভূচরের ভাবী বাসভূমি।
জনমিল পুষ্টদেহ গুল্ম তরু লতা
যোগাইতে যেন ভাবী আহার আশ্রয়—
প্রসবের আগে স্তনে যথা ক্ষীরোদয়।

(২২)

গঠিল প্রকৃতি ক্রমে সরীসৃপকুলে
জলস্থলচারী—চরম উৎকর্ষধারী
মৎস্য বংশ হতে ; কুম্ভীর-গোধিকা-কূর্ম্মে
পুরিল ধরণী—নানাবিধ নানা দেহ ;—
কেহ বা বর্ত্তুল ক্ষুদ্র কটাহ আকার,
বৃহৎ ভাসিল কেহ ভীম পোতোপম ;
কেহ দীর্ঘ দেহ—হস্তের প্রমাণ হতে
যোজন বিস্তৃত দীর্ঘ—চতুষ্পদ—তীরে
থাকি তুঙ্গ-তরু-পত্র উথাড়ে জিহ্বায়
বাড়াইয়া গলদেশ জিরাফ সদৃশ ;

কেহ স্থূল দীর্ঘ সর্পোপম কুণ্ডলিয়া
দেহ—মধ্যে রাখি শিরঃ, তাপে রবিকরে ;
জলে স্থলে সরীসৃপ উড্ডীন আকাশে
কূর্ম্মে অবতীর্ণ হরি খেলিল উল্লাসে।

(২৩)

শূকর সদৃশ জীব বিবর্ত্তিল পরে
ক্রমশঃ উৎকর্ষধারী কূর্ম্মবংশ হতে ;
নানাবিধ চতুষ্পাদে ছাইল মেদিনী ;
কেহ নখী, কেহ শৃঙ্গী, কেহ দন্তী, কেহ
হিংস্র, আমমাংস খায়, কেহ বা উদ্ভিজ্জ,
গর্ভে ধরি প্রসবিয়া স্তন্যে পালে শিশু।
কেহ ক্ষুদ্র মুষিকের সম, নগোপম
প্রকাণ্ড দ্বিরদ কেহ—অস্থি এবে যার
সুমেরু কুমেরু দেশে মিলিছে খননে।
পর্ব্বতে সাগরে বৃক্ষে চতুষ্পাদ কুল
যুঝিল স্বদলে কিংবা সরীসৃপ সহ
জীবন-সংগ্রামে সুখ-উৎকর্ষের তরে।
নিত্য নিরঞ্জন হরি আপনা-বিহারী
বরাহ বিগ্রহ ধরি ছিল কামচারী।

(২৪)

ক্রমশঃ সম্মুখপদ চতুষ্পাদ কুলে
পরিবর্ত্তি কালে, লভে হস্তে পরিণতি,—

চতুষ্পাদে দুই হস্ত দুই পদ ধরে—
তির্য্যক্ শরীর যষ্টি হইল উন্নত—
মস্তক উঠিল ঊর্দ্ধে ; খেলিল মস্তিষ্ক ;
ঊর্দ্ধগামী সত্বগুণ স্ফুরিল আভাসে ;
নিজ জনে বাঁধি দল নিবসতি করে ;
আদরে করিয়া কোলে যত্নে পালে শিশু ;
পরস্পর পরস্পরে অনুভূতি করে ;
মনোবৃত্তি স্ফুরে কত মানুষ সদৃশ ;
দরশনে ভ্রম হয় পশু কিংবা নর
পশু-নর-মধ্যবর্ত্তী বিখ্যাত বানর ;
নৃসিংহ-মানুষ-পশু-দেহে অবতরি
কৌতুকে ধরণীতলে বিহরিল হরি।

(২৫)

নৃসিংহ ক্রমশঃ কালে নরে পরিণত
এখনো অপূর্ণ বহু—মানুষে বামন ;
আপনি বামন দেহ ধরিল কেশব।
অচ্যুত চৈতন্য নিজে ইচ্ছারূপে চ্যুতি
হইল প্রকৃতি মূলা ত্রিগুণ-ধরমা—
আধার আধেয় দুই ধরি একাধারে—
শিশু ধরি উল্ব যেন জরায়ু ভিতরে।
প্রকৃতির পরিণতি বুদ্ধি সুমহতী—

বুদ্ধি হতে অহঙ্কার—মানস পরম
ইন্দ্রিয়ের গণ উদে অহঙ্কার হতে—
জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ পঞ্চ তন্মাত্রা উদিল—
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ভোগ্য রূপে—
পঞ্চভূত জাগে ক্রমে মাত্রা-ঘনাকার,
ভোক্তা রূপে উদে ক্রমে নর-অবতার।

(২৬)

প্রকাশিল মীনকূর্ম্মে বুদ্ধি-অহঙ্কার
আভাসে—বরাহ নৃসিংহে মনঃ-ইন্দ্রিয়
লভিল বিশেষ স্ফূর্ত্তি—মানবে সকল
স্ফুরিয়া ধাইছে বেগে উৎকর্ষের পথে।
বামন ক্রমশঃ পূর্ণ হইল মানব ;
উৎকর্ষ সাধিতে নর নানা কার্য্য করে ;—
জীবন সংগ্রামে কৃষি বলাধান হেতু—
বল লভি হয় রাজা, উচ্ছৃঙ্খলে শাসি
করে কর্ত্তব্যের পথ,—উৎকর্ষিতে বিষ্ণু
দুই রামরূপ ধরি—পশুবল নাশি
একে—অন্যে ধরি রাজ্য স্থাপিল কর্ত্তব্য।
শিল্প-জ্ঞান-ধরমের সময় আইল
এবে,—আদর্শের শীঘ্র হবে অবতার
এ বিষম সন্ধিস্থলে করিতে উদ্ধার।

(২৭)

উৎকর্ষ মানুষ এবে লভিবে চরম—
আরোহিবে উন্নতির উচ্চতম শিরে—
জন্ম-জরা-ব্যাধিময় বিষ্ণুর একাংশ
উতরিয়া সুখে তাঁর পশিবে অন্যাংশে—
চিরশান্তি-সুখপূর্ণ নিবৃত্তির ধামে ;—
যথা বাহিরিল তথা পশিবে কারণে
বাষ্পনীত জলকণা অথবা বুদ্বুদ্
গলিয়া প্রবেশে যথা জলধি মাঝারে।
উদিবে আদর্শ আশু—অদ্বিতীয় সর্ব্ব
কালে সর্ব্বদেশে সমভাবে বিশ্বগুরু—
উদ্ধারিবে সর্ব্বজনে সম কৃপা করি
কর্ম্ম-উপদেশ দিয়া—পাপী পুণ্যবান্
হবে আত্মবান্—অন্তে লভিবে নির্ব্বাণ—
কর্ম্ম যে করিবে নিত্য ভক্তি-শ্রদ্ধাবান্।

(২৮)

অবিশ্বাসী অবশিষ্ট থাকিবে অকর্ম্মী
বহুজ্ঞান 'একে আনি ভাবিতে অক্ষম—
আত্মীয়ে অপর জানি ছাড়িয়া হেলায়
হৃদিস্থিতে দূরস্থিত ভাবি যাবে দূরে,

নাভিগন্ধ না জানিয়া মৃগ যথা ছুটে
গন্ধ-অন্বেষণে। দাস ভাবে নারীভাবে
ভাবিয়া বাহিরে সদা—ইন্দ্রিয়দাসত্ব
ঈশ্বরবিরহ কভু নাহি নিঃশেষিবে—
বাড়িবে সেবায় আরো—অনল ইন্ধনে
কিংবা ঘৃতনিষেচনে—আবৃত্তি-যাতনা
সহিবে প্রবল—উঠিয়া পড়িবে পুনঃ—
অনন্ত তরঙ্গাবলি কালের সাগরে।
বহুস্থানে শ্রদ্ধাহীন ইন্দ্রিয়ের দাস,
মলকূপে কীটসম অপেক্ষিবে নাশ।

(২৯)

প্রার্থনার আগে দুঃখ তাহাদের জানি
—অজ্ঞানা আবোপে তায় হিংসা প্রতিশোধ—
কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবতরি বিষ্ণু জীবহিতে
উপায় করিবে বহু আনিবারে পথে।
মহাজন জনমিবে দেশে দেশে বহু ;
—চীনে—ইউরোপে—হবে বিখ্যাত দুজনে ;
তা সবার মাঝে হবে সর্ব্বশিরোমণি
—পর্ব্বতের মাঝে যেন উচ্চ হিমালয়—
পশুবধবিধি-বিদ্ধ-অহিংসা পরম—
শুদ্ধোদন-মায়াদেবী সুত সর্ব্বদুঃখে

দুঃখী অতি দয়ার সাগর—রাজপুত্র ;—
প্রব্রজিবে পত্নী পুত্র রাজ্যসুখ ছাড়ি ;
জন্ম-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-দুঃখ-দোষ-ত্রাণ
কর্ম্ম-উপদেশে পুনঃ দিবে নিরবাণ।

(৩০)

দুঃখ দয়া-দুর্ব্বলিত—রুধিতে না পারি
দূর প্রবাহিত যুবা ধরম-সাগরে
বিক্ষুভিত-প্রাণ চিত্তবেগ প্রভঞ্জনে
পরা ব্রাহ্মী নিষ্ঠা নাহি ঘোষিবে সম্যক্ ;
ভব দুঃখ নিঃস্রাবিত অশ্রুবদ্ধ-আঁখি
করতলে পাইয়াও ধর্ম্ম-কল্পতরু
দুঃখদুষ্ট ধৃতিগুণে দেখিবে কেবল
শিরঃ তার ঊর্দ্ধে চাহি—না দেখিবে মূল—
কালহিতে প্রশংসিবে অকর্ম্ম বহুল ;—
না চাহিবে যোগী ভোগী—রুধিবে বিবাহ,
কামিনী-কাঞ্চন-সেবা দুষিবে সাধকে,
ঘোষিবে "ন ইতি" নীতি "স ইতি" ছাড়িয়া,
রসমুখ বলে হবে বিষয়-বিমুখ
সুসুখ সাধন এবে হবে বহুদুঃখ।

(৩১)

বুদ্ধ-অবতারে বিষ্ণু করুণা প্রচারি
পতিত পাষণ্ড নর উদ্ধারিবে বহু ;

পাপ-তমঃ নাশি পুনঃ ধরমের জ্যোতিঃ
উজলিবে কিছু কাল জগত-সংসার।
জন্মগত জাতি নাশি গুণ কর্ম্মগত
করিবে আবার ; বৃত্তি-সাম্যে ভূমণ্ডল
বিরাজিবে শান্তি সুখে ; অবিলম্বে কিন্তু
সাধন-উপায়-দোষে সাধ্যে হারাইয়া
অন্তঃসার শূন্য শুদ্ধ থাকিবে আকারে
বুদ্ধ-বিনির্ম্মিত ধর্ম্ম-প্রাসাদ সুন্দর।
মিলাইবে ধর্ম্মজ্যোতিঃ ধাঁধিয়া নয়ন
—ক্ষণপ্রভা যথা ভাসে দেখাইয়া ধরা,
চকিতে মিলায় পুনঃ জলধর জালে
বাড়াইয়া তমঃ ঘোর অমানিশাকালে !

(৩২)

ভিত্তি-দোষে ধর্ম্ম-স্তম্ভ টলি শিরোভারে
পড়িবে সুদূরে বেগে তলদেশ ছাড়ি
চূর্ণীকৃত—চিহ্নমাত্র না থাকিবে তলে।
আঘাতে ঘুরিবে শিরঃ বহু আরোহীর—
বুদ্ধি-হারা হবে সবে,—করিবে কোন্দল
মহায়ন হীনায়ন দুই মহাদলে।
দেশকাল—পাত্রভেদে বুঝিবে বিভিন্ন—
মূলধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হবে—সার কিন্তু

সনাতন, যোগীহৃদে থাকিবে বিরল।
বাহিরে বাধিবে বাদ,—শ্রমণ ব্রাহ্মণ
সৌর-শাক্ত-গাণপত্য-বৌদ্ধ-পাশুপত—
বিবাদিবে মিলিবে বা কভু উদ্ধারিতে—
বিরুদ্ধ-সমাজ-স্বার্থ যখন যেমন
অমৃত গরল মিশ্র যথা প্রয়োজন।

(৩৩)

ভিন্নভাবী নানা ধর্ম্মী বহু জাতি দল—
পল্বলে শৈবাল যথা স্বচ্ছতাবিনাশী
স্বার্থ-সম্পাদনে মিলি—জনমিবে ম্লেচ্ছ—
ধরম-সঙ্কর—হেয় ধর্ম্মপাত হেতু—
ভয়ঙ্কর নীচগামী—কর্ম্মজ্ঞানদ্বেষী।
উৎকর্ষের ঊর্দ্ধগতি রুধিবে সবলে;
আত্মধর্ম্ম ত্যজি পরধর্ম্ম আদরিবে;
অজ্ঞান তিমিরে পূর্ণ ডুবিবে ধরণী;
দেহ-অভিমানী যদা জীব তদা কলি—
দেহকলি নাশি হরি কল্কি-অবতারে
আপন চৈতন্যবেদ ধরিয়া আপনে
প্রলয়পয়োধি জলে পঞ্চভূতে দ্রাবি
শুষিবে উদরে; অরূপ শরীরে ধরি
বিশ্বদেহ, ধ্যানমগ্ন থাকিবেন হরি।

(৩৪)

অবশ প্রকৃতি এবে কারণ হৃদয়ে
ঘুমাইবে, কর্ম্ম করি দিনে শ্রান্ত জীব
যথা নিদ্রা যায় সুখে নিশার আগমে ;
বিষ্ণু-নিশা-অপগমে জাগিবে আবার
জাগে নর যথা পুনঃ বিভাবরী-শেষে।
আরম্ভিবে সৃষ্টিকার্য্য—নিজ কর্ম্ম করে
নর যথা দিবাভাগে ; এই সে আবৃত্তি
চলিছে অনন্ত কাল—সমভাবে সর্ব্ব
ভূতে ; কেবল এড়ায় তারা, কর্ম্মবলে
যারা পশে বিষ্ণু-অরূপ-অপর-অংশে।
কহিনু সংক্ষেপে দেবি বিষ্ণু-অবতার
অনুভব করি যথা শুদ্ধ-নিজ-বোধে।
নানা ভাবে নানা জন কহিল বিস্তর—
সকলি বিষ্ণুর কথা সকলি সুন্দর।

(৩৫)

কহিল দেবকী "বৎসে শুনিলাম সুখে
বিষ্ণু-অবতার—সকল বিজ্ঞানসার
ধরম-বিজ্ঞান গুরু—আগম নিগম—
—আবির্ভাব তিরোভাব—জনম মরণ—

তব মুখে অচ্যুতের বিবৃতি সুন্দর ;
লভিনু পরম জ্ঞান—মনীষিভূষণ—
যতি-জন-চিন্তামণি—চেতিল হৃদয়
অতীন্দ্রিয় ভাবামৃতে ; তৃপ্তি না মানিল
কিন্তু চিত্ত মোর—চাহে শুনিবারে
উদয় প্রলয় কথা পুনঃ সুবিশদ ভাবে।
যোগিগণ সাধনায় উপলব্ধি করে
যাহা—শুনাইলে আজি কথাচ্ছলে তুমি।
উদয়-প্রলয়-কথা মানসমোহিনী
কহ রুক্মে কহ শুনি অমৃতভাষিণী।

(৩৬)

কহিল রুক্মিণী "কিছু না আছিল আগে,
আছিল কেবল বিষ্ণু একা ধ্যানমগ্ন—
অনিচ্ছার ইচ্ছা কালে হইল আপনি
বিরাজিতে বহু রূপে—অমনি প্রকৃতি
জাগিল একাংশে তার—আধার আধেয়—
জড়িত-চৈতন্যজড় ধরিয়া হৃদয়ে—
প্রাণ প্রাণাশয় যথা জননী-জঠরে
জাগে যুগপৎ। চৈতন্যে উদিল গতি
ঊর্দ্ধ অধঃ তিরযক্—সত্ত্ব-তমঃ-রজঃ—
পরস্পর-অভিভবে কেন্দ্রীকৃত বলে

আনিল সে সূক্ষ্ম স্থূল স্থিতি নানা ভাবে।
অব্যক্ত হইল ব্যক্ত, প্রকৃতি-সাগরে
ভাসিল বুদ্বুদ যেন বিচিত্র বহুল
অরূপ সরূপ ক্রমে হইল বিপুল।

(৩৭)

আকাশে হইল ব্যোম—ব্যোমে হয় বায়ু,
বায়ু তেজে পরিণত—তেজঃ-পরিণতি
জল—জলে পৃথ্বী স্থূলা প্রকাশিল ক্রমে,
চৈতন্যের উপযোগী যোগাইতে দেহ।
কল্প-ক্ষয়ে পুনঃ পৃথ্বী গলিবে তরল
বিষ্ণু-দেহে পশিবার আগে, প্রবেশিবে
মৃত্তিকা সলিলে তবে নিজ ভাব ত্যজি ;
সলিল অনলে পুনঃ ; অনল সমীরে ;
সমীরণ ব্যোমে ; ব্যোম প্রকৃতি-শরীরে
আকাশ-সদৃশ-রূপী—যাহাতে সকল
প্রকাশি স্বচ্ছন্দে ভাসে, দেখাইয়া চিত্র
ভোজবাজি সম—রমি ক্ষণ—গুপ্ত হয়
পুনঃ—চিত্রগুপ্ত তাই,—গুপ্ত থাকে মনে
ভূত-চিত্র যথা, পুনঃ প্রকাশে স্মরণে।

(৩৮)

চৈতন্য স্বয়ম্ভূ উদি বিষ্ণু-ইচ্ছা-বলে
জাগাইয়া প্রকৃতিরে নিজে—লীলারত

তারি সহবাসে—ক্রমে প্রকৃতি-চৈতন্য
নামি নীচে বুদ্ধিরূপ ধরে—বুদ্ধি নামে
অহঙ্কারে—আমি মম জ্ঞান, সহ তার.
অমনি উদিয়া আশু, লইবারে কিছু
হইল প্রয়াসী—কর্ত্তার ইচ্ছায় শীঘ্র
উদিল করণ-মনঃ সহ ইন্দ্রিয়ের
গণ জাগিল অমনি—চক্ষু কর্ণ নাসা
জিহ্বা ত্বক্ আদি চায় ভুঞ্জিবারে ভোগ,
অমনি তন্মাত্রা তায়, রূপ রস গন্ধ
স্পর্শ শব্দ আদি ভোগ্য, পঞ্চ মহাভূত—
বায়ু বহ্নি জল ক্ষিতি নভঃস্থলে—রাখি
পাত্রপূর্ণ অন্ন সম ধরিল সম্মুখে।

(৩৯)

ভুখি-জীব জনমিয়া বসিল আহারে,
যত খায় তত বাড়ে ক্ষুধা, তৃপ্তি নাহি
মানে ; ক্রমে কাম-ভোগ ভবরোগ আনে :
এড়াইতে রোগ জীব গুরু বৈদ্য লভি
অজপা-ঔষধ-পানে শান্তি পায় ক্রমে ;
ভূতগণ মাত্রাধারে, মাত্রাগণ মনে,
মনঃ অহঙ্কারে—অহঙ্কার বুদ্ধি তত্ত্বে
প্রকৃতি-চৈতন্যে বুদ্ধি—গুটাইয়া আনি

যোগবলে যত্নে শীর্ষে ধরি নিজ প্রাণ
বিষয়-আহার-ত্যাগ-প্রায়শ্চিত্ত করি
সঙ্কুচিয়া ক্রমে ক্রমে—বিষ্ণুধাম-যাত্রী
সদ্য কিংবা দেবযানে লভে নিরবাণ
বিষ্ণুর অপর অংশে—আবৃত্তি না করে,
উদয় প্রলয় ত্যজে চিরকাল তরে।

(৪০)

কিন্তু যারা কভু কিছু উপায় না ধরে,
কাম ভুঞ্জি কামমধুকলসে জড়ায়,
যাতায়াত পিতৃযানে করি বারবার
কামভোগে ক্ষিণ্ণ-দেহপ্রাণ, কল্পক্ষয়ে
তাহাদের কর্ম্মফল গুটাইয়া বলে
অনিচ্ছায়—মহাদুঃখ দিয়া—আনে টানি
প্রকৃতির সন্নিধানে—পূরব কথিত
তত্ত্ব-উদ্বর্ত্তন-বিধি-মতে, অচেতনে
পশে প্রকৃতি-ভিতরে—জড় বা চৈতন্য
মিশ্রিত সমান একাধারে শ্লেচ্ছ-স্মৃতি ;
বিষ্ণুর একাংশে তবে দুস্ত্যাজ্য নিয়মে
কিছুকাল থাকি লীন লভিয়া বিরাম
কল্পারম্ভে অনুবর্ত্তে কর্ম্ম-পরিণাম ;
বিষ্ণুকথা কহি রুক্মা লভিল বিশ্রাম।

(৪১)

শুনিয়া সুমুখী মাতা কৃতাঞ্জলি পুটে
ভক্তিভাবে প্রণমিল বিষ্ণুর উদ্দেশে ;
রুক্মিণীরে আদরিয়া কহিল দেবকী
“বধূ নহ মাতা তুমি গুরুপত্নী মোর
তব সন্নিধানে নিত্য উপদেশ লভি ;
চিরজীবী চির এয়ো কৃষ্ণ-মনোরমা
কৃষ্ণ সহবাসে সদা ধর্ম্মপথে চর ;—
অমর হউক শিশু—পিতৃ-অনুগামী ;
ভারত-আকাশে তুমি রমণী-রতন
পতি দেবতার পূজা প্রচারিলে ভবে
পতি-প্রেম-সিন্ধুনীরে বিসর্জ্জিলে নিজে।
অনুপমা দময়ন্তী—রুক্মিণী যে কুলে
জনমিল—কন্যাযশে চির যশোবান্—
বিদর্ভের রাজকুল বহু পুণ্যবান্।”

সপ্তম সর্গ।

(১)

অসংখ্য পর্ব্বতপাঁতি, অসংখ্য শেখর
শিরোদেশে বিরাজিত পাদপনিকর ;
অসংখ্য যোগীন্দ্র যেন জটা-বিভূষণ
জড় সমাধিতে আছে চির নিমগণ ;
রজোধারা স্রোতস্বতী গিরি বহি যায়
উপবীত শোভে যেন যোগীন্দ্রের গায়।
পর্ব্বতের মাঝে মাঝে গহন কানন
নিঃশঙ্ক শ্বাপদচয় করে বিচরণ ;
মাঝে মাঝে স্বাভাবিক বন্ধ জলরাশি,
খেলে সুখে জলচর, সারস সারসী ;
কোথাও বা ফুল্লতরু, ফুলকুল ঝরে,
মধুমত্ত মধুকর মধুর গুঞ্জরে ;
কোথাও পঞ্চম স্বরে বিহঙ্গ ঝঙ্কারে,
মঙ্গল-আরতি যেন করে বিশ্বাধারে।

(২)

স্থানে স্থানে দেবালয় রাজে নিরজনে
শ্বেত স্বচ্ছ ধৌত যেন চাঁদের কিরণে ;
রজঃত্যুতি ঝলে তার কুঞ্জের ভিতর,
মেঘ-অন্তরালে যেন গুপ্ত শশধর।
স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমে নিকুঞ্জ-নিলয়
স্বভাব সুষুপ্ত যেথা চিরশান্তিময় ;
কোথাও নিভৃতে কেহ একা চিন্তা করে,—
"কোথা ছিল পূর্ব্বে নর কোথা যাবে পরে।"
কোথাও নির্ঝর ঝরে, বহে স্বচ্ছ জল,
কোথাও শস্যের ক্ষেত্র সুজল শ্যামল,
কোথাও নিবাসে ভীল, কোথা বা ব্রাহ্মণ,
ভীমকান্ত গুণে যেন হয় সম্মিলন।
নানা দেশ দৃশ্য দেখি প্রফুল্ল অন্তর,
ক্রমে কৃষ্ণ পঁহুছিল পাঞ্চাল নগর।

(৩)

যদুগণ-আগমন শুনি হৃষ্টমতি
আপনি পূজিল আসি পাঞ্চালের পতি,
বিনোদিয়া রামকৃষ্ণে স্বস্তি সম্ভাষণে
উঠাইল মহানন্দে নির্দ্দিষ্ট ভবনে,

সুখ-স্বচ্ছন্দের তরে যথা প্রয়োজন
আপনি করিয়া দিল সর্ব্ব আয়োজন।
শিষ্টাচারে তুষি দোঁহে দ্রুপদরাজনে
বিদায়িল নিজ কাজে বিনীত বচনে।
সমাপিয়া নিত্যকৃত্য, সুখী যদুগণ
ভোজন-শয়নে শ্রান্তি করে বিমোচন।
দিবাশেষে শুদ্ধবেশে পুলকিত মন
নগরের উপকণ্ঠে করিতে ভ্রমণ
বাহিরিল একা কৃষ্ণ একনিষ্ঠমতি—
"ধর্ম্মরাজ্য হেতু চাহি ধার্ম্মিক নৃপতি।"

(৪)

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কৃষ্ণ আসি নদীতীরে
সুন্দর উদ্যানমাঝে প্রবেশিল ধীরে,
দেখিতে দেখিতে মেঘ ঢাকিল গগন,
গুরু গরজিল বজ্র, ছুটিল পবন,
দামিনী কামিনী যেন তরাসে চমকে
তরল তড়িতে মুহুঃ দিগ্‌বলয় ঝকে।
ত্রস্ত ঝড়ে উভরড়ে সকলে পলায়,
কে কোথায় পলাইয়া পরাণ বাঁচায়;
নিমন্ত্রিত আগন্তুক অতিথি ভিক্ষুক
বাঁচাইতে নিজে নিজে সকলি উৎসুক।

উদ্যানে দেউল মাঝে কৃষ্ণ মহাশয়,
ঝড় বৃষ্টি এড়াইতে লইল আশ্রয়।
সঙ্গে তার প্রবেশিল অন্য পঞ্চজন
বৃষ্টি বিতাড়িত-দেহ দেখিতে ব্রাহ্মণ।

(৫)

বর্ষিল মুষল ধারে ; বদ্ধ ছয় জন
দেউল মাঝারে বসি করে আলাপন,
কৃষ্ণ কহে কে তোমরা, কোথায় বসতি,
কিবা বৃত্তি, কিবা কার্য্যে আইলে সংপ্রতি,
আকার প্রকারে বুঝি ভাই পঞ্চ জন,
সৃষ্টি-অগ্রগামী যেন মহাভূতগণ।
তাহাদের জ্যেষ্ঠ যেই করিল উত্তর,
প্রার্থী মোরা হেথা সবে দেখি স্বয়ংবর ;
ভাই পঞ্চ জন মোরা জন্ম উচ্চ কুলে,
চেষ্টিল প্রবল জ্ঞাতি নাশিতে সমূলে,
হরিল সর্ব্বস্ব ধন, করিল ভিখারী,
ভ্রমি দেশে দেশে তাই ভিক্ষান্ন-আহারী,
মাতা সহ যাপি কাল যখন যেমন,
সংসারে পশিতে আর নাহি সরে মন।

(৬)

মনে লয় গৃহ ত্যজি যাই দূর বন,
ধর্ম্ম-আচরণে যাপি দুঃখের জীবন।

ধর্ম্ম কি সুলভ এতো, কৃষ্ণ কহে হাসি,
গৃহ ছাড়ি হবে তাই ধর্ম্মের প্রয়াসী,
সংসারে সামান্য ক্লেশে বিচলিত মন,
কেমনে করিবে ধর্ম্ম-মনোনিগ্রহণ ?
জীর্ণ নাহি হয় যার লঘু অন্ন জল,
ক্লেশকর হয় তার পলান্ন কেবল।
যে পদে যেখানে যার জনমগ্রহণ
সেখানে সহজ তার ধর্ম্ম-আচরণ ;
প্রাণবন্ধু সুখধর্ম্ম সহজ সবার,
বিপরীত করা তার শুদ্ধ পাপাচার ;
গুরু-ব্রহ্ম চর্য্যা করি গৃহী হয় পরে
বানপ্রস্থী নিরালম্বী ব্রহ্মে প্রাণ ধরে।

(৭)

বেদাঙ্গ পঠনে পূর্ণ বেদপরিচয়,
ধর্ম্মাঙ্গ-সাধনে হয় ধর্ম্মের উদয়,
বিহিত কর্ত্তব্যত্যাগে হয় ধর্ম্মহানি,
ধর্ম্মলাভে সর্ব্বকর্ম্ম কর সম জানি,
ধর্ম্মক্ষেত্র দেহমাঝে আত্মময় খনি,
গুরুবলে পশি তায় ধর ধর্ম্মমণি ;
মনোযোগী হবে বাল, যুবা যোগী ভোগী,
প্রৌঢ় কর্ম্মযোগী, বৃদ্ধ ব্রহ্মাত্মনিয়োগী।

যুক্ত হয়ে কর সদা কার্য্য সমুদয়,
কর্ম্ম-সম্পাদনে ধর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্য নিশ্চয়।
বক্তা কহে বাক্যে তব পাইনু চেতন,
না জানি আপনি কোন দৈব মহাজন ;
অলৌকিক ভাব তব প্রাণমন হরে,
বচন-নয়নে সদা জ্ঞানামৃত ক্ষরে।

(৮)

তব উক্ত ভাব সদা ভাবিনু হৃদয়ে,
হারাইনু এবে সব দশা-বিপর্য্যয়ে,
উদ্ধারিতে শাস্ত্র অর্থ নারি অধ্যয়নে,
বিচলিত সংশয়ের চক্র আবর্ত্তনে
না জানি কি করণীয়, নাহি কিছু ধরি,
নদানীত বেত্র সম ইতস্ততঃ করি।
কিবা করি, কিবা ধরি, কহ মহাশয়,
উপদেশ কর মোরে লইনু আশ্রয়।
কৃষ্ণ ভাবে "হবে এরা মম মনে লয়
রাজ্য-বিবর্জ্জিত পঞ্চ পাণ্ডব নিশ্চয় ;
আকার প্রকারে দেখি ক্ষত্রিয়-লক্ষণ,
কাষ্টে নিজ গুণকর্ম্ম করিছে গোপন ;
জতুগৃহ ষড়যন্ত্র এড়াইয়া ক্লেশে
মাতা সহ গুপ্তভাবে ভ্রমিছে এ দেশে।

(৯)

মিতাচারী শুদ্ধমতি ধরম-প্রবণ,
ভালে প্রকাশিছে ভাবী মহত্ত্ব লক্ষণ ;
ধর্ম্মে আছে অধিকার দিব উপদেশ,
ভারতের ভবিষ্যত্ উদ্ধর্ত্তা বিশেষ।
প্রকাশ্যে কহিল কৃষ্ণ "শুন দিয়া মন,
করণীয় প্রাণযজ্ঞ, প্রাণ-প্রসারণ ;
আমাদের জন্ম সহ আবির্ভাব যার,
তিরোভাবে তিরোভাব, সুহৃদ সবার,
সঙ্গে আসে সঙ্গে যায়, সঙ্গে করে বাস,
যা থাকিলে "আমি" থাকে, অভাবে বিনাশ ;
মঙ্গলকারণ নিত্য, অয়নের পথ,
বিধি দিল সাধিবারে সর্ব্ব মনোরথ,
না করিয়া করে যাহা নিতুই সবাই,
মন দিয়া কর সদা, করণীয় তাই।

(১০)

নিজে নিজ ধারণীয় হয় সবাকার,
আপনে ধরিলে হয় ধারণার সার,
"আপনে অপনি আমি" আত্মানামে কয়,
তাহারে ধরিয়া লভ পরম আশ্রয় ;

সর্ব্বকার্য্য কর সুখে মনঃ বাঁধি তায়,
করমের ফলাফল এড়াবে হেলায়,
আপনায় ধৃত এক ধরম সার্থক,
ইন্দ্রিয়-বিস্তার অন্য উৎকর্ষ-সাধক।
বক্তা কহে ধর্ম্ম কর্ম্ম শুনিনু বহুল,
কার্য্যতঃ না জানি সব বুঝিলাম ভুল,
করযোড়ে যাচি ভিক্ষা, করুণা করিয়া
কার্য্যে মোরে ধর্ম্ম কর্ম্ম দেহ দেখাইয়া।
তথাস্তু বলিয়া কৃষ্ণ ভাই পঞ্চজনে
ধর্ম্ম-কর্ম্মে উপদেশ দিল সেই ক্ষণে।

(১১)

বক্তা কহে ধর্ম্ম এই, আছি যারে ধরি
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তারি কর্ম্ম করি,
অজ্ঞানে করিয়া জীব করম তাহার,
মনে মনে ভাবে কর্ম্ম করিনু "আমার"।
তারে ধরি তারি কর্ম্ম তারে ভাবি করে,
তন্ময় হইয়া যায়, অহংকার মরে।
আমি আর বিশ্ব যায় এক পাত্রে গলি,
কিছু নাহি থাকিয়াও থাকেত সকলি ;
আমাতে সকলি আছে, আমিও সকলে,
আমি তাতে সে আমাতে ভাগ্যক্রমে ফলে,

দুই নাশে এক রাজে সর্ব্বত্র সমান,
চিরতরে বিচ্ছেদের হয় অবসান।
নাহি জানি তব ঋণ সুধিব কি দিয়া
করণীয় ধারণীয় দিলে দেখাইয়া।

(১২)

বিরমিল ঝড় জল, প্রসন্ন গগণ,
নিজ নিজ কার্য্যে পুনঃ যায় লোকজন,
ত্বরায় মিলিব পুনঃ করি নির্দ্ধারণ,
মন্দির ছাড়িয়া সবে করিল গমন।
পরদিন নবরাগে উদিল তপন,
নূতন উদ্যমে উঠি ভাই পঞ্চজন
গুরু স্মরি শয্যা ত্যজি প্রাতঃকৃত্য করি,
কালোচিত ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরি,
ভাবিতে ভাবিতে হৃদে শ্রীগুরুচরণ
স্বয়ংবর সভা মাঝে দিল দরশন।
রাজন্য ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র আদি জন
দেখিবারে স্বয়ংবর পশিল প্রাঙ্গণ,
কেহ হাসে কেহ ভাষে, লোকের বিস্তার,
বীচিবিক্ষোভিত হেন সাগর-প্রসার।

(১৩)

কাচস্বচ্ছ সভাগৃহে নৃপতি-মণ্ডল,
গ্রহ-তারাগণ যেন গগণে উজ্জ্বল,

নিজ নিজ মঞ্চে বসি ছড়ায় কিরণ,
ঝলসে নয়ন যেন বিজলি বরণ,
কন্যালাভে আশা কভু স্ফুরিছে বদনে,
মিলাইছে পুনঃ স্মরি লক্ষ্যবেধ পণে,
আশামৃগতৃষ্ণিকায় নৃপগণে ছলে,
তুলিছে আকাশে কভু পাড়িছে ভূতলে ;
ভাবনায় বাঁধাইছে কন্যাভুজপাশে,
কিংবা পণ-পরাজয়-অপমান-ফাঁসে ;
কেহ ভাবে কৃষ্ণা কন্যা, কষ্টসাধ্য পণ,
শুক্তি-আশে কে করিবে সাগর-সেচন ?
কেহ বলে কষ্টলভ্য কৃষ্ণা নীলোৎপল,
অবশ্য মৃণালে তার কণ্টক প্রবল।

(১৪)

ক্ষণ পরে উত্তরিল ভ্রাতৃকর ধরি
নীলকান্ত-করছটা দ্রৌপদী সুন্দরী,
যমুনাদ্রি ধরি-যেন নীলিম তরঙ্গে,
নামিল আকাশদ্যুতি যমুনা সু-রঙ্গে ;
মঙ্গল-বিধান-অন্তে নমে সবাকারে,
রূপের প্রপাত যেন ঝরে করধারে।
রাজগণ বদ্ধদৃষ্টি কন্যার উপর,
পশিল আলোকে যেন পতঙ্গ-নিকর ;

আত্মহারা ক্ষিপ্ত হেন অধীর-অন্তর,
হাব ভাবে নীচ বৃত্তি প্রকাশে বিস্তর,
দ্রৌপদী কুণ্ঠিতা দেখি রাজন্য-নিকরে,
লজ্জা ঘৃণা যুগপৎ জাগিল অন্তরে।
মনে ভাবে, ভাগ্যে মোর কেবা হবে বর,
বরণীয় নহে কেহ রাজন্য বর্ব্বর।

(১৫)

কন্যারূপ-মোহে সবে হইল বিহ্বল,
পণ পূরাইতে দৃঢ় যতন বিরল,
সাধক দেখিয়া সাধ্য সাধনা না করে,
কর্ণে শুনি ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্ম পরিহরে।
শিথিল-যতন এবে একে একে যায়,
বিঁধিতে না পারি লক্ষ্য সরমে পলায় ;
একে একে মহারথী মানে পরাজয়,
ধনুক ধরিতে কারো সাহস না হয় ;
স্তম্ভিত রহিল সভা ক্ষণেকের তরে,
কেহ নাহি কহে কিছু, চেষ্টা নাহি করে ;
হেনকালে সভামধ্যে হইল প্রচার,
রাজেতর ক্ষত্র কিংবা কেহ অন্য আর
সমর্থ হইবে যেই লক্ষ্য বিঁধিবারে,
নিশ্চয় দ্রুপদকন্যা বরিবে তাহারে।

(১৬)

সহসা ব্রাহ্মণদলে উঠে মহারোল,—
"উঠ উঠ, বস বস" করে গণ্ডগোল ;
উদ্যত ব্রাহ্মণ এক লক্ষ্য বিঁধিবারে,
বলে চেষ্টা করে সবে বসাইতে তারে ;
ব্রাহ্মণ কখন নহে ক্ষত্র সমতুল,
হাসাইতে চাহে বটু, কেমন বাতুল !
অন্ন-অর্থ মাগিবারে আইনু ব্রাহ্মণ,
প্রাপ্তিপথে দিবে কাঁটা, কে বটে এজন ?
রাজদ্বারে ভিক্ষা করি রাজভোগে আশ,
ব্রাহ্মণের উচ্চ আশে ঘটে সর্ব্বনাশ।
কেহ বা রুধিতে তারে নিবারণ করে,—
লক্ষ্য বিঁধিবার শক্তি বুঝি বা এ ধরে ;
যদি সিদ্ধি লভে, কৃষ্ণা করিবে বরণ,
ক্ষত্রিয়ার বরণীয় প্রশস্ত ব্রাহ্মণ।

(১৭)

নিরোধ না মানি ব্যক্তি হয় আগুয়ান,
সুগঠিত দেহ বাহু বলবীর্য্যবান্ ;
নয়নে প্রতিভা তার প্রতিজ্ঞা অধরে,
ভালে সত্ত্ব, ধৃত প্রাণ উরস-কন্দরে

অগ্রে সরি ধরে ধনু নাহি করে ভয়,
সঙ্গে চলে সহকারী ভ্রাতৃচতুষ্টয় ;
বিস্ময়ে সহস্র চক্ষু অজানিত জনে,
বাক্যহীন চেষ্টাহীন দেখিল সঘনে ;
দেখিয়া চিনিল কৃষ্ণ ভাই পঞ্চজনে
জানাইল সঙ্কর্ষণে রহস্য গোপনে।
আগন্তুক লক্ষি ছায়া পাত্রস্থিত জলে
কৌশলে বিঁধিয়া লক্ষ্য পাড়িল ভূতলে।
ব্রাহ্মণ হইয়া করে পণে পরাজয়,
অপমানে মৃতপ্রায় ক্ষত্রিয়নিচয়।

(১৮)

উৎফুল্ল ব্রাহ্মণদলে পড়ে মহা সাড়া,
"ব্রাহ্মণ জিতিল" হাঁকে, দেয় বাহুনাড়া,
উচ্চ হাসে উচ্চ ভাষে আনন্দিত প্রাণে
উত্তরীয় উপবীত ঘন ঘন টানে ;
অজিন আসনে শব্দ খড়্ খড়্ করে,
ঠুক্ ঠাক্ কমণ্ডলু ঘসে পরস্পরে ;
ক্ষত্রে নিন্দি কেহ ভূমে লগুড় প্রহারে,
রুষিয়া ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণে হুঙ্কারে,
সিংহের আহার লয়ে শৃগাল পলায়,
"মার্ মার্" বলি সবে মারিবারে ধায়।

ব্রাহ্মণের নামধারী ভিখারীর দল,
ক্ষত্রডরে উভরড়ে ছাড়ে সভাস্থল ;
কে জানে কে বটু এটা কোন্ দেশে ছিল,
ভিক্ষা ঘুচাইয়া দিল, পরাণে মারিল।

(১৯)

প্রকৃত ব্রাহ্মণ সব মহা নিষ্ঠাবান্
ধর্ম্ম-নীতি-সত্য-শৌর্য্য-বলে বলীয়ান্
আততায়ী ক্ষত্রগণে নিবারি বিচারে
বুঝাইয়া দিল দোষ শান্ত ব্যবহারে।
ছলে কিংবা বলে হেথা দৃপ্ত কুরুগণ
যাজ্ঞসেনি হরিবারে বাধাইল রণ ;
পণজেতৃ সাথে লড়ে কর্ণ মহাবীর,
অন্য একজন সহ শল্য রণধীর ;
বহুক্ষণ লড়ে তবু কেহ নাহি হারে,
কুরু-যোদ্ধৃদ্বয় তবে মানসে বিচারে,—
কুক্ষণে হারিনু পণে, রণে কিবা হয়,
বহুক্ষণ যুদ্ধ আর যুক্তিসিদ্ধ নয়।
হেন কালে হুঙ্কারিল কৃষ্ণ বীর্য্যবান্,—
অধর্ম্ম্য সংগ্রাম ত্যজি রাখ ধর্ম্মমান।

(২০)

কৃষ্ণবাক্যে ধর্ম্ম থাকে, বাঁচে অপমান,
যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণশল্য কৃষ্ণে দিল মান।

যদুগণ ব্রাহ্মণের পোষকতা করে,
দেখিয়া ক্ষত্রিয়গণ শান্ত হয় ডরে;
কৃষ্ণ-কোপ-কষায়িত ধর্ম্ম-উপদেশে
ফিরিল নৃপতিগণ নিজ নিজ দেশে।
কন্যা সহ পঞ্চ ভাই বেষ্টিত ব্রাহ্মণে
চলিল প্রফুল্ল চিত্তে ভার্গব-ভবনে,
অমনস্কা মাতৃজনে কহে সম্বোধিয়া,—
সুখ-ভোগ্যা ভিক্ষা এক পাইনু মাগিয়া,
না হইল পূর্ব্বে কভু এ হেন সুযোগ;
মাতা কহে পঞ্চ ভাই কর তাহা ভোগ;
কন্যা দেখি কহে,—ভ্রম হইল বিশেষ,
সামঞ্জস্যে ভুঞ্জ সবে,—পালহ আদেশ।

(২১)

মাতা সহ বসি সবে প্রফুল্ল অন্তরে
দিবাশেষে কথাবার্ত্তা কহে পরস্পরে,
হেনকালে রামকৃষ্ণ সেথা উপস্থিত,
কুন্তী আর যুধিষ্ঠিরে বন্দিয়া বিহিত
বিনীত বচনে ধীরে দিল পরিচয়,
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণে দেখি মানিল বিস্ময়;
কৃষ্ণে কহে যুধিষ্ঠির প্লুত প্রেমরসে,—
তুমি কি হে আমাদের পূরব দিবসে

শিখাইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুকম্পা করি,
চলচিত্তে মহাজনে ধরিয়া না ধরি।
কুশল জিজ্ঞাসি কৃষ্ণ কহে সবিনয়
মহাজন নহি তব মাতুল-তনয়,
সাধিব অনুজ্ঞা তব ভাই আজ্ঞাকারী,
তব হিতে সর্ব্বহিত—তুমি ধর্ম্মধারী।

(২২)

পাণ্ডব কহিল যথা দেখিনু তোমারে
সেই ভাবে আত্মা মোর ভাবায় আমারে,
যদিচ অনুজ তুমি স্নেহের ভাজন,
তোমা প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকটিল মন;
ভাবাইলে যেইভাবে সে ভাব প্রবল
বাৎসল্যে ভাবিতে নারে মানস দুর্ব্বল;
শরীরে অনুজ বটে আত্মায় অগ্রজ,
গুরুভাবে ভাব্য তুমি হইলে সহজ;
বিষ্ণুপদে পথ তুমি দেখাইয়া দিলে,
চির ঋণজালে দৃঢ় মোদের বাঁধিলে;
কিবা করি কিবা ধরি ভবের সাগরে
দেহতরী ভাসাইয়া পড়িনু ফাঁফরে;
বাঁচাইলে নিমজ্জনে ভব-কর্ণধার
তোমার করুণা কৃষ্ণ অপার অপার।

(২৩)

কৃষ্ণ কহে "যথারুচি," আমি নহি পর,
সদা অনুচর তব অনুজ দোসর ;
কর্ত্তব্য সাধিব সুখে লাগিয়া তোমার,
আমাতে রহিল তব পূর্ণ অধিকার।
ধর্ম্মগত-প্রাণ তুমি ধর্ম্ম-অবতার,
তোমা ধরি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিব আবার ;
ঘোষিবে ধরম তব উত্তরে ভূধর,
দক্ষিণ-পশ্চিম-পূর্ব্বে প্রশান্ত সাগর,
চলিবে কৌশল কিংবা জ্বলিবে সমর,
নত কিংবা হত হবে ক্ষত্রিয় বর্ব্বর ;
সম্ভবতঃ দুষ্ট-রক্তে ধৌত হবে পাপ,
পুণ্যভূমে প্রসারিবে ধর্ম্মের প্রতাপ ;
দ্রৌপদী হইবে রাজ্ঞী পুনঃ প্রাপ্ত রাজ্যে ;
প্রচারিবে রাজসূয় পাণ্ডব সাম্রাজ্যে।

(২৪)

হিত পরামর্শ দিয়া পাণ্ডুসুতগণে,
নিজ স্থানে রামকৃষ্ণ ফিরিল গোপনে,
কৃষ্ণদত্ত দ্রব্যজাতে সুসজ্জিত ঘরে
আসিয়া বসিল সবে দ্রুপদ নগরে ;

শুভ দিনে শুভক্ষণে পঞ্চভ্রাতা সহ
ব্যাসমতে দ্রৌপদীর হইল বিবাহ।
অদ্ধ রাজ্যে যুধিষ্ঠিরে স্থাপি যতুরায়
আপন নগরে কৃষ্ণ ফিরিল ত্বরায়।
রাজন্য-সমাজে অন্ধ রাখিবারে মান
যুধিষ্ঠিরে অর্দ্ধ রাজ্য করিল প্রদান।
বসতি খাণ্ডবপ্রস্থে করিয়া স্থাপন
যুধিষ্ঠির নিজ রাজ্য করিল শাসন।
প্রজা রঞ্জি পঞ্চ ভাই ধর্ম্মে রাখি মন
মনঃসুখে কিছুকাল করিল যাপন।

অষ্টম সর্গ।

(১)

উৎফুল্ল আনন্দে ভাসে দ্বারকা নগরী
যাপিয়া দারুণ দুঃখে বিরহ সর্ব্বরী
কৃষ্ণ-সমাগমে আজি, পতি-সমাগমে
যেন আনন্দিতা সতী ; জীবকুল যেন
দারুণ নিদাঘতাপে তাপিয়া বিষম
বাঁচিল পরাণে পুনঃ বর্ষা-সমাগমে,
দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রাণী হাসিল আনন্দে
পুনঃ শস্য-দরশনে ; নর নারী বৃদ্ধ
যুবা হাসে ঘরে ঘরে ; অনাথে পাইল
নাথ, বন্ধুহীনে বন্ধু, পুত্রহীনে পুত্র,
সাধকে সাধন-ক্ষেম, পতিতে আশ্রয় ;
দুর্ম্মতি সুমতি ধরে কৃষ্ণের প্রভাবে।
অভাব পূরিল সব "পূর্ণ"-সহবাসে,
অনভাবে দুঃখহানি, শান্তি পরকাশে।

(২)

প্রণমিয়া উগ্রসেনে মাতাপিতা দোঁহে
আর সব গুরুজনে, বন্দি ভ্রাতৃজনে,
অস্ফুট-বচন সুতে তুলি নিজ করে,
রুক্মিণী-মন্দিরে কৃষ্ণ প্রবেশিল ধীরে ;
দূরে অগ্রসরি কৃষ্ণে মিলিল রুক্মিণী,
এক মন্বন্তর যেন বিবর্ত্তিয়া কালে
প্রকৃতি পুরুষে মিলি লভিল বিরাম।
সুসুখ আসনে কৃষ্ণে বসাইয়া সুখে
পাদুকা বসন বেশ খুলি নিজ করে
ধোয়াইল পদদ্বয় শীতল সলিলে।
স্নান-অন্তে সাজাইল অগুরু চন্দনে,
স্বকর-গ্রথিত মালা দিল গলদেশে ;
পূজি নিজ নিত্যপূজ্য পতি-দেবতারে
পাঠাইল নিত্যকর্ম্মে জপের আগারে।

(৩)

শিখিপুচ্ছ সম বিভা বিমণ্ডিছে ভালে,
ঊর্দ্ধ-আঁখি যেন মাখি লঘু রক্তরাগে
লক্ষিছে ভ্রূমধ্যে সদা পুণ্ডরীকে মণি,
চরণ উঠিছে ঊর্দ্ধে বিনা সিধুপানে,
স্থির-প্রাণ, স্থির লক্ষ্য আপন অন্তরে—
জপ হ'তে উঠি কৃষ্ণ ভোজন-আগারে

চলিল রুক্মিণী সহ দ্বিরদ-গমনে
অরুণ-সারথি-নীত অর্য্যমা যেমন।
নিজ-হস্ত পক্ক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
বসাইয়া শুদ্ধাসনে ভুঞ্জাইল কৃষ্ণে,
সম্মুখে বসিয়া নিজে করিল ব্যজন,
পতিতৃপ্তি জানি রুক্মা তিরপিল নিজে।
কৃষ্ণের প্রসাদ লভি তৃপ্ত প্রাণ মন,
স্বামী-সুতে সেবে যদা মধ্যাহ্ন-তপন।

(৪)

পশ্চিম গগণে উঠে রক্তময় ছবি,
মুদিছে নলিনী দুঃখে, অস্তমিছে রবি,
সলিল শিকর বহে সান্ধ্য সমীরণ
সাগর-হৃদয়ে ঝকে বিচিত্র গগণ।
মধুময় গ্রীষ্মকালে দিবা-অবসান,
প্রাসাদ-অলিন্দে বসি পুলকিত-প্রাণ
পুত্র-সহ রুক্মা কৃষ্ণ লভিছে বিরাম,
বীচিভঙ্গ ছলে সিন্ধু করিছে প্রণাম;
নীলিম নীরধি যথা মিলে নীলাকাশে
দম্পতী মিলিল তথা সুখ-সহবাসে;
কতক্ষণ পরে রুক্মা মাধবে জিজ্ঞাসে,
কর্ত্তব্য সাধিতে নাথ যাপিলে প্রবাসে,

চেষ্টা কি হে ফলবতী হইল তোমার,
বসিবে কি ধর্ম্মরাজ্য ভারতে আবার ?

(৫)

কৃষ্ণ কহে "বিধুমুখি আশা ফলবতী,
অনিচ্ছার ইচ্ছা তব উদিবার আগে (ক)
আরম্ভিল কার্য্য তার সূক্ষ্ম সূত্রপাতে ;
ঈশানে উদিল মেঘ, বর্ষিবে প্রবল,
পাপ-অপগমে পুনঃ উজলিবে ধরা।
মিলাইল কালে বিধি ভাই পঞ্চজনে
কার্য্যক্ষম, হিতব্রত, ধর্ম্মগত-প্রাণ
বলবীর্য্যে অগ্রগণ্য রাজন্য-ভিতরে
নিকট কুটুম্ব মম—চন্দ্রবংশ-জাত—
মম পিতৃস্বস্পতি পাণ্ডুর তনয়,
জ্যেষ্ঠ তার যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক প্রবর,
ছায়াসম অনুগামী ভাই চারিজন—
পাতিবে ধর্ম্মের রাজ্য ভারত-ভিতরে
স্বীয় ধর্ম্ম ধরে তারা, স্বীয় কর্ম্ম করে।

(৬)

শুনিয়াছ বিধুমুখি, বহুশ্রুতা তুমি,
শাসিল সাম্রাজ্য মহা হস্তিনা নগরে

(ক) অনিচ্ছার ইচ্ছা অর্থাৎ ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামনা।

সোমসুত রাজগণ দোর্দণ্ড-প্রতাপে;
কুলে যেই জনমিল দুষ্মন্ত নৃপতি,
জাগাইল তাপসীর চিত্ত-মরুভূমে
প্রেম প্রস্রবণ যেই, রূপমোহজালে
বাঁধিল আশ্রমমৃগী, নীরস লতিকা
যেই ফুলাইল গুণে, নিষ্কাসিল বারি
কঠিন প্রস্তরে, গান্ধর্ব্ব বিধানে যেই
বিবাহিল শকুন্তলা—স্বভাব-সুন্দরী,
ভাগ্যবান্ সুত যার ভরত নৃপতি,
বিখ্যাত ভারত-ভূমি আছে যার নামে।
জনমিল পুণ্যবংশে কত মহাজন
প্রজাহিতে রত সদা ধরমজীবন।

(৭)

জনমিল কুলে সেই বহুকাল পরে
জন্ম-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু নরপতি
পিতৃস্বস্পতি মম;—রাজ্যভার অন্ধে
দিয়া পাণ্ডু সপত্নীক প্রব্রজিল বনে।
প্রসবিল পুত্র তিন পিতৃস্বসা মম
ধর্ম্মমতি যুধিষ্ঠির, ভীম মহাবাহু,
সর্ব্বগুণে সম-শোভী অর্জ্জুন সুমতি;
ধরিল সপত্নী তাঁর মাদ্রী পুত্রদ্বয়

সুবুদ্ধি নকুল আর সহদেব বীর।
অকালে মরিল পাণ্ডু—আরোহিল চিতা
তাঁর মাদ্রী; নিরাশ্রয়া পিতৃস্বসা মোর
পঞ্চপুত্র সহ দুঃখে ফিরিল নগরে।
শস্ত্রে শাস্ত্রে সমপটু সর্ব্বমনোহারী
পঞ্চ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ তার রাজ্য-অধিকারী।

(৮)

পাণ্ডব-উৎকর্ষে ভৃশ ব্যথিল অন্তরে
ধৃতরাষ্ট্র-সুত দুষ্ট দুর্যোধন দুঃখে,
ঈর্ষানলে চিত্ত তার দহিল দারুণ;
পাণ্ডবে নাশিতে বহু চেষ্টিল গোপনে;
নির্ম্মাইয়া জতুগৃহ নিবাসের তরে
সুদূর বারণাবতে পাঠাইল ছলে
কুন্তী সহ পঞ্চজনে প্রবাস-বিহারে।
ভেদিল চক্রান্ত গূঢ় সুবুদ্ধি পাণ্ডব
বিদুর-বোধিত, বিফল হইল চেষ্টা;
গুপ্ত পথে সংগোপনে নিষ্ক্রমিল সবে।
অগ্নিযোগে জতুগৃহ দহিল নিঃশেষ;
ধ্বংশিল পাণ্ডুর বংশ সুখী দুর্যোধন
"পাণ্ডব মরিল দহি" প্রচারে নগরে
মহাশোকে প্রজাগণ হাহাকার করে।

(৯)

মাতাসহ পঞ্চ ভাই নিরাশ্রয় এবে—
চক্রান্ত-বহুল পাপী দুর্যোধনে ডরি
দেশে দেশে প্রব্রজিল ব্রাহ্মণের বেশে
ভিক্ষা-উপজীবী, রাজ্য-আশা পরিহরি
সংসার-বিরাগী ; স্বয়ম্বরে ভেটি সবে
দিনু উপদেশ নিত্য ধরম-করমে।
আশ্রয় পাইল সবে, মম অনুগামী,
পণ জিনি স্বয়ম্বরে জিতিল দ্রৌপদী ;
রাজন্যের ভোগ্যা নারী ভুঞ্জিবে ব্রাহ্মণে,—
রুধিল ক্ষত্রিয়কুল, বাধিল বিবাদ ;
হরিবারে দ্রৌপদীরে কুরু-অনুচর
শল্য কর্ণ বাধাইল অধর্ম্ম্য সমর
ভীমার্জ্জুন সহ, কিন্তু পরাজিত প্রায়
রণ ছাড়ি রাখে মান ভয়-তাড়নায়।

(১০)

সাজাইয়া রাজভোগ্য বহু উপচারে
প্রশস্ত প্রাসাদ চারু দ্রুপদ-নগরে,
বসাইনু আনি পিতৃস্বস্থ-সুতগণে
বিপদ-বিমুক্ত, যেন মেঘমুক্ত রবি ;

শোভিল রতন পঞ্চ সমস্কৃত এবে ;
দ্রুপদ, মাতার মতে ব্যাসের বিধানে
উদ্বাহিল দ্রৌপদীরে পঞ্চভ্রাতা সহ,
উচ্ছৃঙ্খল পঞ্চভূতে এক দেহে আনি
আপনি পুরুষ যেন সংজ্ঞা প্রদানিল,
বিরুদ্ধ-গমন-শীল ভিন্ন গ্রহগণে
বাঁধিল সমান কেন্দ্রে শক্তি আকর্ষণী।
ভাবা ধর্ম্মচক্রে পঞ্চ ব্যাসাদ্ধ পাণ্ডব,
পরিধি নিষ্কাম কর্ম্ম, কৃষ্ণা অক্ষশলি,
আবর্ত্তক অনিচ্ছার ইচ্ছা মহাবলী।

(১১)

এক পত্নী পঞ্চ পতি—সমাজে বিরূপ
ধর্ম্ম-অনুরোধে ব্যাস আজ্ঞাপিল বিধি,
বিশেষ এ দেশ কাল পাত্র প্রয়োজনে ;
অনুকরণীয় নহে অন্য সাধারণে ;
দুর্জ্জন-প্লাবিত এবে ভারতের ভূমি,
প্রবলে রুধিতে চাহি দুর্ব্বলে অচিন্ত্য
একতা-বন্ধন দৃঢ়—পঞ্চদেহপ্রাণ
দ্রৌপদীর দেহপ্রাণে একীকৃত তাই
ব্যাসের কৌশলে, ধর্ম্মস্থিতি-হেতু।
সতত অকৃত-আত্মা নারী-অনুগামী

বর্ণ-অনুগামী সদা বিসর্গ যেমন,
ব্যাধমন্ত্রে নাচে ফণী—নারীমন্ত্রে নর।
শুদ্ধাচারী যাজ্ঞসেনী রমণী-রতন
ধর্ম্মমন্ত্রে হিত সদা করিবে সাধন।

(১২)

আসক্তি-অভাবে বহু পতি পত্নী নাহি
কিছু বাধে, বস্তু যথা নির্লিপ্ত আকাশে,
সম বায়ু শ্বাসে ধরি বাঁচে বহু প্রাণী
সম জলাধারে বহু করে জলপান ;—
ইন্দ্রিয়ে বিষয় চরে যথা প্রয়োজন,
নাহি কিছু আসে যায় অনাসক্ত জনে।
সুদূর বন্দর লক্ষি বহি যায় পোত
বীচি-বাত-সংঘর্ষণে কিছু নাহি মানে,
জীবনপ্রবাহে তথা অনাসক্ত জন
যায় বাহি লক্ষ্য রাখি আপন অন্তরে।
সকলি জান তো কৃষ্ণে অনাসক্তা তুমি ;
বিশেষ বিধান এই, আসক্তে সুবোধ
কভু নহে এই নীতি,—অশান্তি কারণ
সাধারণে বাচনীয় নহে কদাচন।

(১৩)

ধৃতরাষ্ট্র অর্দ্ধ রাজ্য অর্পিল অচিরে ;
নূতন নগর পাতি আসিনু রাখিয়া,

ভাবী রাজা যুধিষ্ঠিরে পরিবার সহ ;
রক্ষিবে জামাতাগণে দ্রুপদ সুমতি।”
ধর্ম্মরাজ্য-সূত্রপাতে হর্ষিতা রুক্মিণী
কহিল হাসিয়া কৃষ্ণে, “দিল আত্মবলি
ধর্ম্মার্থে প্রথমে কৃষ্ণা, সহিল নিতরা
ক্ষতি ধর্ম্মরাজ্য হেতু—চির যশস্বিনী—
ঘোষিবে ধার্ম্মিকে সদা পুণ্য নাম তাঁর—
পতীশ-সমাধি-সুখে বঞ্চিল আপনে,
—উপাস্য-বহুলে নিত্য সমাধি বিরল,—
—বহুধা বিভক্ত আত্মা না লভে প্রসাদ,—
প্রেমাস্পদে আপনার একান্ত নির্ব্বাণ
না জানিল পঞ্চ পাত্রে ভাঙ্গি নিজ প্রাণ।”

(১৪)

কহিল হাসিযা কৃষ্ণ “পাঞ্চ যে করিল
এক ভাবনার গুণে, হানিল সে বহু
জ্ঞান চিরকাল তরে ; অনেকে থাকিয়া
সেই নিরন্তর থাকে একান্তে আপনে,
বিশ্বগত বাসুদেবে দেখি সর্ব্বপাত্রে—
হেয় উপাদেয় তার সকলি সমান।”
এতদূর শুনি রুক্মা উদ্বোধিল প্রাণে
সুপ্তোত্থিত মীন যেন, চাহিল চমকি

পতিমুখ-পদ্মপানে, বুঝিল ইঙ্গিতে
সে দেশের বাক্যাতীত দুর্ব্বোধ্য বারতা।
"অনিন্দ্যা পরম সাধ্বী" প্রশংসিল বহু
"দেবী যাজ্ঞসেনী নহে নারী সাধারণী;
ধর্ম্মে উৎসর্গিল নিজে রমণী-ললাম,
প্রাতঃস্মরণীয় দেশে রবে তাঁর নাম।"

(১৫)

রাজা এবে যুধিষ্ঠির সুখে রাজ্য করে
সহকারী ভ্রাতা চারি, নেতা বাসুদেব,
শুদ্ধা নীতি যাজ্ঞসেনী সর্ব্বপ্রীতিকরা,
রাজ্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননী মঙ্গলা,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ উদ্দেশ্য মহান,
অনুরক্ত প্রজাহৃদে বজ্র সিংহাসন।
দুষ্টের দমনে তথা শিষ্টের পালনে
প্রসারিল সুখশান্তি নিরুদ্বেগ দেশে,
প্রফুল্ল-অন্তর প্রজা করে বসবাস
একটি সংসারে যথা বহুপোষ্য যাপে।
উছলিল রাজকোষ ষষ্ঠাংশ-আদানে;
বাড়িল বাণিজ্য কৃষি গো-পশু-পালন;
ধনধান্য-পরিপূর্ণ গৃহস্থ-ভবন;
মিতাচারী করে সবে ধর্ম্মের পালন।

(১৬)

নানা দেশ পর্য্যটনে তীর্থদরশনে
বাহিরিল মহারথী পার্থ কৌতূহলী ;
প্রভাসের পুণ্য ভূমে উপনীল আসি
ভেটিল মাধব সহ বহুদিন পরে।
আলিঙ্গিল পরস্পরে সুদৃঢ় বন্ধনে,
মহোরস্ক মহোরস্কে মিলিল সুন্দর,
আকাশ বেষ্টিল যেন প্রশস্ত সাগরে
নিজ প্রতিবিম্বধারী ; কুশল জিজ্ঞাসি
পার্থে সমাদরে কৃষ্ণ আনিল স্বপুরে।
ভুলিল ভবন পার্থ যাদব-যতনে,
কাটাইল কিছু কাল পরম কৌতুকে
আহার-বিহারে তুষ্ট কৃষ্ণের ভবনে।
ক্রমে পার্থ পরিচিত রমণীমণ্ডলে,
ভুলিল সুভদ্রারূপে, ভ্রমর কমলে।

(১৭)

একদা অর্জ্জুন আসে রেবতীর ঘরে ;
প্রথম দেখিল সেথা দোঁহে পরস্পরে ; (ক)
জিজ্ঞাসিল রেবতীরে সুভদ্রা সুন্দরী,—
কে বটে এ মহাশয় দরশন করি ?

(ক) অর্জ্জুন এবং সুভদ্রা পরস্পরে।

রেবতী কহিল হাসি,—তোমার এ বর
আনিল খুঁজিয়া বহু তব সহোদর,
মনোমত হয় কিনা কহ লো সুমতি,
দেবর হইতে ভাল ননন্দার পতি ;
আমোদিনী ভ্রাতৃজায়া পরিহাস করে,
সুভদ্রা ভাবিল সত্য সরল অন্তরে।
প্রথমে যে ভাবে যারে করে দরশন
ভাবিতে সে ভাবে তারে চায় তার মন,
পতিভাবে ভাবি একে পাইল প্রসাদ,
অজ্ঞাতে ধরিল অন্য গলে প্রেমফাঁদ।

(১৮)

চিত্ত-সংযমনে পার্থ চেষ্টিল প্রবল,
কি করিবে চেষ্টা তার কি করিবে বল,
স্বভাবের আগে হয় সকলি বিফল,
নির্ব্বাপিতে বিউনিয়া বাড়িল অনল।
আগত-যৌবনা ভদ্রা ভাব-লীলাস্থলী,
আকৃষ্ট-ভ্রমর যেন প্রায়স্ফুট কলি ;
পুরুষ-প্রবণ চিত্ত সুমুখী না জানে,
ভাবিতে মধুর ভাব ভাল লাগে প্রাণে ;
আনন্দে অর্জ্জুনে দেখে, শোনে তার কথা,
অন্যথা হইলে যেন চিত্তে লাগে ব্যথা ;

স্বভাব আপন কার্য্য সাধিল অন্তরে,
অজ্ঞাতে অর্জ্জুন-ভদ্রা সহায়তা করে;
চিত্তাকাশে প্রেমমেঘ হইল প্রবল,
কে জানে কখন তায় বরষিবে জল।

(১৯)

মদন পাইল এবে আপন কবলে
অভ্যস্ত-নিয়ম-যম বিরোধী অর্জ্জুনে;
তুচ্ছিল যে এতকাল অমোঘ শাসন
যার, সংযমের বলে, তাহারি উপরে
সেই সে কুসুম-শর নিরদয় আজি
প্রতিশোধ সাধে নিদারুণ; পরাধীন
এবে সাধক স্বাধীন, করুণা-ভিখারী;
চিরজয়ী পরন্তপ পার্থ মহারথী
শরে যার ত্রিভুবন ডরে, পরাজিত
আজি মদন-সমরে; বাঁধি মনসিজ
কামপাশে শাসে ভদ্রাদত্ত প্রহরণে—
লইয়া ভ্রূধনু তার, কেশে করি গুণ,
বদন-তূণীর হতে লয়ে আঁখি-শর,
স্তন-বর্ম্ম ধরি তার, হানে নিরন্তর।

(২০)

জর্জরিত-তনু পার্থ অতনু-তাড়নে
সহিতে না পারি আর প্রহার দুর্ব্বার

পলাইয়া মাধবের মাগিল শরণ;
"কাম-ক্রোধ-জয়ী আমি ভাবি মনে মনে
করি অহঙ্কার প্রভু দেশ-পর্য্যটনে
বাহিরিনু দম্ভে, পরাজয়ি বহিঃ শত্রু
অন্তঃশত্রু-পরাক্রম তুচ্ছিনু অন্তরে।
পাইনু পরম শিক্ষা, নিবেদিব কিবা
জানিছ সকলি তুমি আকার প্রকারে;
সুভদ্রা-শোভন-কান্তি কামিনু অন্তরে
আপন অজ্ঞাতে, হারাইনু ধৃতি স্থিতি;
নীরগত মীনসম ভদ্রাগত প্রাণ;
দয়া করি কর প্রভু উপায় বিধান
বিষম ব্যাধিত দাসে কর প্রাণ দান।"

(২১)

মন্মথ-বিকৃত পার্থে হেরি বাসুদেব
কহিল হাসিয়া, "কুসুম-উদ্যান হেতু
যতন-কর্ষিত-ভূমি নিপতিত যদি
রহে বহু দিন, আপনি জনমে তায়
পুষ্পেতর লতাগুল্ম অযত্ন-প্রবল,
যতন-কর্ষিত যদি সাধু-চিত্ত-ভূমে
না অঙ্কুরে গুরু-উপ্ত বীজ, কাম-আদি
স্বচ্ছন্দ-সঞ্জাত তায় পুষ্ট তার রসে

বাড়ে রিপুচয়। সাধন-শৈথিল্যে তব
মনোজ এ ব্যাধি পাইল প্রশ্রয় বহু:
যে কারণে উদে কাম, উপশমে শেষে
সেই সে কারণ-ধৃত ঔষধ সেবনে:
কমনীয়-কান্তি ভদ্রা তব রোগমূল,
ভদ্রাই ভেষজ তব শান্তি-অনুকূল।

(২২)

শ্রেয়ঃ এবে ভদ্রা সহ বিবাহ তোমার,
কমনীয় পাত্র তুমি সকল প্রকারে,—
উপযুক্ত ভদ্রাপতি। অন্যোন্য-শোভন
বর কন্যা সম শ্লাঘ্য উভয়ের কুলে,—
মম অভিমত, অনুমতি যুধিষ্ঠির
দিবে সুনিশ্চিত—বরণীয়া ভ্রাতৃবধূ
সুভদ্রা শোভনা তাঁর। ক্ষত্রিয়-বিবাহে
বহু বিঘ্ন বাধে ইষ্টা কন্যার আদানে।
শুভযোগে বহু কন্যা রাক্ষস বিধানে।”
আনাইল মাতৃ-ভ্রাতৃ-আজ্ঞা, পার্থ, আশু
দূত প্রেরি দ্রুতগতি অভীষ্ট সাধনে।
দিন যায় দিন পরে, মাস মাস পরে,
অপূর্ণ উৎকট ইচ্ছা বিঁধিছে অন্তরে
দুঃখে দিন যাপে পার্থ দ্বারকা নগরে।

(২৩)

প্রবর্ত্তিল গিরিপূজা ইন্দ্রে অবহেলি
নন্দালয়ে পূর্ব্বে বাল-কৃষ্ণ ; অনুকরি
তার আনন্দিল যদুগণ শৈলোৎসবে ;
পূজিল বৎসর অন্তে গিরি রৈবতকে
সমারোহে যদু, গোপ যথা গোবর্দ্ধনে।
অর্জ্জুনে সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না এবে ;
মাতিল যাদবগণ শৈলোৎসবে আজি ;
বসন-ভূষণে ভূষি প্রফুল্ল অন্তরে
চলিল যাদব-মুখ্য রৈবতক-তলে
পরিজন সহ,—ফলফুল খাদ্য আদি
লয়ে ভারে ভারে ; প্রজাগণ হৃষ্টমন
শকটে বা পদব্রজে চলে কুতূহলে।
ছাড়িল প্রাসাদ সবে আনন্দ-বিহ্বল,
মাধব-রুক্মিণী দোঁহে রহিল কেবল।

(২৪)

পূজা-অন্তে মাতে সবে মহান্ উৎসবে,
নাচে গায় দলে দলে মত্ত সীধুপানে ;
রেবতী সঙ্গিনী সহ মাতিল উৎসবে,
নারীদলে বিধুমুখী নেতা আমোদিনী

হাসে গায় মহা হর্ষে হাসায় কৌতুকে।
সুভদ্রা সুন্দরী সুখে সহচরী সাথে
মঙ্গল গীতিকা গাহি রৈবতক গিরি
আবর্ত্তিছে চারু-উরু সুচারু গমনে
প্রমোদিনী মত্তা যেন বালা মাতঙ্গিনী।
এ হেন সুযোগে পার্থ সুসজ্জিত রথে
অবিরুদ্ধা বালিকারে বসাইল তুলি
মহাবেগে চালাইল অশ্ব বেগবান।
রেবতী শুনিয়া কহে কিবা দুঃখ তায়,
'ভাগ্যবতী ভদ্রা তাই ভ্রাতৃপতি পায়।

(২৫)

সুভদ্রা হরিয়া বলে পার্থ পলাইল,
ধাবি দ্রুত দূতগণ বারতা বহিল,
পার্থে ধরিবারে বীর চারি দিকে ধায়,
কেহ উঠে কেহ পড়ি গড়াগড়ি যায়,
ধরে বাণ হতজ্ঞান মত্ত মধুপানে,
উঠিবার শক্তি নাই হানে বাক্যবাণে,
"বিষম দুর্নীত পার্থ করে চতুরালি
বন্ধু হয়ে বন্ধুকুলে লাগাইল কালি।
আপনার জন ভাবি করিনু সৎকার,
ভগ্নী হরি দিল বটে ভাল পুরস্কার।"

কেহ বা যাদব হাঁকে ধরি ধনুর্ব্বাণ,
"পলাইছ কেন ভয়ে চৌরের সমান ;
বীর যদি রথ রাখি হও আগুয়ান,
তা না হ'লে এই বাণে লইব পরাণ।"

(২৬)

টিট্‌কারি শুনিয়া পার্থ কাঁপে রোষ-ভরে
অশ্বরশ্মি ভদ্রাকরে দিয়া বাণ ধরে।
রথরজ্জু ধরি ভদ্রা চালাইল রথ
সাধিবারে ভ্রাতৃশুভ, নিজ মনোরথ ;
সুভদ্রা চালায় রথ, অর্জ্জুন নিবারে
সুভদ্রা এড়ায় যুদ্ধ, অর্জ্জুন হুঙ্কারে ;
সুভদ্রার ব্যবহার দেখি যদুগণ,
হরণ এ নহে ভাবি বিসর্জ্জিল রণ।
হেনকালে রামকৃষ্ণ পরামর্শ করি,
দূতমুখে জানাইল বার্ত্তা শুভকরী,
কৃষ্ণ-আজ্ঞা যদুগণ শিরোধার্য্য করে,
বুঝাইয়া বরবধূ আনিল নগরে,
মিলাইল দোঁহে শীঘ্র বিবাহ-বন্ধনে,
মুক্তব্যাধি পার্থ যেন ঔষধ-সেবনে।

(২৭)

একদা সাগর-সৌধে বসিয়া নিভৃতে
মাধব রুক্মিণী সহ ;—ধৃত-সর্ব্ববেগ

পার্থ প্রশান্ত-গভীর-চিত্ত—একটিও
চিন্তারেখা নাহি চলে মনে, বিক্ষোভান্তে
নির্ব্বাত নীরধি-নীরে উর্ম্মি নাহি চলে
যথা, জিজ্ঞাসে মাধবে, "উপদেশ দিলে
প্রভু, ধরিবারে নিজে, নারিনু ধরিতে
সর্ব্বথা তাহারে, সুযোগে ধাবিল বেগে
কামনা-বন্ধলে হৃত; পশ্চাতে দহিনু
অনুতাপানলে; তারো নাথ অনুগত
দাসে, ধরি তব পদে, সমত্ব-প্রদানে।
কৈবল্য যে একাভাব মাগি তব স্থানে;
সর্ব্বকালে সমভাবে পাই যেন স্থিতি—
সর্ব্ব অবস্থার পর অবস্থা মহতী।

(২৮)

"করণীয়-অনভ্যাসে, পার্থ," কৃষ্ণ কহে
"ধারণীয় নহে দৃঢ়ভূমি, কর্ম্মে ধর্ম্ম
নিত্য স্থিতি লভে; ধর্ম্ম সবাকার প্রাণ
সতত চঞ্চল এবে, ধর তারে নিত্য
কামনা-বিহীন কর্ম্মে অবিচ্ছেদে তুমি,
তুষ্ট-প্রাণে জগৎ তুষ্ট, ধর্ম্ম সনাতন
তবে তব নিত্য ধৃত হবে, নাহি হবে
চ্যুতি তব—এখন হইল যথা;—থাকি

সেই সে বিষ্ণুর ভাবে অচ্যুত অটুট
নিরাময় তত্-প্রসাদ ভুঞ্জি নিরবধি
সমর্থিবে করিবারে সর্ব্বকার্য্য যথা
করে সাধারণে, না পরশি ফলাফল
পাপ পুণ্য ; কর তাই করম নিষ্কাম,
ধর্ম্ম-অর্থে কর্ম্মী লভে স্থিতি অবিরাম।

(২৯)

ইহাতেও যদি তব স্থিতি-ভঙ্গ হয়
করিও না তায় কভু বৃথা অনুতাপ.
আনন্দে সহিবে সব তুচ্ছ শুভাশুভ.
সফলতা বিফলতা সহিলে সমান,
দুঃখের তীক্ষ্ণতা কিংবা সুখের মত্ততা
সহিষ্ণুর স্থিতি-আগে নাহি কার্য্য করে।
ইচ্ছাধীন নহে কিছু এ জগতে তব.
না আইলে না যাইবে আপন ইচ্ছায়.
পরাধীন তুমি। অধীনে স্বাধীন থাকে
সহিষ্ণু কেবল। আত্ম-একাধীন তুমি
উপেক্ষি অপ্রিয়-প্রিয়, তিতিক্ষু প্রবল
অনাসক্ত অবিচল ধর্ম্মকর্ম্ম কর।
যা হবার তাই হবে তোমার কি তায়,
অনপেক্ষ হও সদা আপন-সহায়।

(৩০)

একা আসিয়াছ তুমি যাইবে অন্তিমে
একা ; দ্বিতীয় না আছে তব তরে ;
যা দেখিছ সব একের প্রসূতি নানা
ওতপ্রোত ভাবে স্থূল সূক্ষ্ম দেহে ব্যক্ত
বিরাজিছে সর্ব্বত্র সমান। তবে কেন
দুই ভাবি তুমি স্ফুরিছ কুণ্ঠিছ কভু
সুখদুঃখে, প্রিয়াপ্রিয়ে মান-অপমানে ;
বিশ্ব আর তুমি এক, ভাবময়ী সত্তা
ভিন্ন অন্য কিছু নাহি আর, তবে তুমি
শর্ম্মাইছ ডরিছ বা কারে ? বৃথা চিন্তা
কেন তব স্বপন-কল্পনা সম ? একে
নাহি সম্ভবে এ সব ; ভ্রমনিদ্রা ত্যজি
ভাবময় আত্মব্রহ্মে দৃঢ়ব্রত ধর
আপনারে ধরি একা করণীয় কর।"

(৩১)

প্রবোধিত পার্থ এবে, কিছু কাল পরে
ফিরিল সুভদ্রা সহ আপনার ঘরে ;
অনুগামী রামকৃষ্ণ সহ দলবল
সঙ্গে লয়ে যৌতুকের সামগ্রী সকল ;—

আনিল সহস্র দৃঢ় রথ হিরণ্ময়
যুক্ত তায় দ্রুতগামী অশ্ব-চতুষ্টয়,
মথুরা-প্রদেশ-জাতা বহু-পয়স্বিনী
আনিল অযুত গাভী মহা তেজস্বিনী,
ধবল সহস্র অশ্বী হৈম-বিভূষণা,
কৃষ্ণকেশী অশ্বতরী পবন-গমনা,
পরিচর্য্যা-পটু গৌরী সুবর্ণ-শোভিনী
সহস্র বয়স্থা দাসী শুদ্ধ-আচারিণী;
সহস্র সমর-হস্তী, বসন কম্বল,
বিশুদ্ধ বিমিশ্র স্বর্ণ, রতন উজ্জ্বল।

(৩২)

মহা হর্ষে গৃহে কুন্তী উঠাইল সব,
পাণ্ডব নগরে হয় আনন্দ-উৎসব,
কৃষ্ণে মিলি যুধিষ্ঠির উৎফুল্ল অন্তরে
তুষিল ভোজন-পানে কুটুম্ব-নিকরে,
বাদ্য নৃত্য গীত তথা নাট্য-অভিনয়
দেখি শুনি যদুগণ আনন্দিত হয়,
নানা স্থানে নানা দৃশ্য দেখি মনোহর,
জিজ্ঞাসিয়া যুধিষ্ঠিরে পুনঃ ফিরে ঘর,
দলবল লয়ে সব ফিরিল যাদব,
যুধিষ্ঠির-অনুরোধে রহিল মাধব।

যাদবে পাণ্ডবে প্রীতি—বাঁধিল সংহতি,
ব্যথিল অন্তরে তায় রাজন্য দুর্ম্মতি ;
দুর্য্যোধনে দুর্ব্বিসহ লাগে শেল সম,
ঈর্ষানল মনে তার জ্বলিল বিষম।

(৩৩)

অদূরে আছিল মহা খাণ্ডবের বন
বহুবিধ শ্বাপদের ভবন ভীষণ,
কৃষ্ণার্জ্জুন চারি ধারে জ্বালি হুতাশন
নাশিতে শ্বাপদ-কুল দাহিল সে বন।
নিভৃতে আছিল সেই কানন ভিতর
সুনিপুণ শিল্পী ময়, জাতি আর্য্যেতর ;
দাবানলে দাহে প্রাণ যদি থাকে ঘরে,
পলাইলে প্রাণে মরে অর্জ্জুনের শরে,
পরিবার সহ ভয়ে লইল শরণ,
প্রাণ ভিক্ষা দিল তারে অর্জ্জুন সুজন।
কহিল দানব পার্থে, কৃতজ্ঞ-অন্তর,
কি করিব কার্য্য তব কহ ধনুর্দ্ধর,
পার্থ কহে নাহি চাহি দান-প্রতিদানে
প্রসন্ন মানসে তুমি যাও নিজ স্থানে।

(৩৪)

কহে ময় সুখী হয় তব কার্য্যে মন,
বাঞ্ছা পুরাইতে কেন হইলে কৃপণ ?

পার্থ কহে আমি কিছু চাহি না এখন,
কৃষ্ণ হেতু কর কিছু যদি চাহে মন।
কৃষ্ণ কহে আছে এবে কিবা কার্য্য মম,
পার যদি কর এক সভা নিরুপম,
অদ্ভুত হইবে যাহা নরে অসম্ভব,
হেরিয়া পড়িবে ভ্রমে দেব কি মানব,
হেন সভা-গৃহে সুখে বসি ধর্ম্মবীর
শাসিবে ধর্ম্মের রাজ্য রাজা যুধিষ্ঠির।
কহে শিল্পী পুলকিত কৃষ্ণপদে নত
পাইনু উচিত আজ্ঞা মম মনোমত ;
রাজ-রাজেশ্বর হেতু হবে সভাতল,
দেখাইব মনসুখে শিল্পের কৌশল।

(৩৫)

গুরুসখ পাণ্ডবের গুরুসখা ক্রমে
উৎসুক হইল কৃষ্ণ পিতৃ-সমাগমে,
আমন্ত্রিয়া যুধিষ্ঠিরে বিনীত বচনে,
ভক্তিভাবে প্রণমিল কুন্তীর চরণে ;
সমাদরে সুভদ্রারে সম্ভাষি বিহিত
বধূজন-করণীয় বুঝাইল হিত ;
নিবেদিল ভদ্রা কৃষ্ণে নমি বারম্বার
গুরুজনে জ্ঞাপনীয় বহু সমাচার ;

ভগিনীরে তুষি কৃষ্ণ আশীর্ব্বাদ-দানে
বিদায় লইল আসি দ্রৌপদীর স্থানে ;
ধৌম্য পুরোহিতে তবে ভেটি যদুরায়,
সম্ভাষিল যথাবিধি মধুর ভাষায়।
পাণ্ডব-বেষ্টিত কৃষ্ণ শোভিল সুন্দর,
অমর-বেষ্টিত যেন মহেন্দ্র অপর।

(৩৬)

স্নান-অন্তে হৃষীকেশ গন্ধমালা ধরি,
জপ নমস্কার আদি যথাবিধি করি,
অক্ষত কুসুম দধি করি পরশন
স্বস্তিবাচী দ্বিজগণে দিল বহু ধন ;
গদাচক্র অসি আদি ধরি প্রহরণ,
সুতিথি নক্ষত্র দেখি করিল গমন ;
স্বর্ণরথে খগধ্বজ, দারুক সারথি,
আপন ভবন যাত্রী বাসুদেব রথী ;
হেনকালে যুধিষ্ঠির উঠি রথোপরে
সারথিরে সরাইয়া অশ্ব-রশ্মি ধরে,
অর্জ্জুন উঠিয়া কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ করে,
স্বকরে বীজন করে ধবল চামরে ;
ভীম আদি ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণ-শুভকামী
বহুল ব্রাহ্মণ সহ হয় অনুগামী।

(৩৭)

গ্রহ-পরিবৃত যথা সহস্রকিরণ,
শিষ্যে অনুগত যথা গুরু মহাজন,
চলিল স্মরিয়া নিজ গুরু সনাতন,
এই ভাবে জনার্দ্দন অর্দ্ধেক যোজন;
যুধিষ্ঠিরে পদে ধরি কমল-লোচন
"নিবৃত্ত হউন" বলি ফিরায় তখন ;
চরণে পতিত কৃষ্ণে তুলি যুধিষ্ঠির
শিরঃ চুম্বি বিদায়িল মানসে অধীর ;
"আসিব ত্বরায়" কৃষ্ণ করিয়া শপথ
দ্বারাবতী-মুখে দ্রুত চালাইল রথ।
অনিমেষ দেখে তারা কৃষ্ণ-মনস্কামী,
মনে মনে মাধবের হয় অনুগামী,
না পূরিতে মনস্কাম রথ যায় দূরে,
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণে ফিরে নিজ পুরে।

ষ্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৩০ নং শিব নারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, দ্বারা মুদ্রিত।